NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ এক স্বপ্নের অকাল মৃত্যু শিক্ষাঙ্গনে এক গভীর প্রশ্ন চিহ্ন এঁকে দিয়ে গেল

রোহিত-আগরকরদের উপস্থিতিতে আজ এশিয়া কাপের দল ঘোষণা ৮

কলকাতা ২১ অগস্ট ২০২৩ ৩ ভাদ্র ১৪৩০ সোমবার সপ্তদশ বর্ষ ৭১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 21.8.2023, Vol.17, Issue No.71, 8 Pages, Price 3.00

অন্তর্বর্তী উপাচার্য পেল যাদবপুর, যোগ্যতা, নিয়োগ নিয়ে উঠল প্রশ্ন

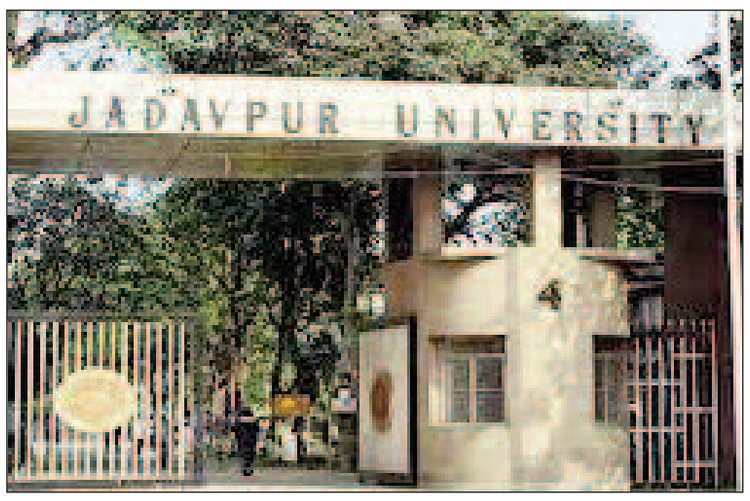

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রথম বর্ষের ছাত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যু নিয়ে প্রশ্নের মুখে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। এ নিয়ে ডামাডোলের মধ্যেই অন্তর্বর্তী উপাচার্য পেল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। গণিত বিভাগের অধ্যাপক বুদ্ধদেব সাউ এই দায়িত্ব পেয়েছেন। দায়িত্ব নিয়েই তিনি মানলেন ছাত্রমৃত্যুর ঘটনায় গাফিলতি ছিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের। তিনি বলেন, 'অ্যান্টি র্যা গিং সেলকে আরও সক্রিয় হতে হবে। সিসিটিভি-র প্রয়োজনিয়তা আছে কিনা খতিয়ে দেখা হবে।'

গত ৯ আগস্ট রাতে হস্টেলের বারান্দা থেকে পড়ে গুরুতর জখম হয় যাদবপুরের পড়ুয়া। ১০ অগাস্ট ভোরে মৃত্যু হয় নদিয়ার বাসিন্দা ওই ছাত্রের। ঘটনার ৯ দিন পর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তী উপাচার্য নিয়োগ করেছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস তথা আচার্য। দায়িত্ব পাওয়ার পরের দিন, রবিবার ছুটি থাকা সত্ত্বেও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন নতুন অন্তর্বর্তী উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউ। বলেন, 'এরকম সঙ্কট না হলেই ভাল হত। এটা হৃদয় বিদারক ঘটনা। অত্যন্ত দুঃখের। মেনে নিতে হবে গাফিলতি কোথাও ছিল। একজনের দিকে আঙুল তুললে হবে না। এর দায় গোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের।'

যাদবপুরের পড়ুয়ার মৃত্যু ঘিরে এই মুহূর্তে উত্তাল গোটা রাজ্য। পড়ুয়ামৃত্যুর ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শনিবার দফায় দফায় জেরার পর গ্রেপ্তার করা হয়েছে আরও এক প্রাক্তনীকে। ধৃতের নাম জয়দীপ ঘোষ। শনিবার রাতে রাজভবনের তরফে বুদ্ধদেববাবুকে নিয়োগের কথা জানানো হয়। বিষয়টি জানাজানি হতেই রাজভবনের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। অধ্যাপক, শিক্ষাকর্মী এবং পড়ুয়াদের একাংশের অভিযোগ, ওয়েবকুপার ট্রেজারার ছিলেন বুদ্ধদেববাবু। বিজেপি-র অধ্যাপক সংগঠনের নেতা তিনি। রাজভবনের তরফে তাঁকে নিয়োগ করা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন অনেকেই। নতুন উপাচার্যের 'শিক্ষাগত যোগ্যতা' নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিশ্ববিদ্যালয়েরই অধ্যাপক এবং পড়ুয়াদের একাংশ। বুদ্ধদেবের রাজনৈতিক পরিচয় নিয়েও কাটাছেঁড়া শুরু হয়েছে বিভিন্ন মহলে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক শেষ করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৯৫ সালে স্নাতকোত্তর পাশ করেন বুদ্ধদেব। ২০০০ সালে তিনি এমটেক পাশ করেন 'ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট' থেকে। ওই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকেই পিএইচডি করেছেন বুদ্ধদেব। তা শেষ হয় ২০১২ সালে।২০০২ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'লেকচারার' ছিলেন তিনি। ২০০৯ সাল পর্যন্ত তিনি সিনিয়র লেকচারার ছিলেন। পরের তিন বছর রিডার হিসাবে ছিলেন যাদবপুরে। এর পর ২০১২ সালে অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর হন বুদ্ধদেব। যাদবপুরের অধ্যাপক এবং পড়ুয়াদের একাংশের দাবি, গত ১১ বছরেও অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর থেকে প্রফেসর পদে উন্নীত হতে পারেননি বুদ্ধদেব। 'অ্যাকাডেমিক কেরিয়ার' দুর্বল হওয়ার কারণেই প্রফেসর সিলেকশন কমিটি তাঁর নামে অনুমোদন দেয়নি বলেই দাবি করেছেন অনেকে।

যদিও এ নিয়ে একটি বাংলা জনপ্রিয় সংবাদ মাধ্যমে মুখ খোলেন বুদ্ধদেব সাউ। তাঁর কথায়, 'প্রত্যেকেই তো কোনও না দল করেন, কেউ তৃণমূল, কেউ সিপিএম, কেউ এসইউসিআই। হঠাৎ এগুলো কেন মাথায় ঘুরছে জানি না।'

রাজ্যপালের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ, সুপ্রিম কোর্টে গেল রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: যাদবপুরে ডামাডোলের মধ্যেই অন্তবর্তী উপাচার্য নিয়োগ করেছেন আচার্য তথা রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। রাজ্যপালের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে গেল রাজ্য। নবান্নের অভিযোগ, রাজ্যের উচ্চ শিক্ষা দপ্তর বা শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে কোনও আলোচনা ছাড়াই উপাচার্য নিয়োগে একক ভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে চলেছেন আচার্য। রাজ্যপাল যে পদ্ধতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ করেছেন, তা বৈধ নয় বলেই বক্তব্য নবান্নের। রাজ্যের উচ্চ শিক্ষা দফতর বা শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে কোনও আলোচনা ছাড়াই উপাচার্য নিয়োগে একক ভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে চলেছেন আচার্য। সোমবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি দীপঙ্কর দত্তের ডিভিশন বেঞ্চে রাজ্যের আবেদনের শুনানি হওয়ার কথা। এর আগে বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ করেন আচার্য অর্থাৎ রাজ্যপাল। ওই উপাচার্যদের বেতন বন্ধ করে দেয় শিক্ষা দফতর। রাজ্যের যুক্তি, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগে একতরফা ভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না আচার্য। উপাচার্যদের নিয়োগ বাতিল চেয়ে হাই কোর্টে জনস্বার্থ মামলা করেন অধ্যাপক সনৎকুমার ঘোষ। গত ২৮ জুন হাই কোর্ট মামলা খারিজ করে আচার্যের সিদ্ধান্তেই সিলমোহর দেয় আদালত।

সরব শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: যাদবপুর কাণ্ডে এবার মুখ খুললেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। রবিবার কলকাতায় এসেছিলেন তিনি। স্পষ্টভাবে তিনি বলেন, 'রাজ্যকে অবশ্যই মানতে হবে হাইকোর্টের নির্দেশ। কোনও ছাত্রের র‍্যাগিং করার অধিকার নেই।' যাদবপুর ইস্যুতে রাজ্য সরকারের ভর্ৎসনা করলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় দেশের অন্যতম সেরা বিশ্ববিদ্যালয়। যার নাম গোটা দেশে। কিন্তু, সাম্প্রতিককালে সেখানে একটা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটেছে। ইউজিসি গোটা বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে। কোনও ছাত্রের র‍্যাগিং করার অধিকার নেই। রাজ্য সরকারের অবশ্যই হাইকোর্টের নির্দেশ মানা উচিত। এটা ওদের দায়িত্ব।' প্রসঙ্গত, যাদবপুরে ছাত্র মৃত্যুর সামনে আসার পরেই পথে নেমেছে বিজেপি। দোষীদের কড়া শাস্তির দাবিও তোলা হয়েছে। ঘটনায় উচ্চ পর্যায়ের তদন্তের দাবি জানিয়ে আগেই শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে চিঠি লিখেছিলেন বিজেপি নেতা শঙ্কুদেব পণ্ডা। তাঁর সাফ দাবি ছিল প্রয়োজনে সিবিআই তদন্ত হোক।

ভিন রাজ্যে হস্টেলে রহস্যমৃত্যু ছাত্রীর বাবাকে ফোন করে তদন্তে সহযোগিতা করার আশ্বাস দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: যাদবপুরের হস্টেলে ছাত্র মৃত্যুর ঘটনার মাঝেই অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমে কলকাতার টালিগঞ্জের ছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর খবর এসেছে। মেয়ের মৃত্যু নিয়ে অভিযোগ রয়েছে পরিবারের। এই পরিস্থিতিতে ফোনে মৃত ছাত্রীর বাবাকে তদন্তে সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

জানা গিয়েছে মাধ্যমিকের পর ওই পড়ুয়া অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমের একটি কলেজে ভর্তি হয়েছিল। লক্ষ্য ছিল, ডাক্তারির প্রবেশিকা পরীক্ষা 'নিট'-এর জন্য ভালোভাবে প্রস্তুতি নেওয়া। সেখানেই হস্টেলে রহস্যজনক ভাবে মৃত্যু হয় তার।

পরিবারের লোকেরা জানিয়েছেন, ১৪ জুলাই রাতে কলেজ থেকে ফোন করে জানানো হয়, চারতলা থেকে নীচে পড়ে মৃত্যু হয়েছে তাদের মেয়ের। পরে আবার বলা হয়, চারচলা নয়, সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়েছে ওই পড়ুয়া। মৃতের বাবা একটি সংবাদমাধ্যমকে জানান 'সপ্তাহখানেক আগে হস্টেলের বাথরুমে বিয়ারের বোতল পাওয়া গিয়েছিল। সেই ঘটনার প্রতিবাদ করেছিল মেয়ে'। তাঁর প্রশ্ন, 'প্রতিবাদ করাই কি কাল হল'?

এই ঘটনা সামনে আসতেই রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস যান রীতির নেতাজি নগরের বাড়িতে। সেখানে গিয়ে তিনি দেখা করেন ওই পড়ুয়াপ বাবা এবং পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে। এরই পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ছাত্রীর বাবার ফোনে কথা বলিয়ে দেন মন্ত্রী অরূপ। মৃত ছাত্রীর বাবা শুকদেব সাহা জানান, 'মুখ্যমন্ত্রী সব রকম সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন। রাজ্য সরকারে তরফে তদন্ত করানোর কথা বলেছেন। মুখ্যমন্ত্রী কিছু একটা ব্যবস্থা নিশ্চয় করবেন বলে আমার বিশ্বাস।' তাঁর সন্দেহ, মেয়েকে খুন করা হতে পারে। রবিবার তাঁদের বাড়িতে যান সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তীও।

অরূপ বিশ্বাস জানান, 'হস্টেলগুলোতে নামে অরাজকতা চলছে। মেধাবী পড়ুয়ারা শেষ হয়ে যাচ্ছে। একটা বাচ্চা মেয়ে কত আশা নিয়ে পড়তে গিয়েছিল। তাঁকে খুন করা হয়েছে। এর জন্য কোর্টের দ্বারস্থ হতে হল। এর বিচার চাই। আমরা সমস্ত সহযোগিতা করব। আমাদের সরকারও ব্যবস্থা নেবে।'

'বউকে খুন করেছি', বাগদা থানায় এসে আত্মসমর্পণ চিকিৎসকের

টিটব বিশ্বাস ● বাগদা

থানায় সটান ঢুকে পুলিশের কাছে যুবকের স্বীকারোক্তি, 'স্যার বউকে খুন করে এসেছি'।

এমন কথা শুনে হকচকিয়ে যান বাগদা থানার পুলিশকর্মীরাই। যুবককে বসতে বলে খুলে বলতে বলেন কী হয়েছে। তখনই জানা যায় দাম্পত্য কলহ চরমে ওঠায় রাগের মাথায় স্ত্রীকে খুন করে বসেছেন তিনি। পালাননি। কারণ, তাহলে তাঁর অপরাধের সাজা পরিবারের অন্যদের ভুগতে হবে। থানায় এসেছেন আত্মসমর্পণ করতে। যিনি এই কথাগুলো বলছিলেন তিনি পিজি হাসপাতালের একজন চিকিৎসক, নাম অরিন্দম বালা।

অভিযোগ পেয়ে তদন্তে যানউত্তর ২৪ পরগনার বাগদা থানার পুলিশকর্মীরা। বাগদা ব্লকের হেলেঞ্চা গ্রাম পঞ্চায়েতের মন্ডবঘাটা গ্রামের চিকিৎসকের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় তাঁর স্ত্রীর দেহ। মৃতার নাম রত্নতমা দে। বয়স ২৫। তিনি ছিলেন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক। জানা গেছে, নিহত রত্নতমার দেহে একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ধারালো অস্ত্র দিয়েই কুপিয়ে খুন করা হয়েছে মহিলাকে। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

জানা গিয়েছে, বছর দুয়েক আগে নীলগঞ্জের বাসিন্দা পেশায় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক বছর রত্নতমা বিয়ে হয় অরিন্দমের। তিনি কলকাতা পিজি হাসপাতালে এমডি করছেন। বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই দাম্পত্য কলহ।

দীর্ঘদিন ধরে শ্বশুরবাড়িতে থাকতেন না রত্নতমা। জানা গিয়েছে, ফের একবার সংসার করার মানসিকতা নিয়ে চেষ্টা করতে চেয়েছিলেন তাঁরা। সেই মতো শনিবার রাতে স্ত্রীকে তাঁর বাপের বাড়ি থেকে ফিরিয়েও এনেছিলেন অরিন্দম। কিন্তু মাঝরাতেই দুজনের মধ্যে ফের বাদানুবাদ শুরু হয় আর তারপরই প্রবল রাগে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে স্ত্রীকে খুন করেন বলে পুলিশকে জানান অরিন্দম।

অরিন্দমের ভাই অনির্বাণ বালা জানান, দাদাকে ফোন করে গতকাল বউদি বাড়িতে আসার কথা জানিয়েছিল। সেই মতো দাদা গিয়ে তাঁকে ফিরিয়ে আনে। রাতে খাওয়ার সময় অবধিও দু'জনের আচরণ ঠিকঠাকই ছিল। পরে ওঁরা উপরের ঘরে ঘুমাতে চলে যাওয়ার পর আর কিছুই জানি না আমরা। সকালে দাদা নীচে নেমে জানায়, সে বউদিকে মেরে ফেলেছে।

জানা গিয়েছে, রবিবার সকালে অরিন্দম দোতলা থেকে নেমে বাবা এবং ভাইয়ের কাছে জানান স্ত্রীকে মেরে ফেলেছেন। যদি তিনি পালিয়ে যান তাহলে বাবা ও ভাইকে পুলিশ হেনস্তা করবে। তাই দোষ স্বীকার করবেন ঠিক করে থানায় যান। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বাগদা থানার পুলিশ। তবে এই ঘটনায় নিন্দার ঝড় উঠেছে। একজন চিকিৎসকের কীভাবে রাগের মাথায় স্ত্রীকে খুন করে ফেলেন, সেই প্রশ্ন সকলের।

এ প্রসঙ্গে অভিযুক্ত পুলিশকে বলেন, 'স্যার বৌকে খুন করে এসেছি।' খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে বাগদা থানার পুলিশ। শুরু হয়েছে ঘটনার তদন্ত।

বুধবার চাঁদে পৌঁছে যাবে চন্দ্রযান ৩-এর ল্যান্ডার বিক্রম

ফেসবুকে দেখা যাবে লাইভ সম্প্রচার

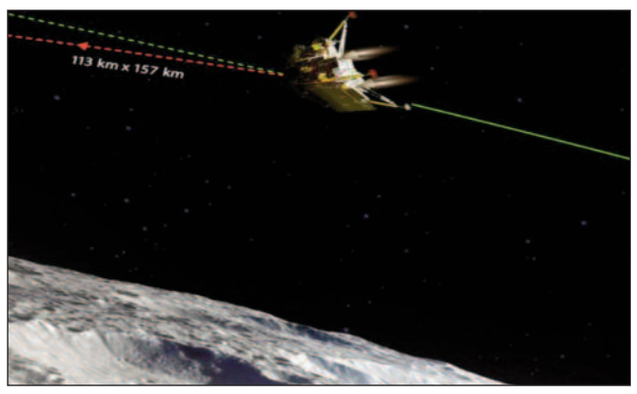

নয়াদিল্লি, ২০ অগস্ট: চাঁদের দক্ষিণ মেরুর খুব কাছে গিয়েও পারেনি রাশিয়া। ভারত পারলে তৈরি হবে ইতিহাস। বিশ্বের মধ্যে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছনোর প্রথম শিরোপা অর্জন করবে ভারত।

আর বুধবার সন্ধেয় হবে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। জানিয়ে দিল ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো। সব ঠিক থাকলে, ২৩ অগস্ট সন্ধে ৬টা বেজে ৪ মিনিটে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে সফট ল্যান্ডিং করবে ভারতের মহাকাশযান চন্দ্রযান-৩-এর ল্যান্ডার বিক্রম। ইসরোর ওয়েবসাইট (isro.gov.in), ফেসবুক (facebook.com/ISRO), ইউটিউবে (youtube.com/ watchÚv=DLA_ 64yz8Ss') চন্দ্রযান ৩-এর অবতরণের সরাসরি সম্প্রচার করা হবে।

এদিন এক্স হ্যান্ডেলে অর্থাৎ টুইটারে ইসরোর তরফে উল্লেখ করে জানানো হয়, 'চন্দ্রযান-৩ ইস অল সেট টু ল্যান্ড অন মুন। চাঁদে অবতরণের জন্য প্রস্তুত চন্দ্রযান-৩। আগামী ২৩ অগস্ট, বুধবার সন্ধে ৬টা বেজে ৪ মিনিটে চাঁদে পা রাখবে ল্যান্ডার বিক্রম। আপনাদের সকলের শুভকামনার জন্য ধন্যবাদ।' একইসঙ্গে এও জানানো হয়েছে, শনিবার মধ্যরাতেই চাঁদের কক্ষপথে শেষ ল্যাপে দ্বিতীয় ডি বুস্টিং প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় চন্দ্রযান ৩-এর। এখন চাঁদের একেবারেই কাছে অবস্থান করছে সে। আর মাত্র দুটো দিন, তারপরই চাঁদে নামবে চন্দ্রযান-৩। ইসরোর-র তরফে জানানো হয়েছে, ল্যান্ডারটির শরীর স্বাস্থ্য ভালোই রয়েছে। চাঁদের কাছাকাছি পৌঁছনোর পর ল্যান্ডার বিক্রমের গতি একধাক্কায় অনেকটাই কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। অবতরণের পর ল্যান্ডার বিক্রম থেকে বেরিয়ে আসবে রোভার প্রজ্ঞান এবং তা চাঁদে পরীক্ষা চালাবে। চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে একাধিক বড় গর্ত রয়েছে। সেখানেই সফট ল্যান্ডিং হবে এই ল্যান্ডারের।

প্রসঙ্গত, চন্দ্রযান-২-এর ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে অতীতের সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি যাতে না-হয়, সেই বিষয়ে অতি সতর্ক ইসরো। চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে রয়েছে অসংখ্য গর্ত। এর আগে চন্দ্রযান ২ কাছাকাছি গিয়েও শেষপর্যন্ত সফলভাবে ল্যান্ড করতে পারেনি। তাই এবার আরও অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পাশাপাশি সতর্ক রয়েছে ইসরো।

ইসরোর চন্দ্রযানের সফল অবতরণের জন্য প্রয়োজন সূর্যের আলোর। সূর্যের আলো পাওয়ার পরেই সফট ল্যান্ড করবে ল্যান্ডার বিক্রম। কিন্তু, তাৎপর্যপূর্ণভাবে চাঁদে যখন ল্যান্ডার বিক্রম অবতরণ করবে তখন ভারতীয় সময় অনুযায়ী দেশের একাধিক অংশেই সূর্যাস্ত দেখা যাবে।

সোমবার চাঁদে নামার কথা ছিল রাশিয়ার যানের। কিন্তু সেই স্বপ্নপূরণ হয়নি। চাঁদের কাছে গিয়েও ভেঙে পড়ে রুশ মহাকাশযান 'লুনা-২৫'। এর আগে প্রথম ২০০৯ সালে চন্দ্রযান ১ মিশন করে ভারতের ইসরো। কিন্তু, তা ব্যর্থ হয়েছিল। এরপর ২০১৯ সালে চন্দ্রযান ২ মিশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু, চাঁদের খুব কাছাকাছি গিয়েও সেই মিশন ব্যর্থ হয়। এখন চন্দ্রযান-৩ এর সাফল্য কামনা করে প্রার্থনা করছে দেশবাসী।

চাঁদে পৌঁছনোর আগেই মুখ থুবড়ে পড়ল রাশিয়ার 'লুনা-২৫'

মস্কো, ২০ অগস্ট: খুব কাছে গিয়েও অধরা রয়ে গেল ইতিহাস। চাঁদের মাটিতে ভেঙে পড়ল রুশ মহাকাশযান 'লুনা-২৫'। রুশ মহাকাশ সংস্থা রসকসমস রবিবার এই খবর জানিয়েছে। সোমবার চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে রুশ মহাকাশযানের সফল অবতরণ হলে নতুন ইতিহাস তৈরি হত। এদিকে বুধবারই চাঁদে সফট ল্যান্ডিংয়ের কথা ল্যান্ডার 'বিক্রম'-এর। চন্দ্রযান ৩ সফল হলে সেক্ষেত্রে এই কৃতিত্বের অধিকারী হবে ভারত।

সোমবার চাঁদের মাটিতে নামার কথা ছিল রুশ মহাকাশযানের। জল্পনা চলছিল, তা হলে কি ভারতের আগে চাঁদের মাটি ছুঁয়ে ফেলবে ভ্লাদিমির পুতিনের দেশ? মস্কোর সেই লক্ষ্য ব্যর্থ হল। শনিবার রাশিয়ার মহাকাশযানে কিছু বিপত্তি দেখা গিয়েছিল। এ কথা জানিয়েছিল রুশ মহাকাশ সংস্থা রসকসমস। রবিবার দুপুরে জানানো হল, চাঁদে রুশ মহাকাশযান ভেঙে পড়েছে। ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর চন্দ্রযান ৩ উৎক্ষেপণের পরেই ১১ অগাস্ট মহাকাশে পাড়ি দেয় রাশিয়ার লুনা ২৫-ও। শুধু তাই নয়, ভারতের চন্দ্রযানের থেকে এক মাস পরে পাড়ি দিয়েও লুনা চন্দ্রযানের আগে দক্ষিণ মেরু ছোঁবে বলে মনে করা হচ্ছিল। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এক্ষেত্রে জোরে 'দৌড়' অর্থাৎ অতিরিক্ত গতি ব্যর্থতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ফলে রাশিয়ার দ্বিতীয়বারের মতো চাঁদ ছোঁয়ার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকেই গেল! ৪৭ বছর পর ফের চন্দ্র অভিযানে অংশ নেয় রাশিয়া। ১১ অগাস্ট চাঁদের কক্ষপথে লুনা-২৫ পাঠায় রাশিয়া। রাশিয়া একটি ভারী-লিফ্ট রকেট ব্যবহার করেছে যা লুনা-২৫ স্যাটেলাইটকে সরাসরি চাঁদে নিক্ষেপ করে। ১৬ অগাস্ট চাঁদের কক্ষপথে ঘূর্ণন শেষ করে ২১ অগাস্ট এবং ২৩ অগাস্টের মধ্যে ল্যান্ডিং করার কথা ছিল লুনার। সোমবার রাশিয়ান মহাকাশযানটি চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অবতরণ করার কথা ছিল। হিমায়িত জল এবং মূল্যবান উপাদানের খোঁজ চালানোর কথা ছিল। তবে, সেই লক্ষ্যপূরণ হল না রাশিয়ান মহাকাশযানের। প্রসঙ্গত, গত জুন মাসেই রাশিয়ার মহাকাশ গবেষণা সংস্থা রসকসমসের প্রধান ইয়ুরি বরিসভ রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে জানিয়েছিলেন যে লুনা-২৫-এর এই চন্দ্রাভিযান যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ। এই মিশনে সাফল্যের সম্ভাবনা আনুমানিক ৭০ শতাংশ। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এখনও পর্যন্ত তিনটি দেশ চাঁদ ছুঁতে পেরেছে-রাশিয়া, চিন এবং আমেরিকা। কিন্তু, এখনও পর্যন্ত চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছতে পারেনি কোনও দেশই। সেই দিক থেকে ভারতের চন্দ্রযান ৩ সফল হলে তৈরি হবে নয়া ইতিহাস।

উত্তরকাশীতে খাদে বাস, মৃত্যু ৭ জনের

উত্তরকাশী, ২০ অগস্ট: নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশীতে খাদে পড়ে গেল যাত্রী বোঝাই বাস। দুর্ঘটনায় অন্তত সাত জনের মৃত্যু হয়েছে। জখম হয়েছেন আরও ২৭ জন। রবিবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটে। উত্তরকাশীতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ৫০ মিটার গভীর খাদে পড়ে যায় বাসটি। রাত পর্যন্ত চলছে উদ্ধারকাজ। জানা গিয়েছে বাসটি গঙ্গোত্রী থেকে উত্তরকাশী যাচ্ছিল। মোট ৩৫ জন যাত্রী ছিলেন বাসে। উত্তরকাশীর জেলা বিপর্যয় মোকাবিলা আধিকারিক দেবেন্দ্র পটওয়াল বলেছেন, 'সাত জনের মৃত্যু হয়েছে। ২৭ জন জখম হয়েছেন। তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে।' উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী ও পুলিশ। মৃতদের চিহ্নিতকরণের কাজ চলছে। পুলিশ সূত্রে খবর, গুজরাতের তীর্থযাত্রীদের নিয়ে যাচ্ছিল বাসটি।

যথেচ্ছ বহুতল আর নয়, নির্মাণে লাগাম পরাতে নয়া বিধির ভাবনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাংলায় যথেচ্ছ বহুতল নির্মাণে লাগাম টানতে উদ্যোগী হল রাজ্য। নতুন নির্মাণ বিধি তৈরির পথে এগোচ্ছে নবান্ন। পঞ্চায়েত ও গ্রামীণ উন্নয়ন দপ্তর নয়া বিধির খসড়া তৈরি করছে বলে জানা গিয়েছে। রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রীর কথায়, সময়ের দাবি মেনেই পদক্ষেপ করা হচ্ছে।

২০০৪ সালের ওয়েস্ট বেঙ্গল পঞ্চায়েত রুলসের 'কন্ট্রোল অব বিল্ডিং অপারেশনস' চ্যাপ্টারের উপর ভিত্তি করে আজও গ্রামীণ এলাকায় বাড়ি তৈরির অনুমতি দেওয়া হয়। বিধির সীমাবদ্ধতাকে কাজে লাগিয়ে, পরিবেশের কোনও তোয়াক্কা না করেই গ্রামীণ এলাকাতেও সাম্রাজ্য বিস্তার করছে কংক্রিটের জঙ্গল। বড় শহর সংলগ্ন শহরতলিতে এই প্রবণতা সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ছে। দক্ষিণবঙ্গের ভাঙড়, রাজারহাট, আসানসোল, সোনারপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়ার অযোধ্যা, হাওড়া, হুগলি, মুর্শিদাবাদ এবং উত্তরবঙ্গে ডুয়ার্স, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির একাধিক পঞ্চায়েত এলাকায় এইভাবেই মাথা তুলছে একাধিক বহুতল। দ্রুত এই পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে চাইছে নবান্ন।

গ্রামীণ এলাকায় আইন মেনে বাড়ি নির্মাণ নিশ্চিত করতে তৈরি হচ্ছে নয়া পঞ্চায়েত বিল্ডিং রুলস। জানা যাচ্ছে, একতলা বা দোতলা বসত বাড়ির তুলনায় বহুতল তৈরির ক্ষেত্রে অনিয়ম ধরা পড়ার প্রবণতা বেশি। নয়া বিধি লাগু হলে নজরদারি বাড়ানো হবে। বাড়ি তৈরির অনুমোদন মিললেও নিয়ম মানা হচ্ছে কি না, তা দেখা হবে। সাড়ে ছ'মিটার বা তার বেশি উচ্চতার বাড়ি তৈরির অনুমতি পাওয়ার ক্ষেত্রে নয়া বিধিতে কিছু নতুন নিয়ম যুক্ত হচ্ছে বলে খবর মিলেছে। বাড়ি তৈরির আবেদনের সঙ্গে বিল্ডিং প্ল্যান জমা দিতে হবে। সাড়ে ছ'মিটারের বেশি উচ্চতার বাড়ির ক্ষেত্রে শিবপুর বিই কলেজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বা এই জাতীয় কোনও স্বীকৃত সংস্থার বিশেষজ্ঞদের দিয়ে দেখিয়ে তবেই বিল্ডিং প্ল্যান জমা দেওয়া যাবে।

নয়া বিধি ফের নিকাশি, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাসহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নির্দিষ্ট করে দিচ্ছে রাজ্য। জানা গিয়েছে, আইনদপ্তরের যাচাইয়ের পরই মন্ত্রিসভার বৈঠকে খসড়া বিধি পেশ হবে। সব মিলিয়ে এই নয়া বিধি চালু করার লক্ষ্যে এগোচ্ছে রাজ্য।

রাজ্যের একাংশ বুদ্ধিজীবীকে হিজড়ার দল বলে কটাক্ষ দিলীপ ঘোষের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: যাদবপুরে ছাত্র মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে রাজ্যের একাংশ বুদ্ধিজীবীকে 'হিজড়ার' দল বলে কটাক্ষ করলেন বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ। রবিবার রাতে জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের কাঁকিনাড়ার নারায়নপুর খেদাইতলার মাঠে পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোট লুঠ ও ভোট পরবর্তী হিংসার প্রতিবাদে আয়োজিত জনসভায় হাজির হয়ে বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ বলেন, কিছু বুদ্ধিজীবী মিনমিন করে কথা বলেন। যাদবপুর কাণ্ডে প্রতিবাদ না করে চুপ করে বসে আছেন। এঁরা হিজড়ার দল। দম থাকলে প্রতিবাদ করুন। যাদবপুর নিয়ে দিলীপ ঘোষের বক্তব্য, যেদিন তৃণমূল সরকার চলে যাবে। সেদিন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবেকানন্দের মূর্তি স্থাপন করা হবে। জয়শ্রী রাম স্লোগান দেওয়া হবে। যাদবপুর নিয়ে সুর চড়িয়ে তিনি বলেন, দেশের স্বাধীনতার জন্য যারা প্রাণ বলিদান দিয়েছেন। সেখানে আজাদির গল্প শোনানো হচ্ছে। যতদিন তৃণমূল সরকার আছে এসব ততদিন চলবে। তবে শুধু যাদবপুর নয়, বাংলায় নামজাদা সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে বহিরাগতরা এসে পরিবেশ নষ্ট করছে। ছাত্রদের ওপর অত্যাচার করা হচ্ছে। অধ্যাপকদের ধমক দেওয়া হচ্ছে। এদিন তিনি জোরের সঙ্গে দাবি করলেন, মাওবাদীদের হাত ধরে বাংলায় তৃণমূল ক্ষমতায় এসেছে। নন্দীগ্রামে মাওবাদীদের এনে অপারেশন করা হয়েছে। এদিনের জনসভায় হাজির ছিলেন বিজেপির মহিলা মোর্চার রাজ্য সভানেত্রী ফাল্গুনী পাত্র, রাজ্য যুব মোর্চার সম্পাদক উত্তম অধিকারী, ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি মনোজ ব্যানার্জি প্রমুখ।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি শ্রী সীতা নাথ কুন্ডু ১/৮/২৩ নোটারী পাবলিক রানা ঘাটের এফিডেভিটে শ্রী সীতানাথ কুন্ডু ও ইন্দ্রজিৎ কুন্ডু পিতা- ঁ অনিল কুন্ডু, উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম। রথের সরনস্ট্রীট শান্তিপুর নদীয়া।

নাম-পদবী

আমি প্রবীর বিশ্বাস ১১/৮/২৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট প্রথম শ্রেণী রানাঘাট কোর্টে এফিডেভিটে আমার পিতামহ অশ্বিনী বিশ্বাস পিতা- ঁফকির চাঁদ বিশ্বাস ও অশ্বিনী কুমার মন্ডল, পিতা- ফকির চাঁদ মন্ডল উভয়ে একই ব্যক্তি হইল।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২১ শে আগস্ট সোমবার, ৩ রা ভাদ্র । তিথী পঞ্চমী । জন্মে কন্যা রাশি। অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী মঙ্গল র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : এক নতুন যোগাযোগের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কেনাকাটা করলে পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি হবে, তা কিনতে পারেন ।বিদ্যার্থীদের জন্য সমস্যা সমাধানের দিন। প্রবীণ নাগরিক যারা ব্যাধি তে কষ্ট পাচ্ছেন তাদের মুক্তির দিন। বিবাহের ব্যাপারে কোন কথা পাকা হতে পারে। প্রতি সোমবার বাবা মহা মৃত্যুঞ্জয়ের উপবাস সহ শিব পূজা করুন।

বৃষ রাশি : মানসিক দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। যে কাজটা কোন এক প্রিয়জনের সহযোগিতায় হয়ে যাওয়ার কথা ছিল, তা বাধা পড়বে। যারা লেখক-সাংবাদিকতা করেন, শিল্পী কলাকুশলী তাদের যে চূড়ান্ত পারফরমেন্স হওয়ার কথা ছিল, সেটা থমকে যাবে। নজর আপনার প্রতি থাকবে ।বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ নয় । হরি ওম হরি ওম বলুন পথ চলুন।

মিথুন রাশি : নতুন কর্মের সম্ভাবনাময় দিন। যে চিন্তাটা আগে করেছিলেন, আজ আবার পুনরায় করুন, শুভ ফল পাবেন। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনার কাজে তুষ্ট থাকবেন। সম্মান বৃদ্ধি যোগ। প্রবিন নাগরিকদের ব্যাংক ইন্সুরেন্সের ক্ষেত্রে, শুভ। কৃষি জমি, বাস্তু জমি, দোকান ঘর ,বিক্রয়ের ব্যাপারে কথা বলতে পারেন। বিবাহের ব্যাপারে পাকা কথা হওয়ার সম্ভাবনা। শ্রী শিবনাম করুন ১০৮ বার শুভ হবে।

কর্কট রাশি : কর্মের জন্য শুভ দিন। গত কয়েকদিন ধরে যে পরিশ্রম করেছেন, আজ তার মূল্যায়ন হবে। বাড়ি ও বাস্তু জমি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্য দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। সন্তানের বিদ্যালয়ের সমস্যা মুক্তির দিন। বান্ধব দ্বারা উপকৃত হবেন। প্রেমিক যুগল শুভ দিন। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসীপত্র প্রদান করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : সম্পত্তি বিষয়কে কেন্দ্র করে যে অশান্তি ছিল, আজ তার সমাধান হবে। পরিবারের প্রবীণ মানুষের সহায়তা লাভ। পরিবারে নারীর দ্বারা নারীর বুদ্ধির দ্বারা সমস্যা মুক্তির পথ। সতর্ক থাকুন বন্ধু বেশি শত্রুরূপী মানুষের থেকে। যারা ব্যবসা করেন ,তাদের জন্য অত্যন্ত শুভ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। এক ঐশ্বরিক সহযোগিতা পাবেন।

কন্যা রাশি : সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি কাটাবেন ।পুরাতন বান্ধব দ্বারা যে সহযোগিতা প্রাপ্তির কথা ছিল, তা আজ বাধা পড়বে। যে কাজটা হয়ে গেলে মানসিক শান্তি এবং অর্থ লাভ দুটোই হতো, সেই কাজে বাধা পড়বে। ব্যাংক ইন্সুরেন্স এর ব্যাপারে অশুভ। আজ যেটা নিয়ে খুব দৌড়াদৌড়ি করবেন সে কাজে বাধা আসবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। ব্যবসা-বাণিজ্যে দুশ্চিন্তা। ভগবান গনেশজির চরণে ১০৮ দুর্গা দিন উপকৃত হবেন।

তুলা রাশি : আজকের দিনটি অতি ব্যয় হবে। বন্ধুর জন্য যে কাজ করছেন, তাতে কি বন্ধুর সহযোগিতা পাবেন? সত্য কথা, স্পষ্ট কথা, বলা ভালো। কিন্তু রুঢো বাক্য ব্যবহার করার আগে, পরিবেশ দেখে নিন। শত্রু বেশি মানুষ আশেপাশে আছে সতর্ক থাকবেন। কৃষ্ণ নাম করুন।

বৃশ্চিক রাশি : সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয় শুভ যোগ। যে সম্পত্তি বিক্রয় বা ক্রয়ের কথা ভাবছেন তা আজ চূড়ান্ত করতে পারেন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। সন্তানের বিদ্যা ভাগ্য শুভ। ধৈর্য রাখলে আজ অত্যন্ত শুভ দিন। নারায়ণ শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসীপত্র প্রদান করুন।

ধনু রাশি : যারা বিক্রয় প্রতিনিধি, মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ, তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। আজ কর্মের সম্মান বৃদ্ধি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দেওয়া টার্গেট হয়তো ফুলফিল হতে পারে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। উচ্চ বিদ্যায় যারা রয়েছেন, তাদের জন্য অতীব শুভ। যারা বিদেশে আছেন তাদের পরিবারে, পারিবারিক আনন্দ বৃদ্ধি হবে। পোষ্য কুকুর বিড়ালকে নিয়ে, যে সমস্যা ছিল আজ তা মিটে যাবে। প্রতিদিন মা দুর্গার ছবিতে কর্পূর আরতি করুন অতীব শুভ।

মকর রাশি : গৃহে শান্তির বাতাবরণ থাকলেও মনের মধ্যে অশান্তির কালো মেঘ থাকবে। সন্তানের জন্য যে কাজটি করবেন ভেবেছিলেন, আজ তা আটকে গেল। যারা কর্মে নতুন পথের সন্ধান চেয়ে অপেক্ষা করছেন ,তাদের জন্য দিনটি ঠিক নয় ১০৮ বিল্বপত্র দ্বারা ভগবান শিবের পূজা করুন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : পারিবারিক শান্তির বাতাবরণ। আটকে থাকা অর্থ হাতে আসার প্রবল সম্ভাবনাময় দিন। ব্যবসায়ীদের শুভ দিন, অর্থপ্রাপ্তির দিন। বিদ্যার্থীদের বিশেষত যারা আইনি বিদ্যা বিষয়ে পড়াশোনা করেন, তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাজটি করে দেওয়ার জন্য সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা খনিজ পদার্থ, তরল পদার্থ, জল, কেমিক্যাল এইসব দ্রব্যের ব্যবসা করেন তাদের অতীব শুভ দিন। সন্তানের কারণে মানসিক দুশ্চিন্তার অবসান হবে। ভগবান বিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র নিবেদন করুন অতীব শুভ।

মীন রাশি : দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা কষ্টের হাত থেকে মুক্তি। দুশ্চিন্তার অবসান হবে ।বিশেষত পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিদ্যার্থীদের শুভ গৃহবধূদের শুভ। প্রবিন নাগরিকদের ব্যাধি বা পীড়া কাল শেষ। মহা মৃত্যুঞ্জয় শিবের পুজো করুন।

(আজ শ্রী শ্রী মনসাদেবী অষ্টনাগ পুজো)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

জবরদখল জমি উদ্ধারে তৎপর রাজ্য
জমি চিহ্নিত করে লাগানো হচ্ছে বোর্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জবরদখল হয়ে যাওয়া সরকারি জমি উদ্ধারের নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপরই তৎপর হয়ে শহরের একাধিক জায়গায় দখল হওয়া জমি পুনরুদ্ধারে তৎপর হল ভূমি এবং ভূমি সংস্কার দপ্তর। ইতিমধ্যেই দখল হয়ে যাওয়া জমি চিহ্নিত করে সাইনবোর্ড লাগাচ্ছে সরকার। কলকাতার ৫২ টি এরকম জমিতে সাইনবোর্ড লাগিয়েছে রাজ্য। এই জমিগুলি কলকাতার ১০৭,১০৮ এবং ১০৯ নম্বর ওয়ার্ডে।

জানা গিয়েছে, এই ওয়ার্ডগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি সরকারি জমি রয়েছে ১০৭ নম্বর ওয়ার্ডে। সেখানে ২৬ টি জমি রয়েছে। ১০৯ নম্বর ওয়ার্ডে ১৪ টি এবং ১০৮ নম্বর ওয়ার্ডে ৭ টি সরকারি জমি রয়েছে। এরমধ্যে একাধিক জমি জবরদখল হওয়ার আশঙ্কা ছিল। আবার বেশ কিছু জমি বেআইনিভাবে জবরদখল হয়ে গিয়েছে। সেই খবর পাওয়ার পরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসকের নেতৃত্বে একটি দল সেখানে গিয়ে সরকারি জমিগুলিকে চিহ্নিত করে তাতে সাইনবোর্ড লাগিয়েছে। পাশাপাশি জমির চরিত্রও চিহ্নিত করা হয়েছে। সাইন বোর্ডে লেখা রয়েছে 'সরকারি জমি'।

সরকারের পরিকল্পনা রয়েছে, এই জমিগুলিকে ব্যবহার করা। ভূমি ওরা ভূমি সংস্কার দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, জমিগুলি দখলমুক্ত করে সেগুলি কাজে লাগাতে চাইছে প্রশাসন। পাশাপাশি জমি চিহ্নিত করার জন্য জরিপের কাজ শুরু করেছে নবান্ন।

এদিকে, বেআইনিভাবে জলাভূমি ভরাট রাখতেও সম্প্রতি পদক্ষেপ করেছে রাজ্য সরকার। সেক্ষেত্রে জলাভূমি ভরাটের কোনও অভিযোগ পেলেই কড়া পদক্ষেপ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, এই সংক্রান্ত অভিযোগ পাওয়ার পরেও দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি আধিকারিকরাও কোন পদক্ষেপ না করলে তাদেরকে শাস্তির মুখে পড়তে হবে বলে জানানো হয়েছে। এছাড়া অন্যায়ভাবে কেউ জমির চরিত্র বদল করলেও কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের পরেই এবিষয়ে তৎপর হয় রাজ্য সরকার। কোথাও বেআইনিভাবে জলাভূমি ভরাট হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে জেলা এবং ব্লক আধিকারিকদের নজরদারি চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অনেক সময় ব্লক এবং জেলা অধিকারিকরা অভিযোগ পেলেও সেক্ষেত্রে পদক্ষেপ করেন না। তবে সেক্ষেত্রে পদক্ষেপ না করলেও আধিকারিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বালুরঘাটে বৃদ্ধের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট শহরের আর্য্য সমিতি নারায়ণপুরে এক বৃদ্ধের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য । রবিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম নৃপেন সাহা(৬০)। বাড়ি বালুরঘাট শহরের বটকৃষ্ণপল্লিতে। পেশায় রান্নার ঠাকুর তিনি। এদিন ভোরে তাঁর মৃতদেহ ওই এলাকার একটি গ্যারেজের সামনে পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা। শনিবার দুপুর থেকে ওই বৃদ্ধ পড়ে আছে ওই এলাকায়। তবে কেউ এগিয়ে আসেনি বলেই অভিযোগ। অবশেষে এদিন সকালে স্থানীয়রা গিয়ে দেখেন ওই বৃদ্ধ মারা গেছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় বালুরঘাট থানার পুলিশ। পরে পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে পাঠায়। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ওই বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

নিউ মার্কেট সার্বজনীন উৎসব কমিটি দুর্গাপুজো উপলক্ষে ব্যবসায়ী সমাজ ও যুব দলের উদ্যোগে খুঁটিপুজো করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান, উত্তর কলকাতা বিজেপি সভাপতি তমায় ঘোষ, কমলেশ সিং, ভোলাপ্রসাদ সোনকর, সম্পাদক কালী খটিক প্রমুখ। ছবি: অদিতি সাহা

নরেন্দ্রপুরে উদ্ধার এক ব্যক্তির দেহ, হাতুড়ি দিয়ে মাথা থেঁতলে খুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, নরেন্দ্রপুর: মাথায় হাতুড়ি দিয়ে মেরে খুনের অভিযোগ। রাস্তার পাশ থেকে উদ্ধার এক ব্যক্তির দেহ। ঘটনাস্থলের পাশ থেকে উদ্ধার রক্তমাখা হাতুড়িও। ইতিমধ্যে হাতুড়িটি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। মাথায় হাতুড়ি জাতীয় জিনিস দিয়ে মারার আঘাতের চিহ্ন আছে বলে পুলিশ সুত্রে জানা গিয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। দেহ উদ্ধার করে রবিবার ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হবে।

নরেন্দ্রপুর থানা এলাকার খেয়াদহ ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের হরপুরের বাসিন্দা সুফল নস্কর। শনিবার দুপুরে তিনি জমিতে সার দেওয়ার কাজ করছিলেন। এলাকার অনেক বাসিন্দাই তাকে জমিতে সার দিতে দেখেন। তারপরেই তার রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়।পরিবারের লোকের দাবি জায়গা জমি সংক্রান্ত ঝামেলা চলছিল। বিষয়টি পঞ্চায়েতে বসে মিটমাট করারও চেষ্টা করা হয়। তারমধ্যেই এই খুনের ঘটনা। প্রতিবেশী যাদের সঙ্গে জমিজমা সংক্রান্ত ঝামেলা তারাই এই খুনের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত বলে দাবি পরিবারের। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

রবিবার তপসিয়া ইয়ং মুসলিম ক্লাবের তরফে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে মোট ১০০ জন রক্তদান করেন। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী জাভেদ খান, ৬৬নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ফৈয়াজ আহমেদ খান, সেখ আসগার আলি, সেখ আইনুল হক, নুর আলি সর্দার ছাড়াও ক্লাবের বর্ষীয়ান এবং দায়িত্ব প্রাপ্ত সদস্যরা। প্রতিস্ঠানের তরফে রক্ত দাতাদের একটি দামি কম্বল ও সার্টিফিকেট।

অবহেলিত মানুষদের শিক্ষার আলোয় বিকশিত করে চলেছে পিত্রাশিষ ফাউন্ডেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: পিত্রাশিষ ফাউন্ডেশন পশ্চিমবঙ্গের ঝাড়গ্রামের আদিবাসী গ্রামগুলিতে মানুষের জন্য নিরলস ভাবে কাজ করে চলেছে। এই অলাভজনক সংস্থাটি সমস্ত গ্রামগুলিকে উন্নত করা ও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য নিয়েছে। শিশু, মহিলা এবং বয়স্কদের উন্নতির কথা মাথায় রেখে কর্মসূচি গ্রহণ করে।১৯ অগাস্ট পিত্রশিষ ফাউন্ডেশনের এমনি এক সুবিশাল কর্মসূচি সফল ভাবে রূপায়ণের পর। ফের ২০শে অগাস্ট রবিবার মাদাপাড়া আইসিডিএস সেন্টারে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা ও আলোচনা করেন এই সংস্থা দীপক বন্দোপাধ্যায়ের সূচনাতেই তার বক্তৃতা পরিবেশন করেন।

পিত্রাশিষের স্থানীয় প্রতিনিধি নবীন মূর্মু পিত্রাশিষের সম্পর্কে ছোট করে বক্তব্য রাখেন। সুজাতা গুপ্তা বাচ্চাদের শিক্ষামূলক কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। তাদের কতটা সাধারণ জ্ঞান রয়েছে তা প্রশ্নের উত্তরের মাধ্যমে পরীক্ষা করে দেখে। এই জিজ্ঞেসবাদে বাচ্চারা খুব মজা অনুভব করে। রাজীব ব্যানার্জি বাচ্চাদের শিক্ষার গুরুত্ব বোঝায়। সুলতা চ্যাটার্জি আর পল্লবী সামন্ত বাচ্চাদের সাথে তাদের ক্লাস, স্কুল, পড়াশুনো ও ভবিষ্যতের ব্যাপারে অনেক সচেতনতামূলক কথা বলেন। পিত্রাশিষের সচেতনতা ছড়ানোর পদ্ধতি বাচ্চাদের খুব ভালো লাগে ।

আদিবাসী মহিলাদের মাসিককালীন স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত সমস্যাগুলি বোঝায় পল্লবী। নোংরা কাপড় ব্যাবহার করলে ক্যান্সারের মত রোগ হতে পারে। আর তার সাথে সাথে প্যাড ব্যবহার করা ও হাত ধোয়ার সম্পর্কেও সচেতন করে পল্লবী। মাসিকের সময় গরম জল পান করতে বলেন পল্লবী।

পুনরায় এই সংস্থা ২০০ জনের বেশি শিক্ষার্থীকে অধ্যয়নের উপকরণ বিতরণ করেন। মাসিকের স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সচেতনতা কর্মসূচি গ্রহণ করেন। এবং তার সাথে সাথে স্যানিটারি ন্যাপকিন এবং ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য যত্নের সঠিক নিষ্পত্তি।২০০ জনের বেশি মহিলাকে স্যানিটারি ন্যাপকিন ও সাবান বিতরন করা হয়।সংস্থার তরফ থেকে যারা স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, তারা হলেন দীপক বন্দোপাধ্যায়, পল্লবি ব্যানার্জি, সুলাতা চ্যাটার্জি , সুজাতা গুপ্তা, রাজীব ব্যানার্জি, নিশান্ত প্রকাশ।

শ্রীরাম অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট চালু করল মাল্টি অ্যাসেট অ্যালোকেশন ফান্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন: শ্রীরাম অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি শ্রীরাম গ্রুপের একটি অংশ, যারা ১৮ অগস্ট থেকে ২০২৩ তারিখে শ্রীরাম মাল্টি অ্যাসেট অ্যালোকেশন ফান্ড চালু করল। এই নতুন তহবিলের লক্ষ্য হল ইক্যুইটি, ঋণ এবং স্বর্ণ বা সিলভার ইটিএফগুলির মতো একাধিক সম্পদের পরিধি বৃদ্ধি করে দীর্ঘমেয়াদী মুদ্রাস্ফীতিযুক্ত সম্পদ সৃষ্টি করা। তবে সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নতুন তহবিল প্রস্তাব যাক বাণিজ্যিক ভাষায় বলা হয় নিউ ফান্ড অফার বা এনএফও তা ২০২৩ সালের ১ সেপ্টেম্বর বন্ধ হয়ে যাবে।

সংস্থার তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, এই তহবিলের মোট অর্থের ৬৫ শতাংশ থেকে ৮০ শতাংশ ইক্যুইটিতে বিনিয়োগ করা হবে। যার মধ্যে শ্রীরাম এএমসির মালিকানাধীন বর্ধিত পরিমাণ বিনিয়োগ (ইকিউআই) মডেলের ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ শেয়ার থাকবে। এই তহবিলের ন্যূনতম ৬৫ শতাংশ বরাদ্দের ফলে লগ্নিকারীরা দীর্ঘমেয়াদী মূলধনী লাভের করের সুবিধা পাবেন ১০ শতাংশ হারে। এই তহবিল উচ্চ মানের (এএএ) ১০ শতাংশ থেকে ২৫ শতাংশ তহবিল স্বল্প থেকে মাঝারি মেয়াদি ঋণ, সরকার ও সরকার-সমর্থিত সিকিউরিটিজগুলিতে ঋণ ঝুঁকি এড়াতে, ১০ শতাংশ থেকে ২৫ শতাংশ স্বর্ণ এবং রৌপ্য ইটিএফএস, রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট (রইআইটি) এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট (ইনভিট) এ ১০ শতাংশ পর্যন্ত তহবিলও বরাদ্দ করবে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২১ অগস্ট ৩ ভাদ্র, ১৪৩০, সোমবার

কোনও রকম র‍্যাগিং হয়নি, গরিব বলে ফাঁসানো হয়েছে, দাবি সৌরভের

নিজস্ব প্রতিবেদন, যাদবপুর: যাদবপুরে ছাত্রমৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্যকর দাবি করতে শোনা গেল ধৃত প্রাক্তনী সৌরভ চৌধুরীকে। রবিবার প্রিজন ভ্যানে বসে তিনি জানান, সেদিন রাতে চোখের সামনেই বাংলা প্রথম বর্ষের ছাত্রকে ঝাঁপ মারতে দেখেছিলেন তিনি। তবে কোনওরকম র‍্যাগিং হয়নি বলেই দাবি তাঁর। একইসঙ্গে তাঁর সংযোজন, গত ৯ অগস্ট ঘটনার দিন কোনও র‍্যাগিংই হয়নি। উল্টে সৌরভের দাবি, গরিব বলে তাঁদের ফাঁসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এদিকে স্থানীয় সূত্রে খবর, রবিবার প্রিজন ভ্যানে লাল গেঞ্জি পরে বসে থাকতে দেখা যায় যাদবপুর কাণ্ডে অন্যতম অভিযুক্ত সৌরভ চৌধুরীকে। ক্রমাগত চেষ্টা করে চলছিলেন ক্যামেরার সামনে মুখ ঢাকার। বারবার নাম জিজ্ঞাসা করা হলেও বলতে চাননি। তবে নিজেকে নিরপরাধীও দাবি করে চলেছিলেন বারংবার। সঙ্গে সেই একই দাবি, 'সমস্ত অভিযোগই মিথ্যা। আমাদের ফাঁসানো হচ্ছে। আমরা কোনও অপরাধীও নই। অপরাধও করিওনি। আমরা গরিব বলে বিচার পাচ্ছি না। আমরা বিচার চাই।'

অভিযোগ, গত ৯ অগস্ট রাত ১১টা ৪৫ নাগাদ হস্টেলের তিনতলা থেকে পড়ে যায় প্রথমবর্ষের ওই ছাত্র। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। এর মাঝেই হস্টেলের ভিতর জেনারেল বডির মিটিং হয়। যা ডাকেন এই সৌরভ চৌধুরী স্বয়ং। এমনও অভিযোগ, সৌরভই বার্তা দিয়ে দেন পুলিশি

জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়লে ছাত্রদের কী বলতে হবে। এদিকে রবিবার তিনি দাবি করেন, সেদিন রাতে জেনারেল বডি মিটিং হয়েছিল কি না তিনি জানেন না।

এদিকে তদন্তে উঠে এসেছে যাদবপুরের মেইন হস্টেলে বিএ প্রথম বর্ষের ছাত্রের রহস্যমৃত্যুতে যাদবপুরের এই প্রাক্তনী সৌরভ চৌধুরী গোটা ঘটনার 'মাথা'। তাঁর দাপট এতটাই ছিল যে তাঁর নির্দেশেই হস্টেল চলত। যাদবপুরের ঘটনার তদন্তে নেমে ১১ অগস্ট গ্রেপ্তার করা হয় সৌরভ চৌধুরীকে। এরপর ১৩ অগস্ট গ্রেপ্তার করা হয় দীপশেখর দত্ত, মনোতোষ ঘোষ নামের দুই পড়ুয়াকে। ১৬ অগস্ট গ্রেপ্তার করা হয় সপ্তক কামিল্যা, অসিত সর্দার, মহম্মদ আরিফ, সুমন নস্কর, অঙ্কন সর্দার, মহম্মদ আসিফ আজমলকে।

১৮ অগস্ট গ্রেপ্তার করা হল শেখ নাসিম আক্তার, হিংমাশু কর্মকার, সত্যব্রত রায়কে। আবার হস্টেলে ঢুকতে পুলিশকে বাধা দেওয়ার মামলায় শনিবার গ্রেপ্তার হন জয়দীপ ঘোষ।

রাজ্যের জনঘনত্বের নিরিখে জেলার সংখ্যা বাড়াতে চাইছে প্রশাসন

গঠিত হয়েছে গ্রুপস অফ মিনিস্টারের কমিটি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্য সরকার রাজ্যের জনঘনত্বের নিরিখে জেলার সংখ্যা বাড়াতে চাইছে। এই মুহূর্তে রাজ্যে ১০ কোটির বেশি মানুষ বসবাস করলেও পশ্চিমবঙ্গের জেলার সংখ্যা ২৩। কিন্তু ২৪ কোটি মানুষের বাস উত্তরপ্রদেশে এই মুহূর্তে সেখানে জেলার সংখ্যা ৭৫। এই অবস্থায় রাজ্য সরকার মনে করছে জনঘনত্ব বিচার করলে পশ্চিমবঙ্গের জেলার সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। চলতি মাসে হওয়া শেষ মন্ত্রিসভার বৈঠকে জেলা বৃদ্ধির প্রসঙ্গটি উঠেছিল। কিন্তু নতুন জেলা তৈরি করার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র জনবিন্যাস নয়, আরও কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পর্যালোচনা করেই সিদ্ধান্ত নিতে চাইছে রাজ্য সরকার। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, মন্ত্রিসভার বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বড় জেলাগুলি ভেঙে নতুন জেলার জন্য একটি গ্রুপস অফ মিনিস্টারের কমিটি গঠন করেছেন। এই কমিটিতে রয়েছেন পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক। তাঁরা আঞ্চলিক আবেগ, জনবিন্যাস, স্থানীয় ইস্যু-সহ একাধিক বিষয়ের ভিত্তিতে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করে

আগামী তিন মাসের মধ্যে একটি রিপোর্ট তৈরি করবেন। সেই রিপোর্ট মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে জমা দেওয়ার কথা রয়েছে। এই রিপোর্টের ভিত্তিতেই হতে পারে জেলা বিভাজন।

সূত্রের খবর, এই মন্ত্রী-গোষ্ঠী ইতিমধ্যেই জেলা প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে একটি খসড়া রিপোর্ট তৈরি করেছেন। যার ভিত্তিতে বীরভূম ও হাওড়ার বড় জেলাগুলিকে বিভাজিত করা হতে পারে। যতদূর জানা যাচ্ছে, এই মন্ত্রী-গোষ্ঠী কমপক্ষে ১০ থেকে ১২টি জেলা বৃদ্ধির পক্ষে। সেক্ষেত্রে কোন কোন জেলা বিভাজিত হয়ে এই নতুন জেলা হতে পারে তার একটা খসড়া তাঁরা প্রস্তুত করছেন। নবান্নের গতবছর রাজ্য সরকারের তরফ থেকে বেশ কয়েকটি জেলা বিভাজনের কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। তবে শেষ পর্যন্ত সেখান থেকে পিছিয়ে আসা হয়। সব মিলিয়ে নতুন জেলার বিন্যাস কী হতে চলেছে, তা নিয়ে রাজ্যবাসীর আগ্রহ থাকছে। তবে যেহেতু চূড়ান্ত রিপোর্ট এখনও মুখ্যমন্ত্রীর টেবিলে জমা পড়েনি, তাই এই জেলার সংখ্যা কত হবে এখনও তা চূড়ান্ত করে বলা যাচ্ছে না। তবে এটা নিশ্চিত আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গে বাড়তে চলেছে জেলার সংখ্যা। মন্ত্রী-গোষ্ঠী জেলা বিন্যাস নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রিপোর্ট জমা দেওয়ার পরই এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে।

প্রথম বর্ষের পড়ুয়ারাও গেস্ট রাখলে কড়া পদক্ষেপ, জানাল যাদবপুর কর্তৃপক্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, যাদবপুর: এবার প্রথম বর্ষের আবাসিক পড়ুয়াদের বিরুদ্ধেও কড়া মনোভাব যাদবপুরের। প্রথম বর্ষের কোনও আবাসিক পড়ুয়া হস্টেলে 'গেস্ট' হিসাবে কোনও প্রাক্তনীকে বা বহিরাগতকে রাখলে সেই প্রথম বর্ষের পড়ুয়ার বিরুদ্ধেই শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, এমনটাই জানাল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

এমন কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণ হিসেবে যে তথ্য সামনে আসছে অনেক ক্ষেত্রেই প্রাক্তনীরা বা বহিরাগতরা প্রথম বর্ষের পড়ুয়াদের ভয় দেখিয়ে তাদের গেস্ট হিসাবে হস্টেলে থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয় সাম্প্রতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত করে এই ধরনের একাধিক ঘটনা নজরে এসেছে, এমনটাই জানানো হয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যান্টি র‍্যাগিং

কমিটির তরফ থেকে। কারণ, এমনই ঘটনা তাদের নজরে এসেছে বলেই সূত্রে খবর। এরপরেই এই কড়া সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয় এই কমিটি। এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে আবেদন জানানো হয়। অবশেষে সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর করছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। একইসঙ্গে এও জানানো হয়েছে, হস্টেলগুলিকে এই বিষয় সম্পর্কে জানানো হয়েছে বলে বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর।

তবে যাদবপুরের প্রথম বর্ষের ছাত্রের রহস্য মৃত্যুর পরেও অনেক প্রাক্তনী বা বহিরাগতরাই দ্বিতীয় বর্ষের পড়ুয়াদের গেস্ট হিসাবেও থাকছে বলে নজরে এসেছে বিশ্ববিদ্যায়লের। তাই শুধু প্রথম বর্ষের পড়ুয়া নয়, যে কোনও আবাসিক পড়ুয়ার গেস্ট হিসাবে কোনও প্রাক্তনী বা বহিরাগত থাকলেই সেই আবাসিকের বিরুদ্ধেই কড়া পদক্ষেপ নেবে যাদবপুর, এমনই কড়া পদক্ষেপ যাদবপুরের।

বরানগরে দলীয় কার্যকর্তাকে মারধরে অভিযুক্তরা গ্রেপ্তার না হলে রাস্তা অবরোধের হুঁশিয়ারি অগ্নিমিত্রা পলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বরানগর কুটিঘাটে অঞ্চলে আক্রান্ত বিজেপির স্থানীয় বুথ সভাপতি শ্যামল দাস। পেশায় তিনি গাড়ি চালক। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার কাজ শেষে ফিরে রাতের দিকে বাড়ির কাছেপিটে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় মেতেছিলেন শ্যামল। অভিযোগ, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতী বেগো, জোকার ও বাবু তাকে উদ্দেশ্য করে গালিগালাজ করে। প্রতিবাদ জানালে বিজেপির বুথ সভাপতিকে তারা বেধড়ক পেটায়। সংকটজনক অবস্থায় তাকে চিকিৎসার জন্য প্রথমে কামারহাটি সাগরদত্ত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থার অবনতি হলে তাকে কলকাতার আরজিকর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তারের দাবিতে রবিবার বিকেলে বরানগর থানার সামনে বসে পড়ে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপির নেতা-কর্মীরা। বিক্ষোভ শেষে তারা থানার ভারপ্রাপ্ত অধিকারিকের কাছে স্মারকলিপি জমা দেন। উক্ত বিক্ষোভ কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে বিধায়কা অগ্নিমিত্রা পল হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, তিনজনের নামে থানায় অভিযোগ জমা পড়েছে। অবিলম্বে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার না করা হলে,সোমবার সকাল থেকে বরানগর থানার সামনে পথঅবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করবে। যদিও এই ঘটনা নিয়ে স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর নিবেদিতা বসাকের প্রতিক্রিয়া, শ্যামল দাস ওখানে মদের আসর বসাত। পাড়ার ছেলেরা বারণ করলে শ্যামল ওদের ওপর চড়াও হয়ে মারধর করে।

লুকিয়ে ছাত্রীদের ছবি তোলার চাপ দেওয়া হত হস্টেলের নবাগতদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, যাদবপুর: যাদবপুর কাণ্ডে তদন্তের পাশাপাশি পুলিশের জেরায় প্রতিনিয়তই সামনে আসছে নয়া নয়া তথ্য। যা চাঞ্চল্যকরও বটে। এবার হস্টেলে প্রথম বর্ষের ওই ছাত্রকে র‍্যাগিং নিয়ে আরও এক চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এল প্রকাশ্যে। অভিযোগ, সমকামী বলে উত্যক্ত করা হত তাকে। আর সে যে সমকামী নয় তার প্রমাণ দিতেও বলা হয় তার জন্য লুকিয়ে কোনও ছাত্রীর ছবি তোলা ও সিনিয়রদের নামের পাশে গালিগালাজ লিখে চিৎকার করে তা বলার জন্যও মানসিক চাপ তৈরি করা হত। প্রসঙ্গত, ইতিমধ্যেই হস্টেলে তোলাবাজির অভিযোগ সামনে এসেছে। যাদবপুর মেইন হস্টেলে সিনিয়র ও প্রাক্তন ছাত্রদের একাংশের বিরুদ্ধে উঠেছে এমনই গুরুতর অভিযোগ। সরাসরি 'রেটকার্ড' তৈরি করে হস্টেলে তোলাবাজি চলত বলে অভিযোগ উঠছে। টাকা তোলা হত হস্টেলে থাকতে আসা নবাগত পড়ুয়াদের থেকে। সূত্রের খবর, পরিবারের রোজগার দেখে তৈরি হত ওই তালিকা বা 'রেটকার্ড'। সেই তালিকাতেই লেখা থাকত, কোন পরিবারের থেকে কত টাকা করে নেওয়া হবে। আর সমস্ত টাকাই নেওয়া হত অনলাইন অ্যাপের সাহায্যে। টাকা ঢুকলেই শুরু হত দাদাদের তথা 'হস্টেল বাপ'দের আমোদ প্রমোদ ফূর্তি। এই তোলা আদায়ের আগে নবাগতরা হস্টেলে পা রাখার পরই তাঁদের পারিবারিক খোঁজখবর বা ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড জেনে নেওয়া হত। আর যে পড়ুয়ার পরিবার যত বেশি স্বচ্ছল, তাঁর থেকে টাকা তত বেশি টাকা চাওয়া হত বলেই সূত্রে খবর।

এদিকে একইসঙ্গে তৈরি করা হত নবাগতদের তালিকা। সেই তালিকাতেই থাকত, কার পরিবার থেকে কত টাকা করে চাওয়া হবে, সেই অঙ্ক। এমনকী টাকা না দিলে হস্টেলে থাকতে দেওয়া হবে না বলেও হুমকি দেওয়া হত।

এদিকে এই ঘটনায় আরও একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতের নাম জয়দীপ ঘোষ। এই নিয়ে ঘটনায় গ্রেপ্তারির সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১৩। জানা গিয়েছে, পূর্ব বর্ধমানের কেতুগ্রামে জয়দীপ ঘোষের বাড়ি। ২০২১ সালে ইন্টারন্যাশানাল রিলেশনশিপ নিয়ে যাদবপুর থেকে পাশ করে জয়দীপ। যাদবপুরের বিক্রমগড় এলাকায় একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকত সে। কিন্তু, তারপরেও প্রায়শই যাদবপুর হস্টেলে থাকতে দেখা যেত তাকে। অভিযোগ, ঘটনার দিন রাতে জয়দীপ কয়েকজনকে নিয়ে হস্টেলের গেট বন্ধ করে দেয়। রাতে ক্যাম্পাসে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয় পুলিশকে। তদন্তকারীরা মনে করছেন, এখনও পর্যন্ত যাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তারা ছাড়াও ঘটনায় আরও অনেকে যুক্ত থাকতে পারে। তাদের খোঁজেই ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।

দমদম বিমানবন্দরের মতো ব্যস্ত এয়ারপোর্টেও বন্ধ ওষুধের দোকান

প্রয়োজনে মিলছে না প্রয়োজনীয় ট্যাবলেট

নিজস্ব প্রতিবেদন, দমদম: দমদম বিমানবন্দর দিয়ে প্রতিদিনই অগণিত মানুষ যাতায়াত করেন। কেউ বা আসেন কলকাতায় আবার কেউ বা আকাশপথে পাড়ি জমান কলকাতা থেকে ভিন রাজ্য থেকে ভিন রাষ্ট্রে। ভারতের এমনই এক ব্যস্ততম এয়ারপোর্টে রবিবার পা রেখে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয় কলকাতারই এক বাসিন্দাকে। তবে নিজের অভিজ্ঞতার কথা জানাতে গিয়ে প্রথমেই শর্ত চাপান তাঁর পরিচয় কোনওভাবেই প্রকাশ করা যাবে না সংবাদমাধ্যমে। সেই কারণেই তাঁর পরিচয় সামনে না এনেই এদিন যে অভিজ্ঞতার সামনে তিনি পড়েন সেটাই তুলে ধরা হচ্ছে আমাদের এই প্রতিবেদনে।

রবিবার এক বিশেষ কাজে তিনি কলকাতা থেকে পাটনা যাওয়ার জন্য পৌঁছে যান দমদম বিমানবন্দরে। এদিকে বিমানবন্দরে পা রেখে তাঁর নজরে আসে একটি প্রয়োজনীয় ওষুধ তিনি আনতে ভুলে গেছেন। এরপরই এয়ারপোর্টের মধ্যে যে কেমিস্ট শপ রয়েছে সেখানে ওষুধ কিনতে যান। আর এখানেই অপেক্ষা করে ছিল বিরাট এক চমক। বন্ধ কেমিস্ট শপ। এরপর খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন আরও একটি জায়গা থেকে মিলতে পারে ওষুধ। সেখানে গিয়ে তিনি জানতে পারেন এটি আদতে একটি মেডিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স বুথ ছাড়া আর কিছু নয়। খুব প্রয়োজন হলে এখান থেকে ওষুধ নয়, মিলবে ইনজেকশন। অর্থাৎ, দমদম এয়ারপোর্টের মতো বিমানবন্দরে যেখান থেকে প্রতিদিন হাজারো লোকের যাতায়াত তাঁদের কারও একজনেরও প্রয়োজন পড়লে ওষুধ কিনতে তাঁরা পারবেন না। শুধু যে ট্যাবলেট সবার প্রয়োজন হয় তাও তো নয়, আজকাল ইনহেলারেরও প্রয়োজন পড়ে অনেকেরই। বিশেষত কোভিড পরবর্তী পর্বে অনেকেই শ্বাসকষ্টের সমস্যায় ভুগছেন। এমন অবস্থায় তাহলে কী করবেন সেই সব সাধারণ মানুষজন সেটাও চিন্তার ব্যাপার।

এই সব ঘটনা সামনে আসার পর এই মেডিক্যাল স্টোর কেন বন্ধ বা কবে খুলবে সে ব্যাপারেও খোঁজ নেন ওই ব্যক্তি। উত্তরে তাঁকে জানানো হয়, এই মেডিক্যাল স্টোরটি কয়েকদিন বন্ধ রয়েছে। শুধু তাই নয়, এটি কবে খুলবে সে ব্যাপারেও কোনও তথ্যই নেই তাঁদের কাছে। এরপরই এয়ারপোর্ট ম্যানেজারের কাছে এই প্রসঙ্গে জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান, বিমানবন্দর লাউঞ্জে বিশেষ কিছু কাজকর্ম চলার কারণেই (যা বিমানবন্দরের আধিকারিকদের ভাষায় অপারেশনস) বন্ধ রাখা হয়েছে মেডিক্যাল স্টোরটি। কবে তা খোলা হবে সে ব্যাপারেও নির্দিষ্ট ভাবে কিছুই বলতে পারেননি তিনি। তবে আশ্বাস দেন দ্রুত মিটবে এই সমস্যা। সেটা খোলা হতে পারে রবিবার সন্ধেয় বা সোমবারে। তবে পুরোটাই অনিশ্চিত। এই ঘটনাগুলো পরপর সাজিয়ে ফেললে এটাই স্পষ্ট যে দমদম বিমানবন্দরের মতো এক ব্যস্ত এয়ারপোর্টে জরুরি পরিষেবার পাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা থেকে যাচ্ছে। আর এই সব সমস্যা কী করে সামাল দেওয়া সম্ভব বা এই সমস্যা মিটবে করে তা নিয়েও অন্ধকারে এয়ারপোর্ট অথরিটির আধিকারিকেরাও। সঙ্গে এ প্রশ্নও উঠছে তাহলে কী আধিকারিকদের মধ্যে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের ক্ষেত্রেও কোথাও ঘাটতি থেকে যাচ্ছে?

শ্যামবাজারের খুঁটিপুজোয় চন্দ্রযান ৩-এর সফল অবতরণের প্রার্থনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: চন্দ্রযান ৩ এর সফল অবতরণের প্রার্থনা এখন গোটা ভারতবাসীর। চাঁদের একেবারে কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে চন্দ্রযান ৩-এর ল্যান্ডার বিক্রম। এখন শুধুই চাঁদের পিঠে তার সফল ভাবে অবতরণের প্রতীক্ষা। আর এই লক্ষ্যে সাফল্য কামনা করেই এবার দুর্গাপুজোর খুঁটিপুজোয় হল বিশেষ পুজো। বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসবের বাকি আর মেরে কেটে দু'মাস। বাংলার অলিতে গলিতে ব্যস্ততা। কুমোরটুলিতে দম ফেলার সময় নেই। ব্যস্ত পুজো উদ্যোক্তারাও। কলকাতার দুর্গাপুজোয় প্রতিবারই থাকে অভিনবত্বের ছোঁয়া। তবে শুধুই পুজো নয়, খুঁটিপুজোতেও এবার অভিনবত্ব। রবিবার শ্যামবাজার পল্লি সংঘের খুঁটিপুজোয় হল চন্দ্রযানের পুজো। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা, স্থানীয় কাউন্সিলর সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ বিশিষ্টরা। মায়ের কাছে প্রত্যেকের প্রার্থনা একটাই। গতবারের ব্যর্থতা ঝেড়ে ফেলে এবার সফলভাবে চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করুক বিক্রম। এর জন্য একটি চন্দ্রযানের রেপ্লিকাও তৈরি করা হয়েছিল উদ্যোক্তাদের তরফে। তাকে সামনে রেখেই হল খুঁটিপুজো।

শ্যামবাজার পল্লি সংঘের এক সদস্য জানান, এক শিল্পীর হাতেই গড়ে উঠেছে পিজবোর্ডের এই চন্দ্রযান। আগামী ২৩ অগস্ট যাতে সফলভাবে চাঁদের পিঠে পা রাখে ল্যান্ডার বিক্রম, সেই প্রার্থনা আজ করা হল। ওই দিন সন্ধে ৬টা ৪মিনিটে বিক্রমের অবতরণের সময়।

স্কুলবাসে বসানো হচ্ছে ভিএলটিডি অ্যাপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: স্কুলবাস অথবা পুলকারে ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে একাধিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে সরকার। তারমধ্যেই নবতম সংযোজন হতে চলেছে এই স্কুল ভিএলটিডি অ্যাপ চালু। প্রত্যেক বাণিজ্যিক গাড়িতে এমনিতেই ভিএলটিডি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। যার সাহায্যে গাড়ির গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করতে পারা যায়। প্রায় হাজার পঞ্চাশেক গাড়িতে বসানোও হয়েছে। যা গোটা দেশে সবথেকে বেশি। এবার স্কুল পড়ুয়াদের সুরক্ষিত রাখতে এবার স্কুল ভিএলটিডি বা ভেহিকেল লোকেশান ট্র্যাকিং ডিভাইস অ্যাপ চালু করতে চলেছে পরিবহণ দপ্তর। এই ডিভাইসের সুবিধা হল বাড়ি থেকেই অভিভাবকেরা পুলকার অথবা স্কুলবাসের অবস্থান সহজেই জানতে পারবেন। ফলে কারও স্কুল থেকে আসতে দেরি হলে, বা গাড়ি আসতে দেরি করলেও দুশ্চিন্তায় পড়তে হবে না তাঁদের। একইসঙ্গে পরিবহণ দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, এই অ্যাপটি প্রত্যেক স্কুলকে দেওয়া হবে। সেখানে সমস্ত স্কুলবাসের তথ্য থাকবে।

অভিভাবকদেরও ওই অ্যাপটি স্কুলের তরফে দিয়ে দেওয়া হবে। যাতে যে গাড়িতে তাঁদের সন্তান রয়েছে, সেই গাড়ির নম্বর দিয়ে গাড়ির অবস্থান জানতে পারেন অভিভাবকরা। অ্যাপটি তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। এর পাশাপাশি যাত্রীবাহী বাস থেকে স্কুলবাসে লাগানো হচ্ছে প্যানিক বোতাম। যাতে কেউ বিপদে পড়লে ওই বোতাম টিপলে তা জানতে পারে পুলিশ এবং পরিবহণ দপ্তরের কর্তারা। সেইমতো নেওয়া যায় ব্যবস্থাও। উল্লেখ্য, গত কয়েকদিনে বেশ কয়েকটি পুলকার দুর্ঘটনা ঘটেছে শহরে। তাতে কয়েকজন পড়ুয়া জখমও হয়েছে। স্কুলবাস এবং পুলকারে ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা বাড়াতে তাই একাধিক পদক্ষেপের কথা ভাবা হয়েছে। রাজ্য সরকারের নয়া এই অ্যাপ প্রাথমিকভাবে শহরের স্কুলগুলোতে দেওয়া হবে। এই পরিকল্পনাকে স্বাগত জানিয়েছে স্কুলবাস পুলকার সংগঠনগুলিও। এই প্রসঙ্গে পুলকার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে যে, পড়ুয়াদের নিরাপত্তায় একাধিক সচেতনতা শিবির করা হয়েছে। এবার এরকম অ্যাপ আসে তা পড়ুয়াদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে কাজে লাগবে। নিশ্চিন্ত থাকবেন অভিভাবকেরাও।

দক্ষিণবঙ্গে বাড়বে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি, উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দক্ষিণবঙ্গে বাড়বে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি। ভ্যাপসা গরমে বাড়বে ভোগান্তি। সোমবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আপাতত নেই। মঙ্গলবার থেকে ফের একবার দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টিপাত বাড়তে পারে। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গে আগামী দুই দিন চরমে উঠবে আর্দ্রতা জনিত অস্বস্তি। তাপমাত্রা বদলের বিশেষ কোনও সম্ভাবনা নেই। শহর কলকাতার তাপমাত্রা রবিবার ছিল ৩৩ ডিগ্রি থেকে ২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে।

শনিবার শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩২.২ ডিগ্রি এবং রবিবার

শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি। এদিন বাতাসে জলীর বাষ্পের পরিমাণ রয়েছে সর্বাধিক ৯৩ শতাংশ এবং সর্বনিম্ন ৭০ শতাংশ। বাতাসে জলীয় বাষ্পের আধিক্য থাকার জন্য আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি ছিল।

সোমবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা অনেকটাই কম। তবে মঙ্গলবার থেকে ফের দক্ষিণবঙ্গে রয়েছে হাওয়া বদলের সম্ভাবনা। বাড়তে পারে বৃষ্টিপাত। বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে রয়েছে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। এই সময় কলকাতাতেও বাড়তে পারে বৃষ্টির পরিমাণ। একদিকে যখন দক্ষিণবঙ্গ বৃষ্টিপাতের জন্য চাতক পাখির মতো অপেক্ষা করছে সেই সময় উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আগামী ২৩ থেকে ২৫ অগস্ট পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের উপরের পাঁচ জেলায় থাকবে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া। ২২ থেকে ২৫ অগস্ট পর্যন্ত অতি ভারী বৃষ্টিপাতের জন্য কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

সোমবার উপরের দিকের জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টিপাত হতে পারে। ২২ অগস্ট ভারী বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়িতে।

চিকিৎসা সেরে কলকাতা ফিরলেন অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: চোখের চিকিৎসা সেরে কলকাতা ফিরলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার সন্ধেয় কলকাতা বিমানবন্দরে নামেন তিনি। সঙ্গে দেখা গেল মেয়ে আজানিয়াকে। ২০১৬ সালে মুর্শিদাবাদ থেকে ফেরার পথে দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়েতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনভয় দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল। চোখে গুরুতর চোট পান তিনি। সেই চিকিৎসা চলছে বিদেশে। গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকার বাল্টিমোরের হাসপাতালে তাঁর অস্ত্রোপচার হয়েছিল। সে সময়ও তিনি প্রায় ২৫ দিন ছিলেন আমেরিকায়। চলতি বছর ২৭ জুলাই সস্ত্রীক দুবাইয়ে রওনা দেন অভিষেক। সেখান থেকে আমেরিকা যান তিনি চিকিৎসার জন্য। সেখানে থাকাকালীন একাধিক ছবি শেয়ার করেছেন অভিষেক।

চিকিৎসা সেরে রবিবার সন্ধেয় কলকাতা বিমানবন্দরে নামলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পরনে ছিল কালো টি শার্ট। মেয়ে আজানিয়ার হাত ধরে বিমানবন্দরের বাইরে দেখা গেল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর শারীরিক পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। হাত দেখিয়ে তিনি জানিয়েছেন, ভালো আছেন। তবে যাদবপুর নিয়ে প্রশ্ন করা হলে কোনও মন্তব্য করেননি তিনি।

সম্পাদকীয়

মাথাপিছু আয়ে ক্রমতালিকায় বিশ্বে শেষের দিকে থাকার চরম সত্যটা মানতে হবে

আগামী চারমাসে পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা ভোট। তারপর বছর ঘুরলে লোকসভা ভোট, মোদির অগ্নিপরীক্ষা। এই সময়ে খুচরো বাজারে মূল্যবৃদ্ধি প্রায় সাড়ে ৭ শতাংশে পৌঁছেছে, যা গত ১৫ মাসে সর্বোচ্চ। এর মধ্যে খাদ্যপণ্যের ১১.৫১ শতাংশ, আনাজের ৩৭.৪৪ শতাংশ, চাল-গমের ১৩ শতাংশ এবং ডালের ১৩.২৭ শতাংশ দাম বেড়েছে। এছাড়া মশলাপাতির দাম বেড়েছে ২১.৬৩ শতাংশ, কেনা খাদ্য পানীয়ের ৫৪ শতাংশ। খুচরোর মতো পাইকারির বাজারদরও চড়া। মূল্যবৃদ্ধির পাশাপাশি জুলাই মাসে রপ্তানি কমেছে ১৬ শতাংশ। একইভাবে মার্কিন ডলারের তুলনায় টাকার মূল্যের পতন হয়েছে। ভোটের বাজারে এই ছবিটা মোটেই সুখকর নয় বুঝতে পেরে 'নীরবতা' ভেঙে মোদি এবার সরব হয়েছেন। এদেশেই খাদ্যপণ্যের দাম অস্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য সরকার পতনের নজির আছে। এটা প্রধানমন্ত্রীও বিলক্ষণ জানেন। তাই জিনিসপত্রের বেড়ে চলা দাম কেন্দ্রের শাসকের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই ভোটের আগে পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে দাম কমাতে মরিয়া হয়ে উঠেছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার। ১৫ আগস্ট লালকেল্লা থেকে দেড় ঘণ্টার ভাষণে প্রধানমন্ত্রীর মুখেও শোনা গিয়েছে মূল্যবৃদ্ধির কথা। একজন পাকা অভিনেতার মতো তাঁর উদ্বেগ আর আশ্বাসের মধ্যে ছিল মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের ঘোষণা। তেল-গ্যাসের দাম ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধিকে হাতিয়ার করে বিরোধী 'ইন্ডিয়া' জোট প্রচারে গতি বাড়াচ্ছে দেখে নড়েচড়ে বসেছে গেরুয়াবাহিনী। তাদের দেওয়া আগের যুক্তিকে নিজেরাই খণ্ডন করে কিছু পদক্ষেপ করতে চলেছে মোদি সরকার। খবরে প্রকাশ, জ্বালানি ও ভোজ্য তেলের দাম কমাতে শুল্ক ছাঁটাই করা হতে পারে। জ্বালানিতে আমদানি শুল্ক কমলে পরিবহণের খরচ কমবে। তাতে পণ্যের দামও কিছুটা কমবে। এমনটা আগে ভাবা হয়নি কেন? পাশাপাশি রাশিয়া থেকে সস্তার গম আমদানি করে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার কথাও ভাবা হচ্ছে। দাম কমানোর বিভিন্ন পদক্ষেপ করতে প্রায় ১ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। মজার কথা হল, দাম কমাতে যে দাওয়াইয়ের কথা বলছে মোদিবাহিনী, এতদিন সেটাই বলে আসছিল বিরোধীরা। কিন্তু ভোট ছিল না বলে তাতে কর্ণপাত করেনি গেরুয়া শিবির। মানুষকে দুর্ভোগের মুখে ঠেলে দিয়েছে। যদিও দেশের সর্বোচ্চ ব্যাঙ্কের মতে, আমদানি শুল্ক কমালেও মূল্যবৃদ্ধির হার ৬ শতাংশের নীচে নামার সম্ভাবনা কম। তার মানে, সান্ত্বনা দেওয়ার মতো সামান্য দাম কমার সম্ভাবনা থাকলেও আম জনতার স্বস্তি পাওয়ার ব্যাপার প্রায় নেই বললেই চলে। জিনিসপত্রের চড়া দামের হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার সম্ভাবনা কম। অর্থাৎ মোদি জমানায় গরিব মধ্যবিত্ত যে তিমিরে ছিল সেখানেই থাকবে। সুরাহা নেই। ভোট এলেই চমকের রাজনীতিকে হাতিয়ার করে বাঁচার পথ খোঁজেন প্রধানমন্ত্রী। ২০১৯-এর লোকসভা ভোটে যেমন তাঁর 'অস্ত্র' হয়ে উঠেছিল পুলওয়ামাকে কেন্দ্র করে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, এবার তেমনই শুল্ক কমিয়ে মূল্যসূচকে কিছুটা লাগাম পরিয়ে গরিবের 'মসিহা' সাজার চেষ্টা করছেন তিনি। ঠিক যেমন, সূচি বদলে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে আগেই নেমে পড়তে চাইছে ভারতীয় ল্যান্ডার 'বিক্রম'। রাশিয়ার 'লুনা'-কে পিছনে ফেলে সেই কাজে সফল হলে এক্ষেত্রে ভারতই প্রথম দেশ হিসেবে গণ্য হবে। অভিজ্ঞতা বলছে, আর ইসরোর এই সাফল্যকে নিজেদের বলে দাবি জানাতে নিশ্চিতভাবেই প্রচার চালাবে শাসক বিজেপি। অথবা মাথাপিছু আয়ে বিশ্ব ক্রমতালিকায় শেষের দিকে থাকার তথ্য চেপে গিয়ে তাঁর আমলে ভারত পঞ্চম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ হিসেবে প্রচার করছেন প্রধানমন্ত্রী। আসলে ভোট এলেই এসব 'চমক' তাঁর হাতিয়ার হয়ে ওঠে।

জন্মদিন

আজকের দিন

আহমেদ প্যাটেল

১৯৩৪ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সুধাকর নায়েকের জন্মদিন।*
১৯৪৯ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ আহমেদ প্যাটেলের জন্মদিন।*
১৯৬১ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়ার ভিভি চন্দ্রশেখরের জন্মদিন।*

শিক্ষা না চরিত্রের বিলোপ?

বাসব চৌধুরী

বড় দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে। ছেলেটিকে আমরা বাঁচাতে পারি নি। অনেক আশা নিয়ে সে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসেছিল। অকালে তার স্বপ্নদীপ নিভে গেল। ছেলেটির মা শোকাচ্ছন্ন।

যাদবপুরে র‍্যাগিং নতুন কিছু নয়। অমন তো হয়েই থাকে। মাঝে মাঝে মরণ হলে নড়েচড়ে বসা হয়। তারপর আবার সব থেমে যাবে। গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে চলবে সব। জনমানসে এর কোনো সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়বে না।

জানি পাবলিক মেমরি বড় ক্ষুদ্র। তবু আপনাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া জরুরি। অভিজিৎ চক্রবর্তী নামে একজন উপাচার্য ছিলেন। তিনি বোধহয় সিসি টিভি লাগাতে চেয়েছিলেন ক্যাম্পাসে। তাই নিয়ে আন্দোলন হয়েছিল। ইনকোয়ারি কমিটি হয়েছিল। বিস্তর হাঁটাহাঁটি হয়েছিল। অভিজিৎ বাবু এক সন্ধ্যায় সরে গেলেন। সোনায় সোহাগা হল। চেয়ার খালি না হলে চেয়ারে বসা যায় না। বসা হল। যথাপূর্বম তথাপরম। যাদবপুর ভাল চলছে, কি বলেন? সবই তো আমাদিগের লোক। আমাদিগের লোক হলে খারাপ হইলেও ভাল। আমাদিগের না হইলে সকলই খারাপ।

মাঝে মাঝে ভাবি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যটিতে পাবলিক মোরালিটির এমন দৈন্য কেন? সুচাকুরেরা চাকরি করেন। গুছিয়ে মিথ্যে কথা বলেন। সুন্দর করে সিভি তৈরি করেন। বক্তৃতা দেবার সময় রবিবাবু থেকে নরেন্দ্রনাথ কাউকে বাদ দেন না। অথচ অন্দরমহল অন্ধকার। স্বপ্নদীপ নিভে যাক, বাড়িরটি যেন বিদেশে পৌঁছয়। ওটিই তো মোক্ষলাভ। মোরালিটির কি চরম পতন। ভাবতে পারেন?

যাদবপুর। মহানগরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান ছিল। ত্যাগের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যখন এস্টাব্লিশমেন্টের দালাল, যাদবপুর তখন প্রতিবাদী। ঋষি অরবিন্দ তার অধ্যক্ষ ছিলেন। ত্রিগুনা সেন ছিলেন উপাচার্য। অধ্যাপক অরবিন্দ বোস এক কথায় পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। Honourable men and women ছিলেন যাদবপুরে। শুধু লেখাপড়ার জন্য একটি প্রতিষ্ঠানের সুনাম হয় না। শুধু চাকরি পাওয়ালে একটি প্রতিষ্ঠান নামকরা প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠে না। বেশ কিছু আত্মমর্যাদা সম্পন্ন মানুষ যাঁরা পাবলিক মোরালিটি তৈরি করতে পারেন, তাঁদের সম্মিলনে একটি প্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউশন হয়ে ওঠে। ইনস্টিটিউশনের শিকড় বিস্তৃত হয় মাটির গভীরে বটগাছের মতন। তার ছায়া পড়ে ভাবীকালের মানবসভ্যতার উপর। মানুষ সুস্থ সংযত ভদ্র হয়। পরপীড়ন থেকে বিরত থাকতে শেখে। পরপীড়ন হলে, সামাজিক অন্যায় হলে প্রতিবাদ করতে শেখে। লোকদেখানো প্রতিবাদ নয়, সত্য ও ন্যায়ের উপর ভিত্তি করে যথার্থ যুক্তিসম্মত প্রতিবাদ।

বেশ কিছু বছর ধরে যাদবপুর পর পীড়নের সংস্কৃতি বুকে ধারণ করে চলেছে। অধ্যাপক আধিকারিক কর্মী - সকলে সবকিছু জানতেন। কিন্তু সুচাকুরেদের ছোট ছোট বিষয়ে মন দিতে হয় না। হাফসেঞ্চুরি হয়ে গেলে ফ্রেশ গার্ড নিয়ে রান বাড়ানোর লক্ষ্যে সিঙ্গেল চুরি করতে হয়। আমাদের পাবলিক মোরালিটির মধ্যে সিঙ্গেল চুরি করাটা বেশ শক্তপোক্ত হয়ে স্থিত হয়েছে। ফলে এমনই চলবে হয়তো। স্বপ্নের দীপ অকালে ঝরে যাবে। দু চার দিন বাজার একটু গরম থাকবে। তারপর আবার যাহা বাহান্ন তাহাই তেপান্ন। নববর্ষের উন্মাদনা, পার্ক স্ট্রিটের কেক, কিম্বা উষ্ণ পানীয়র চুমুকে মোরালিটি ধুয়ে যাবে। কাগজে যদিও হাই ইন্টিগ্রিটি এন্ড মোরালস এর কথা লেখা থাকবে।

যাক সে সব কথা। আমার কন্যা পুত্র যেন থাকে দুধেভাতে। সম্মিলিত স্বপ্নসব যাক ঝরে যাক। তোমারই বা কি, আমারই বা কি। অনেক স্বপ্নের প্রদীপ নিভিয়ে তবে একটি ক্যারিয়ার গড়ে। সে কথা ভুললে চলবে কেন। তবু কোথাও মনে হয়, পাবলিক মোরালিটি গেল কোথায়? এত কালচারের গর্ব যেখানে, এত মিছিল, শেষ অবধি তার এমন অধঃপতন! স্বপ্নদীপের মা বাবা — শোকে বিমূঢ় — কিছু বলার আছে আমাদের? মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকি। ক্ষমা চাই। এই সব করেও জানি, আবারও ঘটবে এমন ঘটনা। অকালে ঝরে যাবে প্রাণ। আমাদের চোখের সামনে। সেদিনও আমরা আমাদেরটা গুছিয়ে নিয়ে কন্যা বা পুত্রকে বিদেশে পাঠাবো। আমাদের অন্তর বলে কিছু নেই যে। আর সেটিই হল আজকের পশ্চিমবঙ্গের ট্রাজেডি।

অন্য প্রসঙ্গে যাই। কিছুদিন আগে এক সাংবাদিক বন্ধুকে বলছিলাম, রাজ্যে এই যে চাকরি বিক্রি, আপনারা কিছু জানতেন না? সাংবাদিক বললেন, সবাই সব কিছু জানে স্যার। কিন্তু আমরা কেউ তো এই ক্রমাগত ঘটে চলা ক্যায়স-এর বাইরে নয়। ভাল লোক আছে কিছু। কিন্তু কিছুতেই critical mass-এ পৌঁছতে পারছে না। পশ্চিমবঙ্গের মানুষগুলো স্যার কেমন যেন হয়ে গেছে।

হ্যাঁ, পাবলিক মোরালিটির মৃত্যু হলে রাজ্য, দেশ, বিশ্ব বড় অভাগা হয়ে পড়ে। ছাত্রের মৃত্যু যদি অন্তর্ভেদী না হয়, তা যদি আমাদের মৃত্যু না ঘটায়, তবে জেনে রাখুন, আরো অনেক ছাত্রছাত্রীর এমন বলিদান হবে।

পাবলিক মোরলিটির উজ্জীবন জরুরি। হবে কিনা সময় বলবে।

লেখক: শিক্ষক, মতামত ব্যক্তিগত

বোধহয় বলেনি কেউ র‍্যাগিং নিয়ে

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্র মারা গেলো। সবাই প্রথমে এটাই ভেবেছিল। তারপর জানা গেলো মারা গেলো না, মেরে ফেলা হলো! আত্মহত্যা নয়, স্বাভাবিক ঘটনাও নয়। এক রহস্য ঘন অস্বাভাবিক মৃত্যু। এটা একটা মরণফাঁদের র‍্যাগিং। কোনো লাফ ঝাঁপ নয়, তদন্তে জানা গেলো ইটস প্ল্যানড। নইলে কেউ উলঙ্গ হয়ে ঝাঁপ দেয়? পুলিশ নিখুঁত তদন্ত করে, বয়ান রেকর্ড করে, সন্দেহ প্রকাশ করে, বাধা গতের উত্তরে গ্রেপ্তারও করে। ২০ সন্দেহ ভাজন ব্যাক্তির মধ্যে অনেকেই গ্রেপ্তার হয়। এখনও তদন্ত চলছে। যেখানে অনেকেই প্রাক্তনী মিশে আছে। প্রথমে তাদের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। পরে তাদের কাউকে বাড়ি থেকে, কাউকে অন্য পলায়ন স্থান থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এখানে কলকাতা পুলিশের সক্রিয়তা তাক লাগানোর মত। তাও অনেকেই প্রশ্ন রয়েছে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে। নাকের ডগায় যাদবপুর থানা। কিন্তু কেন? পুলিশ তো যথেষ্ঠ দক্ষতার সাথে কাজ করছে। যখন খবর পেয়েছে ছুটে গেছে। যা যা করার তাই তাই করেছে। কড়া স্টেপ নিয়েছে। এ বার বলি তবে হোস্টেলের সুপার কি করছিল, অ্যান্টি রাগিং কমিটি কি করছিল, কেন এত প্রাক্তনীদের ভিড়? তাদের হোস্টেলে থাকার অধিকার কতদিন? কে দেয় সে অধিকার? তারা কি আদৌ কোনো অর্থ প্রদান করে? কে তা দেখভাল করে ইত্যাদি হাজার হাজার প্রশ্ন চলে আসে। তাই এ দায় কেউ এড়াতে পারে না। ইউজিসির র‍্যাগিং সংক্রান্ত আইন কি মান্য হয়? আর পুলিশের কথা বললে বলবো পুলিশ কি হোস্টলের ঘরে গিয়ে চৌকি দেবে? তা তো হয় না।

এখানে বলবার বিষয় হলো এই ধরনের ঘটনা এদেশে নতুন নয়। প্রায়-ই হয়। অনেক কিছুই এখানে অনেক হয় কিন্তু দেখা যায় না। অথচ ঘটনা কিন্তু ঘটে যায়। হোস্টেলে সিনিয়র জুনিয়র বিষয়টি মারাত্মক। বেশিরভাগই স্রোতের তালে চলে। মানে মিশে যায় অবৈধ উৎপাতে। এর মধ্যে প্রতিবাদ করার সাহস থাকে অনেকেরই, কিন্তু পারে না সেই মন নিয়ে বেশিদিন থাকতে। আবার অনেকেই মিশে যায় যখন দেখে তার কোনো রাস্তা নেই কিম্বা তার ক্ষতি হচ্ছে বা না মিশে উপায় নেই। অনেকে যখন কোনোভাবেই পারে না তখন হয় সে হোস্টেল ছাড়ে নয়তো কোনো বড়ো সিদ্ধান্ত নেয়। মানে মৃত্যুর পথ বেছে নেয়। আমরা বলি আত্মহত্যা। কিন্তু সত্যি-ই কি তাই! প্রশ্ন তো অনেক থেকে যায়। না, এই প্রতিবেদক কোনো হোস্টেলে থাকে নি। তবে সে এটা খুব কাছ থেকে জেনেছে যে কেমন চলে দাদাগিরি। অবশ্য এ ব্যাপারে মেয়েরাও কম যায় না। অনেক ক্ষেত্রে বরং ছেলেদের থেকে মেয়েরা রক্ষণাত্মক বেশি। ছেলে মেয়েদের আলাদা হোস্টেলে হলেও কিভাবে ক্যান্টিন তারা কাজে লাগায় সে গল্প জানি, কাকে হাত করে কিভাবে নেশার জিনিস আনানো হয় শুনেছি। ভুট্টা দিয়ে দাঁত মাজা, সরু পাঁচিলে হাটানো, কারণ ছাড়াই তোষামোদে বাধ্য করা, ভয় দেখানো, কোনো অন্যায় আবদারে জোর করা ইত্যাদি আর ঘড়ি আদায়ে অরাজি হওয়াতে ব্লেড দিয়ে কাটতে আসার ঘটনা তো আমার ধর্মপত্নীর সাথেই হয়েছে। আরও বহু ঘটনা ঘটে থাকে আকছার। যেগুলি বলা যাবে না। বললে শিউরে উঠবেন। ভাবুন তো যাদবপুরের ছাত্রটির কথা! কি অবস্থার জন্যে ছাত্রটির ওই পরিণতি। ভাবুন একবার। মৃত্যুর প্ররোচনা সাংঘাতিক ধারা। সে কথা জানলেও মানলে তো! পাশে হয়তো পাবে কোনো বড়ো পার্টির সাপোর্ট। যাদবপুর ঘটনা এখনও থামেনি অথচ শুরু হয়েছে খড়গপুর কান্ড। প্রায় একই ঘটনার রেশ।

না, এ ঘটনা হরিয়ানা মিজোরাম মত জায়গায়ও হচ্ছে। আমাদের ছেলে মেয়েরা ওখানে পড়তে যায়, হেনস্থা হয় এমনকি মারাও জয়। আবার সেই নাম হয় আত্মহত্যা। কিছুতেই যেন এই অবস্থা রোখা যাচ্ছে না। কিন্তু কেন? আমরা জানি যাদবপুর বা খড়গপুরে নিজ মত প্রকাশে অনেক স্বাধীনতা পায়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় আবার অন্যায় প্রতিবাদে মারাত্মকভাবে সব সময় প্রথমে এগিয়ে আসে। পরে সঙ্গে সহযোগিতায় এগিয়ে আসে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীও। সুতরাং তারা যা পারে, তাদের যা সাহস আছে সেই সাহস অন্য রাজ্যের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের নেই। তবে কেন এমন ঘটনা ঘটলো! তবে কি আমরা ধরে নেব, যেখানে যত মেধা সেখানে ততই স্বাধীনতা। যা রসাতলে নিয়ে যাচ্ছে গোটা সমাজকে। এই স্বাধীনতা কি প্রাণ নেওয়ার দিশারী! কি কৈফিয়ত দেবেন রেজিস্টার? ২০০৮ সাল থেকে রাতে বিশেষ কারণ ছাড়া বহিরাগত আসা নিষেধ, তার জন্য আছে রেজিষ্টারে সঠিক কারণ লিপিবদ্ধ করার নিয়ম বিধি। অনেক ক্ষেত্রে অনেক রাজনৈতিক দলের সাপোর্টে মদতপুষ্ট হয় ছাত্রসংগঠন। ফলে অন্যায় অধিকার হয়ে উঠে খুব সহজে। ভালো কথা, তাও এখন যাদবপুর কাণ্ডের পর সর্বদল এই ঘটনার ধিক্কার করেছে, একটা সভাও হয়েছে। কঠোর হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম। যেমন আরও সিসিটিভি লাগানো হয়েছে, ইউজিসির নিয়ম মানা, তার রিপোর্ট দেওয়া, মদ্যপান ক্যাম্পাসে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ইত্যাদি ইত্যাদি।

এখন প্রশ্ন হলো তাহলে এতদিন কেন তা মান্যকরণ করা হলো না? অনেকে বলছেন রাজনীতির দরুণ বোম হাতে খেলে শিশু মৃত্যুতে কিম্বা শুধুমাত্র হিংসা চরিতার্থ করার জন্য মৃত্যুতে ক'জন এগিয়ে এসে প্রতিবাদ করে? সেখানে কি কোনো রাজনীতির গন্ধ দেখা হয়! কিন্তু এটা তো কোনো কারণ নয়, কেবল ছুঁতো। অদ্ভুত ব্যাপার অনেকে আবার এই র‍্যাগিং যে সাপোর্ট করেন। মনে করেন এটা একটা আর্ট। জীবনে চলার পথে বাধাকে সামলাতে এটা নাকি খুব কার্যকরী। তুমি কতটা সামলাতে পারও তার অগ্নিপরীক্ষা এই র‍্যাগিং। কিন্তু এটা কোনো যুক্তি হলো? যে অনেক বাধা অতিক্রম করে একটা কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজের যোগ্যতায় এসেছে সে কি জীবনে চলার পথ নিয়ামানুসারে শিখতে পারবে না— আমরা এটা কেমন করে ধরে নিলাম! সুতরাং এটা হাস্যকর এক অযুক্তি।

তবে কেন এমনটা হবে। চলুন আরেকটু গভীরে যাই। আগে যা ছিল সামান্য ব্যাপার এখন র‍্যাগিং হয়েছে এক মারাত্মক বিষয়। কিন্তু কি তার আসল রহস্য। স্কুলে কড়া অনুশাসনের ছাড় হয় নাইন টেনে। সৌজন্যে সরস্বতী পুজো বা অন্যান্য স্কুলের অনুষ্ঠান। এরপর এগারো বারোতে বহু ইচ্ছা বাড়তে থাকে। এই সময় কঠোর হতে যদি তাকে নিয়ন্ত্রণ না করা যায় তবে সে নিশ্চিত রসাতলে যাবে। যাবেই। বাবা মায়ের এই সময় প্রকৃত বন্ধু হওয়া খুব বেশি জরুরি। সাপোর্ট দিয়ে ভুল কে ভুল বলাটা শেখানো খুব প্রয়োজন। হলে ভালো, নইলে বেতাল অবস্থা। এর পর কলেজ। মানে বেতালদের পুরো মজা। মানে রমরমা। বহু দূর থেকে আসা মানে বেশিরভাগ হোস্টেলে থাকা। মানে বন্ধু, পার্টি, মদ, আর অনেকটা যেমন খুশি স্বাধীনতা — এ এক বিশাল প্রাপ্তি। আর এখানেই শেষ। নিতে পারলে ভালো। নইলে গেলো। এরপর উঠে পড়ে নবীনদের পেছনে লাগা। মানে মুরগি করা। একটা প্রতিহিংসা। আমার সময়ে হয়েছে তো আমিও করবো। মানে আমি ভুট্টা দিয়ে দাঁত মেজেছি তো অন্যকে পাথর দিয়ে দাঁত মাজাবো, আমি রেলিং দিয়ে হেঁটেছি তো অন্যকে কাঁটাতার দিয়ে হাঁটবো ইত্যাদি ইত্যাদি। আর রক্ত গরমে এতে ফুল সাপোর্ট পাবে। তবে এই করতে করতে মানে বাড়তে বাড়তে ঘটে মৃত্যু। হয় মৃত্যু। ঘটায় মৃত্যু। যার বেশিরভাগটারই নাম হয় আত্মহত্যা। কোল খালি হয় আমার আপনার। মৃত্যু হতে মানুষিকতার, মৃত্যু ঘটে সমাজ, দেশ, জাতির সভ্যতার! সমাজের সর্বস্তরের ছোট থেকে অতি স্বাধীনতা ও চাহিদা পূরণ এর জন্য দায়ী নয় কি? প্লীজ, একটু ভাববেন!

এক স্বপ্নের অকাল মৃত্যু শিক্ষাঙ্গনে এক গভীর প্রশ্ন চিহ্ন এঁকে দিয়ে গেল

সুবল সরদার

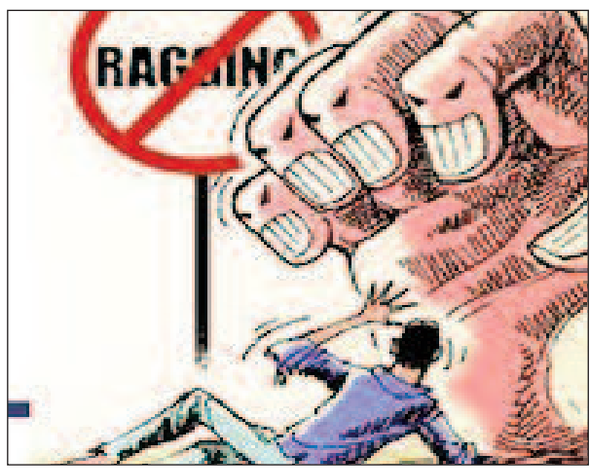

একটা স্বপ্নের (মাইনর কিশোর বলে এখানে তার নামটা উহ্য রাখা হচ্ছে) অকাল মৃত্যু শিক্ষাঙ্গনে এক গভীর প্রশ্ন এঁকে দিয়ে গেছে। ছোপ ছোপ রক্ত, বুকফাটা কান্না বঙ্গ কেমন থমথমে হয়ে গেছে।

আমি এখন রাগিং এর মানে খুঁজতে অভিধান দেখছি কারণ এ তো বাংলা শব্দ নয় , বিদেশি শব্দ। কী মানে? 'কৌতুকের নামে অত্যাচার।' 'মূলতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা অর্থ সংগ্রহের জন্যে আয়োজিত হাস্যকৌতুকপূর্ণ অনুষ্ঠান।' রাগিং এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এখন ইন্ট্রো, তার মানে একেবারে নরকের দ্বার বলা যায়। মানসিক, শারীরিক অত্যাচার-সহ অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ চলতে থাকে যতি চিহ্নহীন মৃত্যু পর্যন্ত। বিদেশিদের নিষ্ঠুর অপসংস্কৃতি আমাদের শিক্ষাঙ্গনে এখন দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। যাদবপুরি কালচার মানে নাকি রাগিং কালচার। হোস্টেলে সিনিয়র দাদারা নতুনদের রাগিং এর নাম করে শারীরিক, মানসিক অত্যাচার চালায়। যাদবপুর ইউনিভার্সিটির এই রাগিং দীর্ঘদিনের অসুখ ক্যানসারের মতো,কেউ নাকি সারাতে পারে না। রাগিং এ অনেকের মৃত্যু হয়। তিলে তিলে মৃত্যু যন্ত্রণা দেখতে নাকি ভালোবাসে তথাকথিত পন্ডিত সিনিয়র রক্তপিপাসু ছাত্র-ছাত্রী দাদা-দিদিরা। তাদের মুখে কথার খই ফোটে। মুখে অনবরত জ্বলন্ত সিগারেটের ধোঁয়া। মুখে প্রগতিশীলতার বাণী। মনে হয় সাক্ষাৎ দেবদূত সামনে এসে হাজির হয়েছে। পৃথিবীর যতো জ্ঞান তাদের পকেটে। তাদের জন্যে পৃথিবীতে জ্ঞানের সংকট দেখা দিয়েছে কারণ তারা তো সব জ্ঞান দখল করে নিয়েছে। দিল্লির জেএনইউ থেকে আমাদের তথাকথিত প্রগতিশীল যাদবপুর ইউনিভার্সিটির হোস্টেলগুলো মদ-গাঁজা- হেরোইন-চরসের ঠেকে পরিনত হয়েছে। গর্ভ নিরোধকের প্যাকেটও পাওয়া যায় । যাদবপুরের হোস্টেল একদল লম্পটদের আড্ডাখানা বলা যায়। আমরা সকলে জানি ওই হোস্টেল আফিং এর স্বর্গ রাজ্য। দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলনের নামে দেশবিরোধী কাজে মদত দিচ্ছে। সেখানে সিসি টিভি নেই। পুলিশ ফাঁড়ি নেই। হোস্টেল সুপার এর সুপারগিরি ওই সিনিয়ার ছাত্রছাত্রীরা বরদাস্ত করে না। ওই সিনিয়র দাদা দিদিরাই সেখানে শেষ কথা বলে। তারা কেন আইনের বাইরে? পাশ আউট হয়ে যাওয়ার পরেও তারা বছরের পর বছর হোস্টেল দখল করে থাকে । তাদের কেউ হোস্টেল থেকে তাড়াতে পারে না । তারা কেউ কেউ বাবা সেজে হোস্টেল পাইয়ে দেবার নাম করে তোলা তোলে। কতকগুলো মানবিকতাহীন,বিকৃত মানসিকতা, বিদ্বেষভরা ছাত্রছাত্রীরা ইউনিভার্সিটির পড়াশোনার পরিবেশকে ধ্বংস করছে। তারা আন্দোলনের নাম করে শিক্ষা জগতের আকাশ বাতাস কলুষিত করছে। দীপের মতো কত ছাত্রের রক্তে রঞ্জিত হয়ে উঠেছে এই ইউনিভার্সিটির আঙিনা। মায়েদের বুকফাটা কান্না, হাহাকার তাদের কানে কখনো পৌঁছায় না। দীর্ঘ বাম জামানা থেকে শুরু করে তৃণমূল সরকারের শীতঘুম বিস্ময় উদ্রেক করে। কেউ প্রতিবাদ করার সাহস পায় না। সতীদাহ প্রথার মতো এই প্রথা রদ করার জন্যে আর এক জন রামমোহন দরকার? রাগিং এর ওষুধ খুঁজতে আমার মনে হয় যোগীর বুলডোজার যথেষ্ঠ। একবার প্রয়োগ করলেই সবই ঠান্ডা হয়ে যায়। দীপের মতো যে সমস্ত মেধাবী ছাত্র ছাত্রীরা অজ গ্রাম-গঞ্জ থেকে এখানে পড়তে আসে তাদের স্বপ্ন পূরণ হবে। দীপের মতো কেউ আর অকালে ঝরে যাবে না।

এখন প্রশ্ন যে সমস্ত গ্যাং এই রাগিং চক্রের সঙ্গে যুক্ত তারা সাজা পাবে তো, না সহজে ছাড়া পাবে? খুনের চক্রান্ত, খুনে মদত দেওয়া, ঠান্ডা মাথায় খুন করা, প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা ইত্যাদি ধারায় অভিযুক্ত করতে হবে । যারা এটাকে পরোক্ষভাবে সমর্থন করছে তাদেরকেও জেরা করতে হবে যাতে প্রকৃত ঘটনা সামনে আসে এবং প্রকৃত খুনিদেরকে চিহ্নিত করা যায়। এমন সাজা দিতে হবে যেন ভবিষ্যতে এমন বীরত্ব দেখানোর আগে একবার অন্তত ভাববে। এই রাগিং মাষ্টাররা দামি দামি জমকালো জামা প্যান্ট পরে শিক্ষিত হয়েছে, শিক্ষা পায় নি। মানুষ হয়েছে, মনুষ্যত্ব পায় নি। তাদের তো ইউনিভার্সিটিতে থাকার কথা নয় জঙ্গলে থাকার কথা। দুর্ভাগা এ বঙ্গের, কি করে এমন কুলাঙ্গারদের জন্ম হয় এখানে আমাদেরকে ভাবায়! দুর্ভাগ্য আমাদের এই এমন নির্মম, নৃশংস, পৈশাচিক দৃশ্য দেখতে হচ্ছে। রাগিং বন্ধ করে, বন্ধ করতে হবে ছাত্র আন্দোলনের নাম করে তাদের এই বেয়াদপি, নৈরাজ্যতা। এখন থেকে হোক কলরব আর নয়, বন্ধ হোক রাগিং।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

যাদবপুরে ছাত্র মৃত্যুর ঘটনা

বিষ্ণুপুর কেজি ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে র‍্যাগিং ঠেকাতে অনলাইন অ্যান্টি র‍্যাগিং এভিডেভিট

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিষ্ণুপুর: যাদবপুরে ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় আরও বেশি তৎপর হল বিষ্ণুপুর কেজি ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট।

উল্লেখ্য, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে তোলপাড় হয়েছে গোটা দেশ। র‍্যাগিংয়ের শিকার হয়ে ওই ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে তা একপ্রকার তদন্তকারীরা নিশ্চিত বলেই পুলিশ সূত্রে খবর। আর এই ঘটনা সামনে আসতেই নড়েচড়ে বসেছে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে র‍্যাগিং ঠেকাতে অনলাইন অ্যান্টি র‍্যাগিং এভিডেভিট থেকে শুরু করে অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটির সক্রিয়তা, অ্যান্টি র‍্যাগিং স্কোয়াডের নজরদারি জোরদার করা হচ্ছে বলে খবর। এই রকম ছবি উঠে এল বিষ্ণুপুর কেজি ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে। তবে কলেজের হস্টেল ক্যাম্পাসে সিসি ক্যামেরার ঘাটতি রয়েছে বলেই জানা গিয়েছে।

প্রত্যুষ পাত্র নামে বিষ্ণুপুর কেজি ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের এক প্রাক্তনী বলেন, ‘২০০৬ সালে এই কলেজ থেকে আমি পাশ করেছি। সেই সময় এখানে র‍্যাগিং হত। আমি সেই র‍্যাগিং এর শিকার হয়েছি।’ তবে এখন তা অতীত বলেই জানান তিনি। বিষ্ণুপুর কেজি ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ তন্ময় ঘোষ জানান, গত ১৫ বছরে এই কলেজে কোনও র‍্যাগিংয়ের ঘটনা ঘটেনি। পাশাপাশি এ বিষয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত তৎপর ও সচেতন রয়েছে বলেই দাবি করেন তিনি। অন্যদিকে কলেজে অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটি এবং অ্যান্টি র‍্যাগিং স্কোয়াড অত্যন্ত সতর্ক থাকে বলেও তাঁর দাবি।

বিষ্ণুপুর কেজি ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের এই উদ্যোগকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন অভিভাবকরা। বরেন নায়ক নামে এক অভিভাবক জানান, অনলাইন অ্যান্টি র‍্যাগিং এভিডেভিট একটা ভালো পদক্ষেপ। এর ফলে আগামী দিনে এই ধরনের ঘটনা কমানো যাবে বলেই তিনি মনে করেন। কলেজ কর্তৃপক্ষের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন তিনি।

সরকারি প্রকল্পের টাকা পাইয়ে দেওয়ার নাম করে প্রতারণার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যান্য সফল সরকারি প্রকল্প কন্যাশ্রী-রূপশ্রীর টাকা ও ট্যাব পাইয়ে দেওয়ার নাম করে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ স্কুলের ক্লার্কের বিরুদ্ধে। প্রতিবাদে বিক্ষোভ ছাত্রছাত্রীদের। ঘটনাটি ঘটেছে, বসিরহাটের হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের যোগেশগঞ্জ হাইস্কুলে। অভিযোগ, স্কুলের ক্লার্ক ভবেশ মণ্ডল ও স্কুলের কম্পিউটার প্রশিক্ষক রামকৃষ্ণ মণ্ডল দ্বাদশ শ্রেণির ১৫ থেকে ২০ জনের কাছ থেকে রূপশ্রী ও কন্যাশ্রীর টাকা, ট্যাব পাইয়ে দেওয়ার নাম করে ৫০০ থেকে ২ হাজার টাকা করে প্রত্যেকের কাছ থেকে নিয়েছে। এই খবর জানাজানি হতেই ছাত্র-ছাত্রী অভিভাবকরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। স্কুলের ক্লার্ক ভবেশ মণ্ডল সেই টাকা ফেরত দিতে গেলে ছবি ভাইরাল হয়ে যায়। যেখানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার জন্য বিনামূল্যে নানান সাহায্য করে চলেছেন। তারপরেও কি করে ক্লার্ক ও

স্কুলের কম্পিউটার প্রশিক্ষক এই টাকা তুলে আত্মসাৎ করছিলেন। অভিভাবকদের অভিযোগ, স্কুলের ক্লার্ক ও কম্পিউটার প্রশিক্ষক বাড়ি বাড়ি গিয়ে টাকা তুলছে। ইতিমধ্যে বিষয়টি ছাত্র-ছাত্রীরা লিখিতভাবে স্কুল কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছে। এই বিষয়ে স্কুলের ক্লার্ক ভবেশ মণ্ডল ও কম্পিউটার প্রশিক্ষক রামকৃষ্ণ মণ্ডলের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। প্রধান শিক্ষক এ বিষয়ে কোনও কিছু জানেন না বলে জানিয়েছেন। এই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে হিঙ্গলগঞ্জের বিধায়ক দেবেশ মণ্ডল গেলে তাকে সকলে মিলে অভিযোগ জানান। তাদের দাবি যেভাবে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা বিনামূল্যে ছাত্রছাত্রীরা পাওয়ার কথা সেখানে কেন এই অর্থটা তোলা হল? বিধায়ক বিষয়টি অত্যন্ত অন্যায় বলে দাবি করে বলেন, অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হলে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাত্র ছাত্রীদের পড়াশুনার জন্য, তাদের উন্নতির জন্য প্রকল্প তৈরি করে সাহায্য করছেন। সেই সরকারি টাকা যারা আত্মসাৎ করেছে তাদের কোনও ক্ষমা নেই। বিধায়কের দাবি মতো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে যোগেশগঞ্জ হাই স্কুলের পরিচলন সমিতি থেকে শুরু করে স্কুল কর্তৃপক্ষ।

e-Tender Notice

Chairperson Board of Councillors, Dankuni Municipality, invites Tender for Construction of Road side Protection Wall in Ward No.-03, Road Repairing in Ward No.-17, Construction of RCC High Drain in Ward No.-13, Cement Concrete Road & Sidewall in Ward No.- 18 & 05 and Supply and Delivery at Site of Six Numbers of Two Wheeled Trailers for **E-N.I.T. No.: WBMAD/DKM/CP/e-NIT- 83, 84, 85 & 86/2023-24 and WBMAD/DKM/CP/e-NIT- 87 & 88/2023-24 (3rd Call).** Bid Submission Closing Date (Online): **29/08/2023 & 04/09/2023.** Details may be seen from **www.wbtenders.gov.in** the official website of e-Tender.

Sd/-
Chairperson
Dankuni Municipality

ক্রিপ্টো কারেন্সির প্রলোভন দেখিয়ে কোটি কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: চিটফান্ডের পর এবার ক্রিপ্টো কারেন্সির প্রলোভন দেখিয়ে প্রতারণা বারাসাতে। অধিক মুনাফার প্রলোভনের টোপ দিয়ে কোটি কোটি টাকা প্রতারণা করা হয়েছে বলেই দাবি প্রতারিতদের। প্রতারকের তালিকায় নাম প্রণয় দে ও জাহিরুল নামে দুই ব্যক্তির। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বারাসাত ব্যারাকপুর রোড়ের আরিফবাড়ি এলাকার স্যাফরন ইন নামে একটি

সংস্থায়।

চিট ফান্ডের ক্ষত মিটতে না মিটতেই উঠে এল আরেকটি আধুনিক চিটফান্ড বা পঞ্জি স্কিমের প্রতারণা। এটা অবশ্য ভার্চুয়াল। ক্রিপ্টো কারেন্সির মাধ্যমে এই ভার্চুয়াল পঞ্জি স্কিমে ডলারে টাকা জমা হত ও তোলা হত। সর্বনিম্ন জমা রেখে দেওয়ার রাশি ২০৫ ডলার, ঊর্ধ্বের কোনও সীমারেখা নেই। আর লাভের পরিমাণ মাসিক ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ মুনাফা। স্বভাবতই অধিক মুনাফা লাভের আশায় লক্ষ লক্ষ মানুষ বিনিয়োগ করেছিল এই ভার্চুয়াল পঞ্জি স্কিমে। যার নাম এমপিএফই। এই স্কিমে অর্থ বিনিয়োগ করার পরে বিনিয়োগকারীরা সর্বশান্ত হয়েছে। বিনিয়োগকারীদের অভিযোগ, গত ১৫ দিন আগে থেকে টাকা উইড্রো করা বন্ধ করে দিয়েছিল প্রণয় দে। তারপরই কিছু বুঝে ওঠার আগে কোম্পানি বন্ধ করে গা ঢাকা দিয়েছে প্রণয় ও জাহিরুল। পরে তারা জানতে পেরেছে এই দু'জনই বাংলাদেশের বাসিন্দা। বছর পাঁচেক আগে তারা ভারতে এসেছিল। প্রণয় বাংলাদেশ থেকে একই পদ্ধতিতে ১১ হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করতে ভারতে এসেছিল। এখানে ভুয়ো ভোটার, প্যান ও আধার কার্ডের মতো গুরুত্বপূর্ণ নথি জালকরে কোম্পানি বানিয়েও কোটি কোটি টাকা প্রতারণা করেছে। আগামীদিনে সে বিদেশে চলে যাবে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বিনিয়োগকারীরা। তারা ইতিমধ্যেই ৪টি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে বলে জানিয়েছেন।

অমৃত ভারত স্টেশনের ফলকে ভালোবাসার প্রতীক চিহ্ন!

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: অমৃত ভারত স্টেশনের ফলকে ভালোবাসার প্রতীক চিহ্ন। যা দেখে অবাক ট্রেন যাত্রীরা।

কেন্দ্র সরকারের ৫০৮টি অমৃত ভারত স্টেশনের মধ্যে স্থান পায় বর্ধমান জংশন রেল স্টেশন। এই স্টেশনের হাল পরিবর্তন করতে ৪৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বলে রেল সূত্রে জানা গিয়েছে। গত ৬ অগস্ট দিল্লি থেকে ভার্চুয়ালি অমৃত ভারত স্টেশনের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ওই দিন বর্ধমান রেল স্টেশন নরেন্দ্র মোদী ভার্চুয়াল উদ্বোধন করেন।

ওই দিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ সুরেন্দ্র সিং আলুওয়ালিয়া সহ পূর্ব রেলের ডি আর এম সহ অন্যান্যরা। মোদীর অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের

একটি ফলক বসানো হয় বর্ধমান রেল স্টেশনে। বর্ধমান রেল স্টেশনে কী কী কাজ হবে সেই সমস্ত তালিকা উল্লেখ থাকে ফলকে। বর্তমানে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে কাজের তালিকা প্রকাশের ফলকটিতে উল্লেখিত কাজের তালিকার পরিবর্তে লেখা আছে এ প্লাস বি। আঁকা আছে লাভ চিহ্ন সহ একাধিক নাম। যা দেখে লজ্জায় মুখ লুকোচ্ছেন ট্রেন যাত্রীরা।

ট্রেন যাত্রী অজয় গুপ্তা জানান, কেন্দ্র সরকার অমৃত ভারত স্টেশন নামে যে প্রকল্পটা নিয়েছে তা খুব সুন্দর, যে প্রোগ্রামটা নেওয়া হয়েছিল সেটা করতে কোনও গাফিলতি আছে বলে বলে মনে হয়। সেই কারণেই এই ফলকের প্রতি কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই রেল কর্তৃপক্ষের।

রেলের কালভার্টের নীচে জল জমে, লাইন পারাপারে ঝুঁকি, উদাসীনতার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদনম, উত্তরপাড়া: উত্তরপাড়া স্টেশনের উত্তরদিকে মাখলা ও উত্তরপাড়ার মধ্যে সংযোগকারী রেলওয়ে কালভার্টের তলা বর্ষার জলে পূর্ণ। যার ফলে স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে ছাত্রছাত্রীদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে স্কুলে যাতায়াত করতে হচ্ছে। স্থানীয় মানুষের দাবি, রেলকে বলেও লাভ হচ্ছে না, তারা জল সরাবার ব্যবস্থা করছে না। যে পাম্প মেশিন আছে তা অকেজো রেল কর্তৃপক্ষ ঠিক করছে না।

সময়মতো রক্ষণাবেক্ষণ করছে না, যার ফলে জল জমে রয়েছে, উত্তরপাড়া পুরসভার উদ্যোগে মাঝে মাঝে এবং এখন কয়েকদিন পাম্প মেশিন দিয়ে জল সরিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু তাতেও কোনও কাজ হচ্ছে না। রেল উদাসীন বলে অভিযোগ।

তাঁদের দাবি, যাওয়া আসার জন্য সাবওয়ে করা হোক। রেলকে তাঁরা বহুবার জানিয়েছেন, রেলের তরফে কোনও উত্তর মেলেনি। কতদিন আর তাঁরা এইভাবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রেললাইন পারাপার করবে? রেলওয়ে কেবিনকে জানালেও তাঁরা অতটা গুরুত্ব দেয় না বলে দাবি স্থানীয়দের। কিছু স্কুল ছাত্রছাত্রীদের দাবি, ‘রেল ঠিকমতো পাম্প মেশিন চালায় না খবর দিলেও, আসে না। আমরা জীবনে ঝুঁকি নিয়ে রেললাইন পারাপার করি। কতদিন আর এইভাবে চলবে বুঝতে পারছি না। অবিলম্বে রেলের আমাদের কথা ভাবা উচিত।’

এই প্রসঙ্গে উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব বলেন, ‘পুরসভা যতটা সম্ভব পাম্প মেশিন চালিয়ে জল বার করে দিচ্ছে। আমরা সাধারণ মানুষের পাশে থেকে যতটা সম্ভব সহযোগিতা করছি।’

আরামবাগে আন্তর্জাতিক গোঁসাই পরবের রবীন্দ্র স্মরণ ও বনমহোৎসব

মহেশ্বর চক্রবর্তী

হুগলি: রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণ দিবসকে সামনে রেখে হুগলির আরামবাগে রবীন্দ্র স্মরণ ও বনমহোৎসব অনুষ্ঠিত হল রবিবার। এদিন আরামবাগের গড়বাড়ি এলাকায় এই কর্মসূচি হয়। রবীন্দ্র গান, নৃত্য ও আলোচনার মাধ্যমে এই কর্মসূচি পালন করে আন্তর্জাতিক গোঁসাই পরব ও রম্যবীণার উদ্যোগে বনমহোৎসব হয়। একেবারে শান্তি নিকেতনের আদলে ঘরোয়া পরিবেশে এই কর্মসূচি হয়। গড়বাড়ির প্রাচীন দুর্গা মন্দিরে মূল অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা হয়। এই বিষয়ে গড়বাড়ির রায় পরিবারের বংশধর দীপক রায় বলেন, এটা খুব ভালো উদ্যোগ। আন্তর্জাতিক গোঁসাই পরব অ্যান্ড কালচারাল সোসাইটির পক্ষ থেকে যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তাকে স্বাগত জানাই। সারা বছর ধরে এই কর্মসূচি চলুক। বর্ষাকালেও যে বৃষ্টি হচ্ছে না, তার একমাত্র কারণ গাছের সংখ্যা কমে যাওয়া। অপরদিকে আরামবাগের আন্তর্জাতিক গোঁসাই পরব অ্যান্ড কালচারাল সোসাইটির পক্ষ থেকে শ্রীদীপ চ্যাটার্জি বলেন, সারা বছর ধরেই বিভিন্ন সমাজসেবা মূলক কাজ

করে থাকি। রক্তদান থেকে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি সারা বছর ধরে চলবে। বছরে নির্দিষ্ট কয়েকদিন ধরে মানবতার জয়গান করতে আন্তর্জাতিক গোঁসাই পরব পালিত হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দশের বাউল, ফকির সহ সাধুজনেরা উপস্থিত হন। পাশাপাশি আরামবাগের রবীন্দ্র গবেষক বিভাংশু দত্ত বলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবস ২২ শ্রাবণ অতিক্রান্ত করেছে। তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণ দিবসকে সামনে রেখে এই কর্মসূচি হচ্ছে। সবমিলিয়ে রম্যবীণার পক্ষ থেকে সুলেখা মিত্র বলেন, শান্তিনিকেতনের আদলে এই কর্মসূচি করছি। ২২ শ্রাবণ করার কথা ছিল। কিন্তু করা যায়নি। তবে রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণ দিবসকে সামনে রেখে করা হচ্ছে।

সম্পদ বিক্রির নিমিত্ত নোটিশ
জেপিএম এক্সপোর্টস প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
(CIN : U17120WB2009PTC137865)
২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি এবং ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে বিক্রয়

জেপিএম এক্সপোর্টস প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত) সম্পর্কিত বিষয়ে নিম্নোক্ত সম্পদসমূহ ''যেখানে যেমন আছে'', ''যেখানে যা আছে'', ''যে অবস্থায় আছে'' এবং ''কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত'' বিক্রির জন্য ই-নিলামে অংশ গ্রহণের জন্য আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে :

নিলামের তারিখ এবং সময় :	২১ সেপ্টেম্বর ২০২৩ (বেলা ১২ টা থেকে দুপুর ২ টা পর্যন্ত)
ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ :	১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ দুপুর ২ টা পর্যন্ত
পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় :	২২ আগস্ট ২০২৩ থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত (সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ৫ টা পর্যন্ত)
ইওআই এবং অন্যান্য নথি : দাখিলের তারিখ	২২ আগস্ট ২০২৩ থেকে ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত

	সম্পদ/এরিয়া	ব্লক নং	সংরক্ষিত মূল্য (টা.)	বায়না জমা দাখিল (টা.)
১.	স্ট্যান্ডালোন ভিত্তিতে প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি বিক্রি (ঠিকানা : রিজেন্ট গার্মেন্টস অ্যান্ড অ্যাপারেল পার্ক, বারাসত, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত)	এ	৩৩,৫৬,১৫৯	৩,৩৫,৬১৬

বিক্রয় এবং ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে ইমেল পাঠান jpmexports.cirp@gmail.com তে।

স্বা/-
তারিখ : ২১.০৮.২০২৩ অভিষেক গুপ্তা, লিকুইডেটর
স্থান : কলকাতা জেপিএম এক্সপোর্টস প্রা. লি. (দেউলিয়াগ্রস্ত)
আইবিবিআই রেজিস্ট্রেশন নং : আইবিবিআই/আইপিএ-০০৩/আইপি-এন০০০১৩৫/২০১৭-২০১৮/১১৪৯৯
রেজিস্টার্ড ঠিকানা : সিকে-১০৪, সেক্টর ২, সল্টলেক সিটি, কলকাতা - ৭০০০৯১
রেজি. ইমেল : avishek@optimusresolution.net
যোগাযোগের ইমেল : jpmexports.cirp@gmail.com

এসবিআই, রামজীবনপুর - ২১০৬
জেলা - বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১৩১২৯
ই-মেল sbi.02106@sbi.co.in
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ট-IV [রুল-৮(১)]

যেহেতু, **A/c No. - 37253012038 (Cash Credit), 39511287665 (GECL)**
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, রামজীবনপুর শাখা, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ (২০০২-৩) সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১৬.০৩.২০২৩** তারিখে ঋণগ্রহীতা **মেসার্স পালিতা এসসিএস অ্যান্ড এফএল শপ, স্বত্বাধিকারী শ্রী প্রদীপ সাহা পিতা অজিত কুমার সাহা, ঠিকানা - গ্রাম - তিলডানাবীরা, পো. পালিতা, থানা - কেতুগ্রাম, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পিন - ৭১৩১৪৩** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১৬,২৮,০৪৬.০০ টাকা [১৪,৯৬,৮৮৬.০০ টাকা (সিসি) + ১,৩১,১৬০.০০ টাকা (জিইসিএল)] (ষোলো লাখ আঠাশ হাজার ছেচল্লিশ টাকা) ১৬.০৩.২০২৩** অনুযায়ী যথাযথ সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেসট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১৮ আগস্ট ২০২৩** তারিখে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, রামজীবনপুর শাখা **১৬,২৮,০৪৬.০০ টাকা [১৪,৯৬,৮৮৬.০০ টাকা (সিসি) + ১,৩১,১৬০.০০ টাকা (জিইসিএল)] (ষোলো লাখ আঠাশ হাজার ছেচল্লিশ টাকা) ১৬.০৩.২০২৩** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, তাৎক্ষণিক ব্যয় ইত্যাদি সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
দলিল নং ১- ৬৬৫-২০০৭ সালের
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন অবস্থিত গ্রাম -বীরা, পো-পাকুরহানস, থানা- কেতুগ্রাম, মৌজা -বীরা, জেএল নং ৫২, খতিয়ান নং ২৬৫, প্লট নং ৫১৮, শ্রেণি-বাস্তু।
চৌহদ্দি : উত্তরে : ষষ্ঠী সাহা এবং চাঁদু সাহা,দক্ষিণে : ষষ্ঠী সাহা এবং চাঁদু সাহা, পূর্বে : ভৈরবীবালা রায়ের জমি, পশ্চিমে : কাঁচা সড়ক সমন্বিত।

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ১৮.০৮.২০২৩ অনুমোদিত অফিসার
স্থান - রামজীবনপুর স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ফর্ম নং আইএনসি - ২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
রিজিওনাল ডিরেক্টর,
ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইন, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০(৫)(এ) বিষয় সম্পর্কিত
এবং
মেসার্স বিনায়ক ফিনলিজ প্রা. লি. (CIN : U74899WB1995PTC121237), ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইন অধীনে গঠিত একটি কোম্পানি এবং রেজিস্টার্ড অফিস, অফিস নং ৩১১, চতুর্থ তল, ৭, ম্যাঙ্গো লেন, কলকাতা পব-৭০০০০১ ভারত সম্পর্কিত
............দরখাস্তকারী
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, ১৩ জুলাই ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, কলকাতা অধিক্ষেত্র অধীন ''পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য'' থেকে রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, দিল্লি অধিক্ষেত্র অধীন ''জাতীয় রাজধানী দিল্লি''-তে স্থানান্তর নির্ধারণ নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারা অধীনে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করছে।
যে কোনও ব্যক্তির কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে জাতীয় রাজধানী দিল্লিতে প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা রেজিস্টার্ড ডাকে হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস, এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪, এ জে সি বোস রোড, কলকাতা-৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দ (১৪) দিনের মধ্যে পাঠাতে পারেন, একটি কপি আবেদনকারী কোম্পানির উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।

আবেদনকারীর পক্ষে
বিনায়ক ফিনলিজ প্রা লি
প্রদীপ মিশ্র
তারিখ-২১.০৮.২০২৩ (ডিরেক্টর)
স্থান - কলকাতা ডিন- ০১৩৮৬৭৩৯

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
মেসার্স প্রগ্রেস কাল্টিভেশন লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্থ)
রেজিস্টার্ড অফিস : প্লট নং ৫৫, ফকির বাগান লেন, গোলাবাড়ি, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১১১০১ (CIN - U01400WB2009PLC134240)
লিকুইডেটরের ঠিকানা : ১, আর এন মুখার্জি রোড, ষষ্ঠ তল, কলকাতা : ৭০০০০১
যোগাযোগ : +৯১-৯৮৩০০ ৫৮১২১ ইমেল : progress.liqd@gmail.com, pkkedia.ip@gmail.com

সম্পদের বিক্রির নোটিশ অনুযায়ী ‘যেখানে যেমন আছে ভিত্তিতে’ ‘যেখানে যা আছে ভিত্তিতে’, ‘যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে’ এবং ‘পরিবর্ত ভিত্তি’ ব্যতীত সাধারণকে অবগত করা হচ্ছে ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড এর ধারা ৩৫(এফ) অধীনে এবং সংশ্লিষ্ট লিকুইডেশন প্রসেস রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে।
বিক্রয় সম্পাদিত হবে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://www.eauctions. co.in** মাধ্যমে।

নিলামের তারিখ এবং সময়	**শনিবার, ১৬.০৯.২০২৩ তারিখ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত (প্রতিটি ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ)**
আগ্রহ প্রকাশক ডাক দাখিলের শেষ তারিখ	সোমবার, ০৪.০৯.২০২৩ তারিখ বিকেল ৫টার পূর্বে
সম্ভাব্য ডাকদাতার সম্পর্কিত জ্ঞাতব্য	বুধবার, ০৬.০৯.২০২৩
ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ	বুধবার ১৩.০৯.২০২৩ বিকেল ৫টার পূর্বে
পর্যবেক্ষণের তারিখ	বুধবার, ০৬.০৯.২০২৩ থেকে বুধবার ১৩.০৯.২০২৩ পর্যন্ত আগাম যোগাযোগ সাপেক্ষে, যোগাযোগের ব্যক্তি শ্রী পঙ্কজ কুমার কেডিয়া (মো. ৯৮৩০০৫৮১২১)

বিক্রির জন্য সম্পদ এবং সম্পত্তির মূল বিস্তারিত :- (লাখ টাকায়)

লট নং	বিবরণাদি	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি	বর্ধিতকরণ পরিমাণ
১.	দাগ নং ১০২৩, ১০২৯ এবং ১০২৯/১০২১, আরএস এবং এলআর খতিয়ান নং ৫৬৬, ৮০১ অধীন, জেএল নং ৯২, এডিএসআর সিঙ্গুর, মৌজা - চায়না মোড়, থানা - সিঙ্গুর, জেলা - হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১২৪০৯ বর্তমান সম্পদ সহ (ব্যাঙ্ক ব্যালান্স ব্যতীত), যদি কিছু থাকে ঠিকানায় ফ্যাক্টরি জমি এবং বিল্ডিং সহ সমন্বিত।	১৭৭.৩০ টাকা	১৭.৭৩ টাকা	৫.০০ অথবা এর মাল্টিপল

১. লিকুইডেটর কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও পর্যায়ে ই-নিলাম গ্রহণ বা বাতিল করার অধিকার রাখেন।
বিক্রয় নোটিশ ভালো করে পড়ে এবং টেন্ডার নোটিশ যা ই-নিলাম বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত সম্বলিত যা পাওয়া যাবে ইমেল progress.liqd@gmail.com থেকে।
কোনও জিজ্ঞাস্যর জন্য, **শ্রী বিজয় পিপালিয়া (মো. ৯৮৭০০৯৯৭১৩)** সঙ্গে যোগাযোগ করুন অথবা admin@eauctions.co.in অথবা লিকুইডেটরের ইমেল progress.liqd@gmail.com ইমেল করুন।
পঙ্কজ কুমার কেডিয়া
প্রগ্রেস কাল্টিভেশন লিমিটেড'এর লিকুইডেটর (দেউলিয়াগ্রস্থ)
তারিখ : ২১.০৮.২০২৩ আইপি রেজি নং : IBBI/IPA-001/IP-P01037/2017-18/11710
স্থান : কলকাতা এএফএ বৈধ ৩০.১০.২০২৩ পর্যন্ত

SBI রিটেল অ্যাসেট স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজেস ক্রেডিট সেন্টার
সিটি সেন্টার শাখা প্রেমিসেস, ৩য় তল, সিটি সেন্টার
দুর্গাপুর-৭১৩২১৬, জেলা - বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ট IV [রুল-৮(১)]

যেহেতু,
এতদ্বারা নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএএসএমইসিসি দুর্গাপুর অনুমোদিত অফিসার ২০০২ (২০০২-৩) সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ঋণগ্রহীতাগণের প্রতি ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতার প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।
ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ, শুল্ক, চার্জ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দখলের তারিখ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১.	**শ্রীমতি মধুমিতা দেব,** স্বামী সন্দীপ কুমার দেব এবং **শ্রী সন্দীপ কুমার দেব,** পিতা সুরেশ্বর দেব, উভয়ের ঠিকানা ফ্ল্যাট নং ১২, ২য় তল, ময়সন এনক্লেভ, বিধান পার্ক, সেক্টর - ১, বিধাননগর, দুর্গাপুর - ৭১৩২০৬ এ/সি নং **৩৫৭৪০০১৪৮৫২** (এইচবিএল) এ/সি নং **৩৮৭৯৬৭৫৩০০৩** (টপ-আপ)	**১) দলিল নং ১-০২০৬০২৬৯১-২০১৮ সালের** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং -১২, পরিমাণ এরিয়া ১০৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮৪০ বর্গ ফুট আনুমানিক অবস্থিত ২য় তলে ভবনের ২ বেড রুম, ১ ডাইনিং তথা লিভিং রুম, ১ কিচেন, ২ ব্যালকনি, ২ টয়লেট সম্পূর্ণ ভাড়ায় প্রদানের দ্বারা বসবাসের উপযুক্ত সঙ্গে একটি ঢাকা কার পার্কিং স্পেস নং ১২ এরিয়া ১০০ বর্গফুট মৌজা - ফুলঝোর,জেএল নং ১০৭, এলআর প্লট নং ৯৬২, এলআর প্লট নং ৩৫২৯, এলআর খতিয়ান নং ৩৫৮১, পৃষ্ঠা নং ৪৯৩২১ থেকে ৪৯৩৪৯, ভল্যুম নং -০২০৬-২০১৮, দুর্গাপুর পুরসভার ওয়ার্ড নং ২৫ অধীন, বিধান পার্ক সেক্টর ২, থানা - নিউ টাউনশিপ, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ। **সম্পত্তি শ্রীমতি মধুমিতা দেব এবং শ্রী সন্দীপ কুমার দেবের নামে।**	ক) ১৮.০৮.২০২৩ খ) ০৪.০৫.২০২৩ গ) **[১৯,০৩,০০০.০০ টাকা (এইচবিএল) + ৪,০৫,০০০.০০ টাকা (টপ-আপ) মোট ২৩,০৮,০০০.০০ টাকা(তেইশ লাখ আট হাজার টাকা) ০৪.০৫.২০২৩ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত যথাযথ সুদ সহ**
২.	**মেসার্স ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড, স্বত্বাধিকারী শ্রী সুদীপ মুখার্জি** পিতা কিরণ শঙ্কর মুখার্জি ঠিকানা - সম্মিলনি পার্ক, আলিঙ্গন অ্যাপার্টমেন্ট, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান এ/সি নং **৩৫৬৫৩১১৭০১৯** (সি/সি) এ/সি নং **৪০৩৮৪০৭৩৬১৯** (এফআইটিএল) এ/সি নং **৩৯৭১০৩১০৬৫৬** (এইচবিএল) এ/সি নং **৩৯৩৭০১২১৮৭৬** (জিইসিএল)	**১) দলিল নং ১-৬০৯ তারিখ ২৫/০১/২০১২,** বাস্তু জমি ২.৬২ কাঠা, প্লট নং এলআর -১৮১৮, আরএস -১৫০৮ (অংশ), খতিয়ান নং এলআর ৫৫৮৯, মৌজা - ফুলঝোর, জেএল নং ১০৭, থানা - নিউ টাউনশিপ, জেলা -বর্ধমান। **সম্পত্তি শ্রী সুদীপ মুখার্জি,পিতা কিরণ শঙ্কর মুখার্জির নামে।**	ক) ১৮.০৮.২০২৩ খ) ১৩.০৩.২০২৩ গ) ৪,৯৬,০৭০.৪৯ টাকা (সি/সি) + ৮৬,৭৮৫.৬৬ টাকা (এফআইটিএল) + ৭,৮৪,৫৬৪.৮০ টাকা (এইচবিএল) + ৪৮,০১০.৬৬ টাকা (জিইসিএল)] মোট ১৪,১৫,৪৩১.৬১ টাকা (চোদ্দ লাখ পনের হাজার চারশো একত্রিশ টাকা এবং একষট্টি পয়সা) ১৩.০৩.২০২৩ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত যথাযথ সুদ সহ

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।
তারিখ - ১৮.০৮.২০২৩ অনুমোদিত অফিসার
স্থান - দুর্গাপুর এসবিআই আরএএসএমইসিসি, দুর্গাপুর

মানাকসিয়া কোটেড মেটালস্ অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
কর্পোরেট আইডেন্টিটি নাম্বার L27100WB2010PLC144409
রেজিঃ অফিস : ৮/১ লালবাজার স্ট্রিট, বিকানীর বিল্ডিং, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০০১
দূরভাষ: +৯১-৩৩-২২৪৩ ৫০৫৩ / ৫০৫৪
ই-মেল: investor.relations@mcmil.in; ওয়েবসাইট: www.manaksiacoatedmetals.com

শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি ২য় অতিরিক্ত-সাধারণ সাধারণ সভার পাবলিক নোটিস

কোম্পানির ২য় অতিরিক্ত-সাধারণ সাধারণ সভা (''ইওজিএম'') ১৯ শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ মঙ্গলবার দুপুর ১.০০টায় (আইএসটি) অনুষ্ঠিত হবে ভিডিও কনফারেন্স (''ভিসি'')/আদার অডিও ভিসুয়াল মিনস (''ওএভিএম'') -এর মাধ্যমে, (অতঃপর এখানে ''ইলেকট্রনিক মোড'' হিসাবে উল্লিখিত), যা ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের প্রযোজ্য বিধানাবলি এবং তদধীন গঠিত রুলসসমূহ এবং এর সঙ্গে পঠিত সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ এবং মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স কর্তৃক ইস্যুকৃত সার্কুলার নং ১৪/২০২০, ১৭/২০২০, ২০/২০২০, ০২/২০২১ এবং ০২/২০২২ এবং ১০/২০২২ তারিখ যথাক্রমে ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ৫ মে, ২০২০, ১৩ জানুয়ারি, ২০২১ এবং ৫ মে, ২০২২ এবং ২৮ সে ডিসেম্বর, ২০২২ (যৌথভাবে ''এমসিএ সার্কুলার'' হিসাবে উল্লিখিত) -এছাড়াও সেবি সার্কুলার নং এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/সিএমডি১/সিআইআর/পি/২০২০/৭৯ তারিখ ১২ মে, ২০২০, সার্কুলার নং এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/সিএমডি২/সিআইআর/পি/২০২১/১১ তারিখ ১৫ জানুয়ারি, ২০২১, সার্কুলার নং এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/সিএমডি২/সিআইআর/ পি/২০২২/৬২ তারিখ ১৩ মে, ২০২২ -এর সঙ্গে পঠিত সার্কুলার নং এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/পিওডি-২/পি/সিআইআর/২০২৩/৪ তারিখ ০৫ জানুয়ারী, ২০২৩ (যৌথভাবে ''সেবি সার্কুলারস'' হিসাবে উল্লেখিত) এবং অন্যান্য প্রযোজ্য সার্কুলার, যদি থাকে -এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ইওজিএম আহ্বানকারী নোটিশে নির্ধারিত ব্যবসা (গুলি) লেনদেন করতে। সদস্যরা ভিসি বা ওএভিএম-এর মাধ্যমে সভায় অংশ নিতে পারবেন।
এমসিএ এবং সেবি সার্কুলার অনুযায়ী, ২য় ইওজিএম আহ্বানকারী নোটিস (দ্য ''নোটিস'') শুধুমাত্র বৈদ্যুতিন মাধ্যমে পাঠানো হবে সেইসকল সদস্যদের যাদের ইমেল ঠিকানা রেজিস্টার্ড করা আছে কোম্পানি/ ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট/রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (দ্য ‘আরটিএ’) -এর কাছে।
যে সকল সদস্যদের ইমেল আইডি নিবন্ধিত নয় এবং যারা সময়ে সময়ে কোম্পানির নোটিশ এবং অন্যান্য সমস্ত যোগাযোগ পেতে চান, তারা তাদের ইমেল আইডিগুলিকে ফর্ম আইএসআর-১ জমা দিয়ে নিবন্ধিত করতে পারেন লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (''আরটিএ'') এর কাছে **kolkata@linkintime.co.in**-এ। যদিও, ডিম্যাট মোডে থাকা শেয়ারের জন্য সদস্যদের তাদের নিজ নিজ ডিপিকে লিখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণকারী সকল সদস্যদের বাধ্যতামূলকভাবে তাদের ইমেল আইডি, মোবাইল নম্বর, প্যান এবং অন্যান্য কেওয়াইসি বিশদগুলি ফর্ম আইএসআর-১-এর মাধ্যমে প্রদান/আপডেট করতে হবে, কোম্পানীজ (শেয়ার ক্যাপিটাল এন্ড ডিবেঞ্চার) রুলস, ২০১৪ এর রুল ১৯(১) এ প্রদত্ত এসএইচ-১৩ ফর্মের মাধ্যমে নমিনেশন প্রদান করা অথবা ফর্ম আইএসআর-৩ এর মাধ্যমে মনোনয়ন প্রত্যাহার করা এবং ফর্ম এসএইচ-১৪ এর মাধ্যমে মনোনয়ন পরিবর্তন করা সেবি সার্কুলার নং. এসইবিআই/এইচও/এমআইআরএসডি - পিওডি - ১/পি/সিআইআর/২০২৩/৩৭ তারিখ ১৬ মার্চ, ২০২৩ অনুযায়ী। ফর্মগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.manaksiacoatedmetals.com**-এ ও পাওয়া যাচ্ছে। এটি ০১ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে বা তার পরে ফোলিও ফ্রিজিং হওয়া এড়াবে। সেবি সার্কুলার নং এসইবিআই/এইচও/ এমআইআরএসডি/আরটিএবিএম/পি/সিআইআর/২০২২/৮ তারিখ- ২৫ জানুয়ারি, ২০২২ তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলিকে শুধুমাত্র ডিম্যাট মোডে সিকিউরিটি ইস্যু করতে বাধ্য করছে।
সদস্যরা অবহিত হবেন যে, এজিএমের নোটিস এছাড়াও পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.manaksiacoatedmetals.com**; স্টক এক্সচেঞ্জগুলির অর্থাৎ ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট **www.nseindia.com** এবং **www.bseindia.com** -তে যথাক্রমে। সদস্যরা কেবল ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদান ও অংশগ্রহণ করতে পারেন। এজিএমে যোগদানের নির্দেশনা ইওজিএম বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া আছে। ভিসি/ওএভিএম এর মাধ্যমে সভায় যোগদানকারী সদস্যরা ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১০৩ ধারা অধীনে কোরাম পূরণের উদ্দেশ্যে গণনাযোগ্য হবেন।
কোম্পানি বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিসে প্রদত্ত সকল প্রস্তাবে ভোট দেওয়ার জন্য তাদের সকল সদস্যকে রিমোট ই-ভোটিং সুবিধার (''রিমোট ই-ভোটিং'') ব্যবস্থা করেছে। অতিরিক্ত হিসাবে ইওজিএম চলাকালে ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে (''ই-ভোটিং'') ভোটদানের সুবিধার ব্যবস্থাও কোম্পানি করছে। রিমোট ই-ভোটিং/ই-ভোটিং -এর এর বিস্তারিত পদ্ধতি ইওজিএম এর বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া আছে।
২য় ইওজিএম-এর নোটিস প্রযোজ্য আইন অনুসারে শেয়ারহোল্ডারদের কাছে যথাসময়ে পাঠানো হবে তাঁদের রেজিস্টার্ড ই-মেল ঠিকানায়।

ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশক্রমে
মানাকসিয়া কোটেড মেটালস্ অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড -এর পক্ষে
শ্রুতি আগরওয়াল
স্থান: কলকাতা কোম্পানি সেক্রেটারি
তারিখ: ১৯ অগস্ট, ২০২৩ সদস্য নং FCS 12124

উপাচার্যহীন অবস্থায় মালদার গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, বন্ধের মুখে পরীক্ষা, থমকে উন্নয়নমূলক কাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: উপাচার্যহীন রয়েছে মালদার গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। যার কারণে দ্বিতীয় সেমিস্টারের পরীক্ষাও বন্ধের মুখে। প্রায় দু'মাস থেকে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যহীন অবস্থায় রয়েছে। এজন্য নানান সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও ছাত্র-ছাত্রীদের। প্রচলিত পাঠ্যক্রমের বাইরে অগস্ট থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তরে নয়া শিক্ষানীতিতে পঠন-পাঠন চালু হয়েছে। যার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে উপাচার্যের অনুমোদন প্রয়োজন। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয় দৈনন্দিন কাজকর্ম বিশেষ করে কোন উন্নয়নমূলক কাজের ক্ষেত্রে অনুমোদন পাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার নির্ধারিত সময় থেকে পঠন পাঠন সব ক্ষেত্রেই উপাচার্যের সিদ্ধান্ত জরুরি সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে।

উচ্চশিক্ষা দপ্তর ও রাজ্যপাল তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যের সংঘাতের আবহে উপাচার্যহীন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। ১ জুন ২০২৩ থেকে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য নেই। উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে উপাচার্য পদে দায়িত্ব দেওয়া হয়নি কাউকে। তাই

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার ও ডেপুটি রেজিস্টার তারাই বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় চালাচ্ছেন বলে জানা গিয়েছে।

যদিও এবিষয়ে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্টার রাজীব পতিতুণ্ডী জানিয়েছেন, ১ জুন থেকে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য নেই। তা সত্ত্বেও আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন ভালোভাবেই চলছে। ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তবে যেসব কাজে উপাচার্যের উপস্থিতি খুবই দরকার, সেইসব কাজগুলি আপাতত করা হচ্ছে না। বিভিন্ন দপ্তরের উন্নয়নমূলক কাজ বন্ধ হয়ে রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের হস্টেল তৈরি হয়ে থাকলেও তা চালু করা সম্ভব হয়নি। আশা করছি আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকেই হস্টেল পরিষেবা চালু হয়ে যাবে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটি রয়েছে। যেহেতু এখানে হস্টেল পরিষেবা এখনো চালু হয়নি সে ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাগিং-এর কোনও বিষয় নেই। গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনে সিসিটিভি ক্যামেরা রয়েছে। আরও বেশ কিছু জায়গায় সিসিটিভি নেই তবে উপাচার্য দায়িত্ব নিলে হয়তো সে সব জায়গাতেও সিসিটিভি পরিষেবা চালু হয়ে যাবে।

মালদা জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি প্রসূন রায় জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নেই। বিষয়টি রাজ্যপাল জানেন। তিনি এই বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে আটকে রেখেছেন। রাজ্যপালকে আমরা ধিক্কার জানাই। আজকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নেই বলেই আমাদের হস্টেল পরিষেবাটি চালু হচ্ছে না।

বিজেপির দক্ষিণ মালদা যুব মোর্চার সভাপতি শুভঙ্কর চম্পটি জানিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য না থাকার কারণে ছাত্রছাত্রীরা খুব সমস্যায় পড়েছে। আমাদের দাবি অবিলম্বে উপাচার্য এবং হস্টেল পরিষেবা চালু হোক।

বিদ্যালয় থেকে মিড ডে মিলের চাল চুরির অভিযোগ, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: বিদ্যালয় থেকে মিড ডে মিলের চাল চুরির অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার সকালে পানাগড় বাজার হিন্দি হাইস্কুলে।

রবিবার সকালে একটি টোটোয় করে বিদ্যালয়ের ভিতর থেকে চালের বস্তা বার করে পাচার করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। স্থানীয়রা দেখতে পেয়ে টোটোটিকে আটকে রাখেন বলে দাবি। খবর দেওয়া হয় কাঁকসা থানার পুলিশকে। কাঁকসা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘটনার তদন্ত শুরু করে। টোটোচালক সহ চাল বোঝাই টোটো ও বীরভূমের এক চাল ব্যবসায়ীকে আটকে রাখেন স্থানীয়রা। স্থানীয়দের দাবি, বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সদস্যরাই এই চাল পাচারের সঙ্গে যুক্ত।

তাঁদের দাবি, রবিবার ছুটির দিন হওয়ায় সকলের নজর এড়িয়ে চাল পাচার করা হচ্ছিল। বীরভূমের ইলামবাজারের শেখ বাবু নামের এক চাল ব্যবসায়ী জানিয়েছেন, তাঁকে চাল বিক্রি আছে বলা হয়েছিল। সেই মতো একটি টোটো ভাড়া করে স্কুলের ভিতরে চাল নিতে আসেন বলে তাঁর দাবি। কিন্তু দামদর কিছুই হয়নি বলেও দাবি তাঁর। যিনি তাঁকে চাল বিক্রির কথা বলেছিলেন তিনি বিদ্যালয়ের স্টাফ কিনা তা তার জানা নেই বলে দাবি করেন তিনি।

খবর দেওয়া হয় বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের। ওই বিদ্যালয়ের মধ্যেই

রয়েছে হিন্দি মাধ্যমের প্রাথমিক স্কুল। প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক সুশীল শর্মা জানিয়েছেন, তিনি এই বিষয়ে খবর পেয়ে ছুটে আসেন। তিনি দাবি করেন, তাঁদের স্টোর রুমে তালা লাগানো রয়েছে। অতএব তাঁদের বিভাগের চাল চুরি হয়নি। যা চুরি হয়েছে সেটা হাই স্কুলের স্টোর রুম থেকে। চুরির ঘটনায় সঙ্গে যাঁরা যুক্ত, তাঁদের উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা এবং অভিভাবকরা।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন বর্ধমান সদরের বিজেপির জেলা সহ-সভাপতি রমন শর্মা। তাঁর দাবি, এই ধরনের ঘটনা আজ প্রথম নয়। আগেও হয়েছে। তাঁর অভিযোগ,

বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনার বিষয়ে প্রতারণা করা হচ্ছে। বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকারা সময় মতো আসেন না, যখন যার মন হয় চলে যান। ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তিনি। ঘটনার সঙ্গে তৃণমূলের নেতা কর্মীরাও যুক্ত বলে অভিযোগ তুলেছে বিজেপি।

পালটা বিজেপির দিকেই আঙুল তুলেছে তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি ভবানী ভট্টাচার্য। তিনি ঘটনার সঙ্গে সরাসরি বিজেপি কর্মীরাই যুক্ত বলে দাবি করেছেন। তাঁর দাবি, ওই এলাকায় বিজেপি ভোটে জিতেছে স্বাভাবিক ভাবে ওই এলাকায় বিজেপির দাপট। যদিও এই ঘটনায় যাঁরা যুক্ত, তাঁদের কঠোরতম শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তিনি। অপর দিকে এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই আসরে নামে কংগ্রেস। রবিবার বিকালে বিদ্যালয়ের সামনে ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখান কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা। কাঁকসা ব্লকের কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদকের নেতৃত্বে কংগ্রেস কর্মীরা পরিচালন সমিতির সদস্যদের পদত্যাগের দাবি জানিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের ব্যর্থতা, যার মাথায় চ্যান্সেলর কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্রীরামপুর: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র মৃত্যুর ঘটনা তাদের প্রশাসনিক ব্যর্থতা বলেই দাবি করেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে সিসিটিভি প্রতিস্থাপন বা ধূমপান নিয়ে উঠে আসছে একাধিক মত। এমত অবস্থায় পড়ুয়াদের 'বদগুণ' গুলোকে 'স্বাধীনতা' বলে ক্যাম্পাসে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ রাখাটা ঠিক নয় বলে দাবি করলেন কল্যাণ।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ ফেরাতে সব বিভাগকে একসঙ্গে বসে আলোচনা করে পরিস্থিতি ঠিক করা উচিত বলে মনে করছেন তিনি। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের একটা ব্যর্থতা, যার মাথায় রয়েছেন চ্যান্সেলর। এখন এর ওর ঘাড়ে দোষ ফেলে দিলে তো হবে না।'

তাঁর দাবি, 'যারা যে সংস্কৃতির সেটাই তাদের অধিকার। বদগুণগুলোকে অধিকার বলা যায় না। আগে ভালো মানুষ হতে হয়।' কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, 'গ্রাম বাংলা মফস্বল থেকে মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেরা অনেক স্বপ্ন নিয়ে যাদবপুরে ভর্তি হয়। বাবা মারা চান ছেলে ভালো মানুষ হোক। তাঁদের ভরসা হোক। সবাইকার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা যাদবপুর ঠিক হোক।'

রবিবার শ্রীরামপুরে খুঁটিপুজোর আসেন তৃণমূল সাংসদ তথা আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ৫ ও ৬ এর পল্লির গোষ্ঠী ও ব্যবসায়ী সমিতির পুজো এই বছর ১১০তম বর্ষে পা দিল। রবিবার সকালে সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় খুঁটিপুজোর মাধ্যমে তার শুভ আরম্ভ করলেন। বেনারসের প্রেম মন্দিরের আদলে এবারে মণ্ডপ সজ্জিত হবে। রবিবার খুঁটিপুজোর পর থেকেই মণ্ডপের কাজ শুরু হবে। প্রত্যেক বছরই শ্রীরামপুর তথা হুগলিবাসীকে চমক দেয় শ্রীরামপুর আরএমএস মাঠের এই পুজো। রবিবার খুঁটিপুজোতে উপস্থিত ছিলেন চাঁপদানির পুরপ্রধান সুরেশ মিশ্র, রিষড়ার পুরপ্রধান বিজয় সাগর মিশ্র, কানাইপুর পঞ্চায়েতের প্রধান কণিকা ঘোষ সহ একাধিক কর্মী সমর্থকরা।

এ বিষয়ে সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'পুজোটা বড় করেই হয়, বহু দূরদূরান্ত থেকে মানুষ আসেন। আমি কিছু দেখি না যা করার ওরাই করে, তবে আমি সাবেকিয়ানাতেই বিশ্বাসী।'

রেলপথ নির্মাণের কাজ চলায় হাওড়া-রামপুরহাট রুটের একাধিক ট্রেন বাতিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: রামপুরহাট-চাতরা রুটে তৃতীয় লাইনের কাজ চলার কারণে বাতিল করা হচ্ছে বেশ কিছু দূরপাল্লার ট্রেন। আর এই ট্রেন বাতিলের কারণে চরম সমস্যায় পড়েছেন ট্রেন যাত্রীরা। রেল সূত্রে খবর, গত ১৮ অগস্ট থেকে ৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রামপুরহাট-চাতরা লাইনে ২৩ কিলোমিটার রেলপথ নির্মাণের কাজ চলবে। আর এই কাজ চলার কারণে হাওড়া-রামপুরহাট রুটের একাধিক ট্রেন বাতিল করা হয়েছে।

প্রতিদিন দশ জোড়া দূরপাল্লার মেল এবং এক্সপ্রেস ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। এর পাশাপাশি একাধিক দূরপাল্লার ট্রেন অন্য রুট দিয়েও চালানো হবে। একই সঙ্গে বেশ কিছু ট্রেনের যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত করা হবে। জানা গিয়েছে, দূরপাল্লার ট্রেনের পাশাপাশি ওই সময়ে অনেক লোকাল ট্রেন বাতিল করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে নিত্য যাত্রীদের সুবিধার জন্য আজিমগঞ্জ এবং রামপুরহাট স্টেশনের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে প্যাসেঞ্জার ট্রেন চালানো হবে। লিলুয়া থেকে রামপুরহাট যাওয়ার বেশ কয়েকজন ট্রেন যাত্রী বলেন, 'আমরা আগে থেকে জানতাম না যে ট্রেন বন্ধ আছে। আগে থেকে জানলে এই সমস্যায় পড়তে হত না।'

বাইক পাচার চক্রে যুক্ত ২ যুবক গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: মেদিনীপুরের ধর্মার দিক থেকে খড়গপুরের দিকে দ্রুত গতিতে পালিয়ে যাওয়ার সময় বাইক সহ আটক ভিন রাজ্যের দুই দুষ্কৃতীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতদের কাছ থেকে ভিন রাজ্যের একাধিক নকল নম্বর প্লেট, ৩টি মোবাইল, সোনার গয়না এবং ৬০ হাজার টাকা উদ্ধার হয়েছে।

মেদিনীপুরের বীরেন্দ্র সেতুতে চলছে লোড টেস্টিংয়ের কাজ। বন্ধ রয়েছে সেতুর ওপর চলাচল।

রয়েছে ব্যারিকেড ও পুলিশি প্রহরা। রবিবার সকাল ৯টা নাগাদ ৬০ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে তীব্র গতিতে বাইকে করে দুই জন যুবক ধর্মার দিক থেকে খড়গপুরের দিকে আসার সময় পুলিশ বীরেন্দ্র সেতুর ব্যারিকেডে তাদের আটক করে। পুলিশ কর্মীদের সন্দেহ হওয়ায় শুরু হয় জিজ্ঞাসাবাদ। চলে তল্লাশি। তল্লাশি চালাতেই বের হয়ে পড়ে ভিন রাজ্যের একাধিক নকল নম্বর প্লেট, ৩টি মোবাইল, সোনার গয়না এবং ৬০ হাজার টাকা। এছাড়াও উদ্ধার হয় একাধিক বাইকের চাবি, বিভিন্ন ধরনের রেঞ্জ ও স্ক্রু ড্রাইভার। পুলিশ রঙ্গ প্রধান ও করণ রাও নামে ওই দুই যুবককে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশের অনুমান, ধৃতরা আন্তঃরাজ্য বাইক চুরি ও পাচারের সঙ্গে যুক্ত। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কোতোয়ালি থানার পুলিশ।

গোঘাট-১ ব্লকের বিজলকোনায় ত্রিপল টাঙিয়ে পড়াশোনা চলছে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে

নিজস্ব প্রতিবেদন, গোঘাট: ছাদ না থাকায় এই বৃষ্টির মধ্যে ত্রিপল টাঙিয়ে পড়াশোনা চলছে অঙ্গনওয়াড়ির খুদেদের। হুগলির গোঘাট-১ ব্লকের বিজলকোনা এলাকার ঘটনা। গ্রামবাসীদের দাবি, এটা এখনকার ঘটনা নয়। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে এভাবেই পড়াশোনা হচ্ছে এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে।

জানা গিয়েছে, পর্যাপ্ত জায়গার অভাবে হুগলির এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের পড়াশোনা ও রান্না এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হয়। কিন্তু বর্ষাকালে চরম সমস্যায় পড়ে ছোট ছোট পড়ুয়া থেকে শুরু করে শিক্ষাকর্মী, রান্নার দিদি সকলেই। বৃষ্টি হলেই ভাঙা অ্যাসবেস্টারের ছাদ থেকে ঝর ঝর করে জল পড়ে। বাধ্য হয়ে ত্রিপল টাঙিয়ে চলে পড়াশোনা ও রান্নার কাজ। গোটা ঘটনায় ক্ষুব্ধ গ্রামের মানুষ।

এই বিষয়ে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সহায়িকা জানান, প্রচন্ড কষ্টের মধ্যে দিয়েই চলে এই সেন্টার। একটি ত্রিপল এবং ভাঙা অ্যাসবেস্টারের ছাদ থাকলেও খোলা আকাশের নীচে

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা চলে। এই কারণে বর্ষাকালে রোজ ছেলেমেয়েদের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পাঠাতে চান না অভিভাবকরা। ফলে ওই পড়ুয়াদের পড়াশোনার অনেকটা ক্ষতি হচ্ছে। এই অবস্থায় দ্রুত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটিতে উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলার দাবি জানিয়েছেন অভিভাবকরা।

মৃত নিরাপত্তারক্ষীর দেহ প্রায় দশ ঘণ্টা পর উদ্ধারের অভিযোগ পুলিশের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: রবিবার সকালে কর্তব্যরত অবস্থায় লোডারের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় এক নিরাপত্তারক্ষীর। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মৃত ওই সিকিওরিটি গার্ডের নাম কালিপদ মাজি। বাড়ি ঝাড়খণ্ডের মহাল গ্রামে। তিনি পুরুলিয়ার সাঁতুড়ি থানার মধুকুন্ডুতে একটি স্পঞ্জ আয়রন কারখানায় সিকিওরিটি গার্ডের কাজ করতেন। এদিন তিনি পুরুলিয়ার পাড়া বিধানসভার অন্তর্গত রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের রঘুনাথপুর থানার রুকনি রেল স্টেশনের ইয়ার্ডে সিকিওরিটির দায়িত্ব পালন করছিলেন। জানা যায়, তিনি বসে থাকার সময় একটি লোডার তাঁকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আদ্রা জিআরপি থানার পুলিশ পৌঁছয়। পৌঁছয় রঘুনাথপুর ও পাড়া থানার পুলিশ। কিন্তু ঘটনাস্থল রঘুনাথপুর থানার মধ্যে পড়লেও সেখান থেকে আদ্রা জিআরপি থানার পুলিশ ও পাড়া থানার পুলিশ চলে যায়। এরপর রঘুনাথপুর থানার পুলিশকে মৃতদেহ তুলতে না দিয়ে মৃতের পরিবারের আত্মীয়রা সহ স্থানীয়রা বাধা দিয়ে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবিতে দেহ ফেলে রেখে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। দফায় দফায় আলোচনার পর রবিবার সকাল থেকে প্রায় ১০ ঘণ্টা ধরে মৃতদেহ ঘটনাস্থলেই পড়ে থাকার পর রবিবার বিকেল ৪টা নাগাদ উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের আশ্বাস পাওয়ার পর আন্দোলনকারীরা ঐ সিকুরিটি গার্ডের মৃতদেহ তুলতে দিলে রঘুনাথপুর থানার পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে। রঘুনাথপুর থানার পুলিশ জানিয়েছে, দেহটি পুরুলিয়ার গর্ভমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হবে ময়নাতদন্তের জন্য। ১০০ বছর অতিক্রমকারী স্বাধীনতা সংগ্রামী হরিমতি বন্দ্যোপাধ্যায়কে জাতীয় নির্বাচন কমিশন থেকে সবর্ধনা জানান হল।

উত্তরপাড়ায় রাজীব গান্ধির জন্মদিন পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: রাজীব গান্ধির ৭৯তম জন্মদিন পালন করল উত্তরপাড়া কোতরং টাউন কিশান কংগ্রেস। রবিবার সকালে উত্তরপাড়ায় কংগ্রেস কার্যালয়ে প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধির ফোটোতে মাল্যদান করা হয় এরপর ইন্দিরা গান্ধির ফোটোতে মাল্যদান করা হয় কিষান কংগ্রেসের উদ্যোগে। পরবর্তী ক্ষেত্রে উত্তরপাড়ার রাস্তায় প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধির মর্মর মূর্তিতে মাল্যদান করা হয় এবং রাজীব গান্ধি দেশের জন্য কী কী উন্নয়ন করেছেন সেইসব নিয়ে কিষান কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আলোচনা করা হয়। সন্ধ্যায় উত্তরপাড়ার মাখলা বিড়লা মোড়ে টাউন কিষান কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পথসভা হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কিষান কংগ্রেসের চেয়ারম্যান তপন দাস, সহ-সভাপতি গোপাল দে, সাধারণ সম্পাদক ইন্দ্রজিৎ দেব, উত্তরপাড়া কোতরং টাউন কিষান কংগ্রেসের সভাপতি মিলন চক্রবর্তী, প্রদেশ কংগ্রেস সম্পাদক সৌরভ ঘোষ, কংগ্রেস নেতা রণেন্দ্রনাথ দত্ত, সুবীর মুখোপাধ্যায় সহ বিশিষ্ট নেতৃত্ব।

রাজ্য কিষান কংগ্রেসের চেয়ারম্যান তপন দাস বলেন, 'প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধির ৭৯তম জন্মদিন পালন করলাম প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে। রাজীব গান্ধির জন্মদিন সারা পশ্চিমবঙ্গে পালন করা হচ্ছে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধি দেশের জন্য অনেক উন্নয়ন করেছেন। ১৮ বছর হলেই এখন ভোট দিতে পারা যাচ্ছে, এটা রাজীব গান্ধীর অবদান। ২১ বছর

বয়সে নির্বাচনের প্রার্থী হওয়া যাচ্ছে, এটাও রাজীব গান্ধীর অবদান তিনি পঞ্চায়েতি রাজ গড়ে তুলেছিলেন। এখন মোবাইল ফোনের এত রমরমা ২জি, ৪জি, ৫জি এইসব যা বেরচ্ছে বা বেরিয়েছে অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোনের জনক প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধির অবদান। এটা আমাদের সবার মনে থাকবে তিনি সারা ভারতবাসীর অন্তরে আছেন তিনি অমর হয়ে আছেন। তিনি বেঁচে থাকলে দেশের মধ্যে এত সমস্যা হত না। তাঁর দেখানো পথেই এখন সবকিছু চলছে।'

টাকি ও বাদুড়িয়া পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে ইডির নোটিস

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই এর পথে হাঁটল কেন্দ্রের আরও এক তদন্তকারী সংস্থা ইডি। নিয়োগ দুর্নীতির বিষয়ে টাকি ও বাদুড়িয়া পুরসভার কাছ থেকে যে যে তথ্য ও নথি চেয়েছিল সিবিআই, এবার সেই একই তথ্য নথি চেয়ে টাকি ও বাদুড়িয়া পুরসভাকে নোটিস দিল ইডি। জানা গিয়েছে, এই সমস্ত নথি দেওয়ার জন্য এক সপ্তাহ সময় দেওয়া হয়েছে টাকি ও বাদুড়িয়া পুরসভা কর্তৃপক্ষকে। এ বিষয়ে টাকি পুরসভার চেয়ারম্যান সোমনাথ মুখোপাধ্যায় জানান, ইডির নোটিসের সাড়া দিয়ে পুরসভা কর্তৃপক্ষের তরফে তদন্তকারী সংস্থাকে সহযোগিতা করা হবে। টাকি পুরসভার এগজিকিউটিভ অফিসার যাবতীয় তথ্য ও নথি যা টাকি পুরসভার কাছে আছে তা ইডিকে তুলে দেবেন। চলতি বছরের ৭ জুন সিবিআইয়ের পাঁচ সদস্য বসিরহাট মহকুমার বাদুড়িয়া এবং টাকি পুরসভায় সিবিআই তদন্ত করেছিল। এবার ইনফোর্সমেন্ট ডিপার্টমেন্টের চিঠি দিল টাকি ও বাদুড়িয়া পুরসভাকে। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে ২০১৭ সাল থেকে ২২ সাল পর্যন্ত গ্রুপ ডি নিয়োগ তথ্য সংক্রান্ত সমস্ত রিক্রুটমেন্টের নথি নিয়ে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে সিবিআইয়ের চার সদস্যের আধিকারিক টাকি পুরসভায় এসে চেয়ারম্যান সোমনাথ মুখোপাধ্যায়, হিসেব রক্ষক সহ বিভিন্ন দপ্তরে আধিকারিকদের জেরা করেছেন। গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র দেখেছেন পাশাপাশি ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন সহ একাধিক জিনিসপত্র সার্চ করেছেন। পাশাপাশি এবার টাকি ও বাদুড়িয়া পুরসভার নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে হাজিরা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে।

রাজীব গান্ধির ৭৯তম জন্মদিবস পালন কাঁকসায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধির ৭৯তম জন্মদিবস উপলক্ষে রবিবার সকালে পানাগড় বাজারে ইন্দিরা গান্ধির মূর্তির সামনে রাজীব গান্ধির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে তাঁকে শ্রদ্ধা জানান কাঁকসা ব্লক কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা।

এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাঁকসা ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি পুরব বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিম বর্ধমান জেলার কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস বিশ্বাস, ব্লকের সাধারণ সম্পাদক ধর্মেন্দ্র শর্মা, কাঁকসা ব্লকের প্রবীণ কংগ্রেস নেতা ইন্দ্র কুমার মেহেরা, ত্রিলোকচন্দ্রপুরের অঞ্চল সভাপতি সফিকুল রহমান সহ অন্যান্যরা। কংগ্রেস নেতা ধর্মেন্দ্র শর্মা জানান, ভারতবর্ষের বুকে একজন জননেতা জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যাঁকে দেশের সকল মানুষ শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করার পাশাপাশি জীবন কাহিনি বক্তৃতার মাধ্যমে তুলে ধরা হয় এবং এলাকার মানুষের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু যুবকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। ঘটনাটি ঘটে পানাগড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের একটি বেসরকারি কারখানায়। মৃত যুবকের পরিবারের এক সদস্য জানিয়েছেন, মালদার বাসিন্দা গোলাম কিবরিয়া নামের বছর উনিশের যুবক ঠিকা শ্রমিকের কাজ করতেন পানাগড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের একটি বেসরকারি কারখানায়। রবিবার সকালে কাজ করার সময় বিদ্যুতের খোলা তারের তাঁর পা লেগে যাওয়ায় হঠাৎই বিকট শব্দ হওয়ার পরই ওই যুবক তারের ওপর পরে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে যান। গুরুতর আহত হয় ওই যুবককে উদ্ধার করে পানাগড় ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরিবারের সদস্যরা কাঁকসা থানায় খবর দিলে ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। রবিবার দুপুরে মৃতদেহ দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় কাঁকসা থানার পুলিশ।

জাতীয় নির্বাচন কমিশনের তরফে সংবর্ধনা বয়সে সেঞ্চুরি পেরনো হরিমতী দেবীকে

আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

পুরুলিয়া: পুরুলিয়ার পাড়া বিধানসভার অন্তর্গত রঘুনাথপুর ২নম্বর ব্লকের মঙ্গলদা মৌতড় গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন ধানাড়া গ্রামের বাসিন্দা হরিমতী বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিমধ্যেই বয়সে সেঞ্চুরি করেছেন তিনি। এগারো সন্তানের মা তিনি। এখনও একান্নবর্তী পরিবারে থাকেন তিনি। এই বয়সেও খালি চোখেই সব দেখতে পান তিনি। চশমা কী জিনিস তা জানেন না। দেশ স্বাধীন হওয়ার খবর আসতেই তিনিও আনন্দ উৎসবে মেতে উঠেছিলেন তৎকালীন সময়ে। ইংরেজদের অত্যাচার দেখেছেন। দেখেছেন স্বাধীনতার প্রথম দিনের ছবি। আজও বয়সে সেঞ্চুরি করেও

সেই সব স্মৃতি নিয়ে বেঁচে আছেন হরিমতী বন্দ্যোপাধ্যায়। ইংরেজদের অত্যাচার থেকে বাঁচতে তিনিও জঙ্গলের মধ্যেই লুকিয়ে ছিলেন। একবার ইংরেজদের হাতে আটকও হয়েছিলেন তিনি। কোনও ভাবে তাঁদের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে আত্মরক্ষা করে বেঁচেছেন তিনি। ইংরেজদের বুটের শব্দ পেলেই পালিয়ে বেড়াতেন এদিক-ওদিক।

প্রচারের আড়ালে থাকা স্বাধীনতা সংগ্রামী এমনই একজন মানুষ পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের প্রত্যন্ত ধানাড়া গ্রামের বাসিন্দা হরিমতী বন্দ্যোপাধ্যায়কে রবিবার দুপুরে তাঁর বাসভবনে গিয়ে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে সবর্ধনা জানান হল। তাঁর হাতে ফুলের স্তবক ও মানপত্র তুলে দেন রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের জয়েন্ট বিডিও শুভদীপ বৈদ্য, রঘুনাথপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিম্পা চক্রবর্তী জেলা পরিষদের সদস্য অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় সহ অন্যান্যরা।

রঘুনাথপুর ২ ব্লকের জয়েন্ট বিডিও শুভদীপ বৈদ্য বলেন, 'জাতীয় নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে ব্লক প্রশাসন, পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রশাসন এদিন ধানাড়া গ্রামের বাসিন্দা যিনি শতায়ু এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী হরিমতী বন্দ্যোপাধ্যায়কে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে তাঁর বাসভবনে গিয়ে আমরা ওনাকে এই মানপত্রটি প্রদান করি।'

এদিকে স্বাধীনতা সংগ্রামী ১০০ বছর অতিক্রমকারী হরিমতী বন্দ্যোপাধ্যায় মানপত্র পেয়ে বলেন, 'দেরিতে হলেও আজ তিনি মানপত্র পেয়ে খুশি। মৃত্যুর আগে তাঁর কাছে এই মানপত্র অমূল্য সম্পদ।' তিনি এই মানপত্র বুকে জড়িয়ে রাখতে চান। তবে তাঁর মৃত্যুর আগে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একবার সামনে থেকে দেখার শেষ ইচ্ছা রয়েছে তাঁর, এমনটাই জানালেন তিনি।

কংগ্রেসের নয়া ওয়ার্কিং কমিটিতে বাংলার অধীর চৌধুরী, দীপা দাশমুন্সী

নয়াদিল্লি, ২০ অগস্ট: রবিবার ওয়ার্কিং কমিটির নয়া সদস্যদের নাম ঘোষণা করলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। নতুন সদস্যদের বেছে নিতে প্রাক্তন দুই সভাপতি সনিয়া, রাহুলদের পথই অনুসরণ করেছেন বর্তমান সভাপতি। নির্বাচনের পথে না হেঁটে সভাপতি হিসাবে খাড়গে তাঁর অধিকার প্রয়োগ করে বেছে নিয়েছেন নতুন সদস্যদের। সর্ব ভারতীয় কংগ্রেসের দৈনন্দিন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে ওয়ার্কিং কমিটিই শেষ কথা। দ্বিতীয় উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি হল কংগ্রেসের সংসদীয় কমিটি। সেটির চেয়ারপার্সন সনিয়া গান্ধী। মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী নেত্তা ডিসুজাকে এক্স অফিসিও মেম্বার হিসেবে রাখা হয়েছে। কংগ্রেসেরও পাখির চোখ আগামী বছরের লোকসভা ভোট। রবিবার প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর জন্মবার্ষিকীর দিনে প্রকাশিত হয়েছে এই তালিকা। সেই তালিকায় বাংলা থেকে রয়েছেন কংগ্রেসের লোকসভার দলনেতা অধীর চৌধুরী। সঙ্গে রয়েছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেত্রী দীপা দাশমুন্সী। দীপার স্বামী প্রয়াত প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী দীর্ঘদিন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছিলেন। কমিটির নাম ঘোষণার পরেই প্রশ্ন উঠে গিয়েছে বাংলায় 'ইন্ডিয়া' জোটের কার্যকারিতা নিয়ে। কারণ, অধীর তো বটেই, দীপাও বাংলায় তৃণমূলের প্রবল বিরোধী বলেই পরিচিত। সঙ্গে তাঁরা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কঠোর সমালোচকও বটে। তাই কংগ্রেসের এমন সিদ্ধান্তে যে তৃণমূল নেতৃত্ব খুব একটা খুশি হবেন না, তা বলাই যায়।

এদিকে, খাড়গে নতুন ওয়ার্কিং কমিটি ঘোষণা করায় অবসান হল স্টিয়ারিং কমিটির। গত বছর ১০ অক্টোবর খাড়গে সভাপতি হওয়ার পর আগের ওয়ার্কিং কমিটি ভেঙে দিয়ে স্টিয়ারিং কমিটি দিয়ে কাজ চালাচ্ছিলেন। নতুন কমিটিতে ঠাঁই হয়েছে কেরলের তিরুবনন্তপুরমের সাংসদ শশী তারুরের। তিনি গত বছর খাড়গের বিরুদ্ধে সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে হেরে যান।

গত বছর রাজস্থানের উদয়পুরে কংগ্রেসের চিন্তন শিবিরে সিদ্ধান্ত হয়েছিল সংগঠনের সর্বস্তরে পঞ্চাশের কম বয়সিদের অর্ধেক সদস্য করা হবে। ওয়ার্কিং কমিটিতে যতটা সম্ভব সেই ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা হয়েছে। বয়স ছাড়াও জনজাতি, দলিত, ওবিসি, সংখ্যালঘুর প্রতিনিধিত্ব বজায় রাখতেই নির্বাচনের পথে না হেঁটে খাড়গে নিজে বেছে নিয়েছেন সদস্যদের, এমনটাই ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে কংগ্রেসের তরফে। তবে সভাপতি হিসাবে খাড়গে টিম বলা হলেও বাস্তবে গান্ধী পরিবারের ঘনিষ্ঠদের কমিটিতে ঠাঁই হয়েছে মত রাজনৈতিক মহলের।

ওয়ার্কিং কমিটিতে স্থান হয়েছে রাজস্থানের শচীন পাইলটের। দলীয় মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলটের সঙ্গে লড়াই করা শচীনকে ওয়ার্কিং কমিটিতে নিয়ে রাজস্থানের রাজনীতিতে ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করলেন খাড়গে। সে জন্য কমিটির বহর বাড়ানো হয়েছে। ২৪ সদস্যের জায়গায় এবার নেওয়া হয়েছে ৩৯জনকে। তাঁদের মধ্যে স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য ৩২জন।

দুর্যোগে বেহাল পথ, বালতাল দিয়ে অমরনাথ যাত্রা স্থগিত

শ্রীনগর, ২০ অগস্ট: প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগে রাস্তার হাল বেহাল। অনন্তনাগ জেলার পহলগাম এবং গন্দারবল জেলার বলতালের রাস্তা দিয়ে আর অমরনাথের পথে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আর সেই কারণে আগামী ২৩ আগস্ট থেকে সাময়িক ভাবে বন্ধ থাকবে এই রুটের অমরনাথ যাত্রা। চলতি বছর গত পয়লা জুলাই থেকে শুরু হয়েছিল এবারের অমরনাথ যাত্রা। ৬২ দিনের দীর্ঘ এই যাত্রা আগামী ৩১ আগস্ট চাদি মোবারক দিয়ে শেষ হওয়ার কথা। যে রাস্তা দু'টি বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, সেই রাস্তা দিয়েই চাদি মোবারক পালনে এগিয়ে যান পুণ্যার্থীরা। কিন্তু ২৩ আগস্ট থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য এই পথ বন্ধ থাকবে বলে পহলগামের অন্য রুট ধরে সেই যাত্রা সম্পন্ন হবে। অমরনাথ শ্রিন কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, লাগাতার বৃষ্টি আর দুর্যোগে ওই দুই রুটের রাস্তার অবস্থা বেহাল। ফলে ওই পথ ধরে

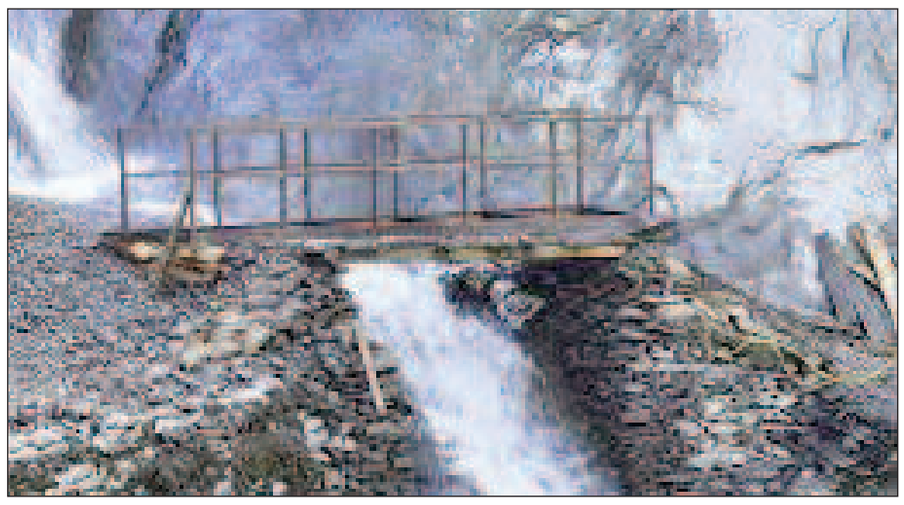

তীর্থযাত্রীরা এগোলে, তা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হবে। সে কারণেই অতি তৎপরতার সঙ্গে ওই রাস্তা মেরামতির দায়িত্ব নিয়েছে বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশন। তাই আগেভাগেই যাত্রীদের এই পথ বন্ধ থাকার কথা জানিয়ে দেওয়া হল।

চলতি বছর ইতিমধ্যেই ৪ লক্ষ ৪০ হাজারেরও তীর্থযাত্রী অমরনাথ দর্শন করেছেন। তবে উত্তরাখণ্ড, হিমাচল প্রদেশের মতো রাজ্যগুলিতে লাগাতার প্রবল বর্ষণের কারণে বহু পুণ্যার্থী গন্তব্যে পৌঁছতে গিয়ে সমস্যায় পড়েছেন। এমনকী রাস্তায় ধস নামার কারণে প্রাণও হারিয়েছেন অনেকে। এমন পরিস্থিতিতে তাই যাত্রার শেষে আর তীর্থযাত্রীদের নিয়ে কোনও ঝুঁকি নিতে চায় না কর্তৃপক্ষ।

৭ সদ্যোজাতকে খুন! অবশেষে দোষী সাব্যস্ত নার্স লুসি লেটবি

ম্যানচেস্টার, ২০ অগস্ট: সদ্যই পৃথিবীর আলো দেখেছিল তারা। কিন্তু যার হাতে ছিল সদ্যোজাতদের দেখভালের দায়িত্ব, অভিযোগ, সেই নার্সই নাকি খুন করেছেন এক এক করে ৭টি সদ্যোজাত শিশুকে !

ব্রিটেনের ম্যানচেস্টার ক্রাউন কোর্টে সম্প্রতি এমনই ঘৃণ্যতম অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন লুসি লেটবি। ৩৩ বছর বয়সি লুসি সেখানকার চেস্টার হাসপাতালের নার্স ছিলেন । হাসপাতালে কাজ করার সময় সাতটি সদ্যোজাত শিশুকে খুন করা, এবং আরও ৬টি শিশুকে হত্যার চেষ্টা করার অভিযোগে লুসিকে গ্রেফতার করা হয়। জানা যায়, লুসি নাকি শিশুগুলির শরীরে হাওয়া ও ইনসুলিন, ইনজেকশন-এর মাধ্যমে প্রবেশ করিয়ে দিতেন। শুধু তাই নয়, জোর করে অতিরিক্ত পরিমাণ দুধ কিংবা অন্য তরল খাইয়েই যেতেন তাদের, যতক্ষণ না তারা 'ওভারডোজ' হয়ে মারা যাচ্ছে।

লুসি এই কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন ২০১৫-২০১৬ সালে। ঘটনার বিষয়ে প্রথম পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেন ব্রিটেনের বাসিন্দা ভারতীয় বংশোদ্ভূত চিকিৎসক রবি জয়রাম। ২০১৫ সালে প্রায় একই কারণে তিনটি শিশুর মৃত্যু হওয়ার পর তিনি বিষয়টি পুলিশের নজরে আনার চেষ্টা করেন। তবে প্রাথমিকভাবে তাঁর কথায় গুরুত্ব দেয়নি পুলিশ। কিন্তু তারপর আরও ৪টি শিশুর মৃত্যু হয় একইভাবে। অবশেষে ২০১৭ সালে পুলিশ বিষয়টি নিয়ে তদন্ত নামে।

সেই তদন্তে ভয়ঙ্কর তথ্য উঠে আসে। জানা যায়, যে লুসিকে শিশুগুলির পরিবারের তরফে সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করা হত, সেই লুসিই নিজের হাতে একের পর এক সদ্যোজাতকে খুন করে গেছে নির্বিকার চিত্তে। তার ধারণা ছিল, সে নাকি সাক্ষাৎ শয়তান, মৃত্যুদূত। তার হাতে পড়ে প্রাণদায়ী ইনসুলিন কিংবা সাধারণ শিশুখাদ্য দুধ পর্যন্ত হয়ে উঠত প্রাণঘাতী। নিওনেটাল কেয়ারের শিশুদের কারও শরীরে ইনজেকশনের মাধ্যমে হাওয়া কিংবা ইনসুলিন প্রয়োগ করত সে। কাউকে আবার মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে দুধ কিংবা অন্য তরল খাইয়ে দেওয়া হত, যার ওভারডোজে মৃত্যু হত শিশুগুলির।

তদন্তে নেমে পুলিশ লুসির বাড়ি থেকে বেশ কয়েকটি হাতে লেখা চিরকুট উদ্ধার করে। তা থেকে জানা গেছে, লুসি বিশ্বাস করত, সে একজন শয়তান। কোনও চিরকুটে লেখা ছিল, 'আমি খারাপ, আমি শয়তান। আমি ওদের মেরে ফেলেছি।' আবার কোনওটায় লেখা থাকত, 'আমি ওদের ইচ্ছা করে মেরে ফেলেছি কারণ আমি ওদের যত্ন নেওয়ার জন্য উপযুক্ত নই।' পাওয়া গিয়েছিল কয়েকটি রহস্যময় চিরকুট। যেমন একটিতে লেখা ছিল, 'আজ তোমার জন্মদিন, কিন্তু আজকেই তুমি এখানে নেই। আমি তার জন্য ভীষণভাবে দুঃখিত।'

তদন্তকারী সংস্থার দাবি, তারা জীবনে যত রহস্যের সমাধা করেছেন, এটি সম্ভবত সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে কঠিন। চিকিৎসক রবি জয়রামের দাবি, কয়েকটি শিশুকে হয়তো বাঁচানো সম্ভব হত যদি পুলিশ আরও আগে তাঁর কথায় গুরুত্ব দিত।

এই ঘটনায় ২০১৮ সালে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল লুসিকে। তবে তাঁর বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয় গত বছরের অক্টোবর মাসে। সম্প্রতি এই মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন লুসি। আগামী সোমবার তাঁর সাজা ঘোষণা করা হবে।

চাষজমিতে ভেঙে পড়ল ডিআরডিও-র ড্রোন

বেঙ্গালুরু, ২০ অগস্ট: পরীক্ষামূলক উড়ানের সময় রবিবার ভোরে কর্ণাটকের চাষ জমিতে ভেঙে পড়ল ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট অর্গ্যানাইজেশন -এর একটি ড্রোন। ভেঙে পড়া ড্রোনটি হল ইউএভি তাপস। প্রতিরক্ষা মন্ত্রক এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, 'কর্ণাটকের চিত্রদুর্গা জেলার একটি গ্রামে পরীক্ষামূলক উড়ানের সময় -র তৈরি একটি 'তাপস' নামের ড্রোনটি ভেঙে পড়েছে।' সংবাদ সংস্থা এএনআই সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দুর্ঘটনার কথা জানিয়েছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। ঠিক কোন কারণে ভেঙে পড়ল তাপস, এই বিষয়ে ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু হয়েছে। রবিবার ওপর থেকে কিছু পড়ে ভেঙে চুরে যেতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ড্রোন ভেঙে পড়ার বিষয়টি প্রথম লক্ষ্য করেন স্থানীয় গ্রামবাসীরা। ছবিতে দেখা গিয়েছে, ড্রোন ভেঙে পড়ায় ভিতরে থাকা যন্ত্রপাতিগুলিও চুরমার হয়ে গিয়েছে।উল্লেখ্য, এর আগে ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে কর্ণাটকের চিত্রদুর্গা জেলার একটি গ্রামেই ভেঙে পড়েছিল ডিআরডিও-র একটি ড্রোন। ওই ড্রোনটির নাম ছিল ইএভি রুস্তম-২। সেবারও পরীক্ষামূলক উড়ানোর সময়েই ভেঙে পড়েছিল রুস্তম। সেবারও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।বারবার ডিআরডিও-র তৈরি ড্রোন ভেঙে পড়া নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

শিশুকে তুলে আছাড়, 'সন্ন্যাসী' 'মেরে ফেলল' ৫ বছরের ছেলেকে

নয়াদিল্লি, ২০ অগস্ট: শিশুকে আছড়ে মারলেন সন্ন্যাসী! যোগারাজ্যে এমনই একটি ভিডিও ভাইরাল হতে শোরগোল পড়ে গিয়েছে।

ভাইরাল ভিডিও-তে দেখা গিয়েছে মথুরার গোবর্ধন এলাকায় বছর পাঁচেকের একটি ছেলেকে রাস্তায় আছাড় মারলেন সন্ন্যাসীর বেশে থাকা এক ব্যক্তি। শিশুটির মৃত্যুর পরেই উত্তেজিত জনতাও তাকে মারধর করতে শুরু করে। আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভরতি সেই ব্যক্তি।

সাধু বলতেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে স্থিতধী এক ব্যক্তিত্বের ছবি। তবে, গেরুয়া পরলে আর অবিন্যস্ত চুল-দাড়ি রাখলেই তো আর সাধু হওয়া যায় না। সম্প্রতি উত্তর প্রদেশে ভাইরাল ভিডিও সে কথাই বলছে। এই বিষয়ে ব্যবস্থা নিয়েছে উত্তর প্রদেশ পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয়েছে, সাধুর বেশে থাকা ওই ব্যক্তিকে।পুলিশ জানিয়েছে অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম ওমপ্রকাশ, বয়স ৫২ বছর।

মথুরা (গ্রামীণ)-এর পুলিশ সুপার ত্রিগুণ বিসেন জানিয়েছেন, মধ্য প্রদেশের ভিন্দ জেলা থেকে মথুরায় এসেছিলেন ওমপ্রকাশ। স্থানীয়দের বক্তব্য অনুযায়ী সপ্তকোসিতে তীর্থ করতে এসেছিল সে। ওই তীর্থের পথেই একটি ছোট দোকান চালান নিহত শিশুটির বাবা। ভাইরাল হওয়া ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, ৫ বছরের শিশুটির দিকে আচমকাই তেড়ে যায় অভিযুক্ত। শিশুটির পরণে ছিল আকাশি নীল রঙের টি-শার্ট। ভিডিয়োতে দেখা যায়, অভিযুক্ত ওমপ্রকাশ তাকে ঘাড়ের উপর তুলে নেয়। তারপর, তা পা-জোড়া ধরে কাপড় কাচার ভঙ্গিতে বারবার মাটিতে আছাড় মারতে থাকে। শিশুটির মাথা মাটির দিকে থাকায়, বারবার তার মাথায় আঘাত লাগে। ইতিমধ্যে, শিশুটিকে বাঁচাতে আশপাশ থেকে বেশ কিছু লোককে ওমপ্রকাশের দিকে ছুটে যেতে দেখা যায়। জানা গিয়েছে, বিক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযুক্ত ওমপ্রকাশকে ধরে বেধড়ক মারধর করে। তারপর তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।তবে, জনতার মারে ওমপ্রকাশ গুরুতর আঘাত পেয়েছে। পুলিশ সুপার ত্রিগুন বিসেন জানিয়েছেন, আশঙ্কা অবস্থায় তাকে স্থানীয় এক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তবে, ঠিক কী কারণে এক ৫ বছরের শিশুর উপর নৃশংস হামলা চালাল সে, তা এখনও অজানা। পুলিশ জানিয়েছে, ওমপ্রকাশের অবস্থা কিছুটা স্থিতিশীল হলেই তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। তাহলেই এই ভয়ঙ্কর ঘটনার পিছনের উদ্দেশ্য পরিষ্কার হবে। শিশুটিকর দেহের ময়নাতদন্ত করা হচ্ছে। এদিকে, শিশুটির মৃত্যুতে ওই এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। একই সঙ্গে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা।

ভারতীয় শিশুদের 'রেকর্ড' ব্রিটেনে

লন্ডন, ২০ অগস্ট: গত বছর ব্রিটেনে জন্ম নেওয়া শিশুদের মধ্যে রেকর্ড সংখ্যক ভারতীয় ব ংশোদ্ভূত। বৃহস্পতিবার ব্রিটেনের জাতীয় পরিসংখ্যান দফতরের প্রকাশ করা জনশুমারি রিপোর্ট থেকে এই তথ্য উঠে এসেছে।

২০২২-এ ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে এই জনশুমারি করা হয়। রিপোর্টে বলা হয়েছে, গত বছর ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে রেকর্ড কম সংখ্যক শিশুর জন্ম হয়েছে। সদ্যোজাত শিশুদের মধ্যে ২৩.১ শতাংশের মা-বাবা ব্রিটিশ নন। ২০২১ সালে সেই সংখ্যাটা ছিল ১৬.৭ শতাংশ। ২০২১-এ জন্মানো অ-ব্রিটিশ শিশুর সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৭৯ লক্ষ ৭২৬। ২০২২-এ তা বেড়ে দাঁড়ায় ১ কোটি ৮৩ লক্ষ ৩০৯-এ। জন্মসূত্রে ব্রিটিশ, এমন মায়েদের সংখ্যা ৩০.৩ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ২৮.৮ শতংশে। ২০২১-এ জন্মসূত্রে ব্রিটিশ, এমন ৪ কোটি ৪৫ লক্ষ ৫৫ জন মা হয়েছিলেন, ২০২২-এ সংখ্যাটা কমে দাঁড়িয়েছে ৪ কোটি ২২ লক্ষ ১০৯-এ।

জনশুমারি রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, ২০২১-এ অ-ব্রিটিশ সদ্যোজাতদের তালিকায় তিন নম্বরে ছিল ভারতীয় বংশোদ্ভূত শিশুরা, এক নম্বরে ছিল রোমানিয়ানরা। ২০২২-এ সব থেকে উপরে রয়েছে ভারতীয় বংশোদ্ভূত শিশুরা। প্রসঙ্গত, যে-সব ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটেনে জন্মেছেন, অর্থাৎ যাঁরা দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় প্রজন্মের ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নাগরিক, যেমন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক, তাঁদের এই জনশুমারিতে 'ব্রিটিশ' বলেই বিবেচনা করা হয়েছে। তা ছাড়া, ২০২১-এ অ-ব্রিটিশ বাবাদের মধ্যে সবার উপরে ছিলেন পাকিস্তানিরা। ২০২২-এ সেই তালিকার শীর্ষে ভারতীয় বাবারা। আর এ বছরই প্রথম দশের তালিকায় রয়েছেন আফগান মা-বাবারা। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ২০২১-এ তালিবান আফগানিস্তান পুনর্দখলের পরে বিপুল সংখ্যক আফগান তাঁদের জন্মভূমি থেকে পালিয়ে ব্রিটেন-সহ ইউরোপের কোনও না কোনও দেশে চলে আসেন।

ট্রাফিক পুলিশের মাথা বাঁচাতে ব্যাটারিচালিত এসি হেলমেট

আমদাবাদ, ২০ অগস্ট: চড়া রোদ, কিম্বা বৃষ্টি। তাঁদের থামলে চলে না। রাস্তায় দাঁড়িয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে হয় যানবাহন। না হলে যে শহরের যানের গতি রুদ্ধ হবে।

প্রবল গরমে ট্রাফিক পুলিশের কষ্ট কমাতে নতুন উদ্যোগ নিল গুজরাটের আমদাবাদ সিটি ট্রাফিক পুলিশ বিভাগ। ট্রাফিক পুলিশকর্মীদের জন্য পরীক্ষামূলক ভাবে এসি হেলমেট ব্যবহার শুরু করল তারা। এই শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হেলমেট যেমন মাথা রাখবে ঠান্ডা, তেমনই ধুলোবালি, ক্ষতিকর গ্যাস থেকেও রক্ষা করবে ট্রাফিকদের। আমদাবাদ শহরের ৬ জন ট্রাফিক কনস্টেবলের হাতে পরীক্ষামূলক ভাবে এই এসি হেলমেট তুলে দেওয়া হয়েছে। এ গুলি ট্রাফিক পুলিশের ব্যবহৃত হেলমেটের থেকে ৫০০ গ্রামের বেশি। ব্যাটারির মাধ্যমে চলে এই এসি হেলমেট। একবার চার্জ দিলে ৪ ঘণ্টা তা কাজ করে। তার ফের চার্জ দেওয়ার প্রয়োজন হয়। হেলমেট প্লাস্টিকের, তা মাথা বাঁচানোর কাজও করে।

নয়ডার সংস্থা করম সেফটি প্রাইভেট লিমিটেড এই নতুন ধরনের হেলমেট তৈরি করেছে। তারা জানিয়েছে, এসি হেলমেট পরিবেশ থেকে বাতাস নেয় এবং সেই বাতাসকে শুদ্ধ করে হেলেমেটের ভিতর সরবরাহ করে। এর জন্য হেলমেটে একটি মোটরও থাকে। ১০ অগস্ট থেকে এই হেলমেটের ব্যবহার শুরু করেছেন আহমেদাবাদের ট্রাফিক কনস্টেবলরা।আহমেদাবাদের ব্যস্ত এলাকা পিরানা ক্রসিংয়ে ট্রাফিকের ডিউটি করেন ২৭ বছরের দিব্যারাজসিং রানা। ১০ অগস্ট থেকেই এসি হেমলেট ব্যবহার করছেন তিনি। এই হেলমেট বিষয়ে তিনি বলেছেন, 'এসি হেলমেট দারুণ। এই এলাকায় এত ধুলো ও ধোঁয়া দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াতে খুব অসুবিধা হত। এসি হেলমেট ওই শিল্ডেরও কাজ করছে। ফ্যান থাকায় ঘামও হচ্ছে না। অনেকক্ষণ কাজ করেও এনার্জেটিক থাকছি।'

মুম্বই হামলার অন্যতম চক্রীকে ভারতের হাতে তুলে দেবে আমেরিকা, চিন্তা পাকিস্তানের

মুম্বই ও ওয়াশিংটন ডিসি: মুম্বই হামলার অন্যতম চক্রী তাহাউর রানাকে ভারতের হাতে তুলে দেওয়ার প্রস্তুতি শুরু করেছে আমেরিকা। যার জেরে চিন্তায় পাকিস্তান। আদালতের নির্দেশ মোতাবেক আমেরিকায় জেলবন্দি রানাকে ভারতের হাতে তুলে দিতে প্রস্তুতি শুরু করেছে জো বাইডেনের প্রশাসন। গত মে মাসেই ওয়াশিংটনের ফেডারেল আদালত রানাকে ভারতে প্রত্যর্পণের নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু প্রত্যর্পণের রায়ে স্থগিতাদেশ চেয়ে রানার আবেদন চলতি সপ্তাহে খারিজ হয়ে গিয়েছে। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে রানার আবেদন এখন ওয়াশিংটনের নবম সার্কিট বেঞ্চে বিচারাধীন। ইতিমধ্যে আমেরিকার বিদেশ সচিব অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনের কাছে 'সারেন্ডার সার্টিফিকেট' বা হস্তান্তর পত্রে সই না করার আবেদন জানিয়ে চিঠি লিখেছেন রানার আইনজীবী। তবে চূড়ান্ত রায় পর্যন্ত অপেক্ষা না করে ব্লিঙ্কেন

প্রত্যর্পণের নির্দেশনামায় সই করতে পারবেন। আমেরিকার বিদেশ দপ্তর সূত্রে এই খবর জানা গিয়েছে।

জানা গিয়েছে, আমেরিকায় অবস্থিত পাক দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করে পাকিস্তান প্রশাসন ইতিমধ্যেই জানিয়েছে, তারা যেন পুরো বিষয়টির দিকে নজর রাখে। নিউ ইয়র্কে পাকিস্তানের কনসাল জেনারেলকে এমনই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একটি ফাঁস হয়ে যাওয়া ইমেল থেকে বিষয়টি সামনে এসেছে। যা থেকে পরিষ্কার, পাকিস্তান কতটা অস্বস্তিতে রয়েছে এই পরিস্থিতিতে।

শৈশবের বন্ধু পাক জঙ্গি সংগঠন লস্করের অন্যতম সদস্য ডেভিড কোলম্যান হেডলি যে হামলার সঙ্গে যুক্ত, তা জানত রানা । এ ব্যাপারে হেডলিকে সাহায্য করেছিল সে। হামলার জন্য হেডলি কী পরিকল্পনা নিয়েছিল রানা সবই জানত। পরে তদন্তকারীদের কাছে রানার জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে নেয় হেডলি।

আজ এশিয়া কাপের দল ঘোষণা ভারতের, বৈঠকে রোহিত-আগরকররা

মুম্বই: এশিয়া কাপ শুরু হতে আর মাত্র ১০ দিন। এখনও ভারতীয় দল ঘোষণা হয়নি। কবে হতে পারে এ বারের এশিয়া কাপে টিম ইন্ডিয়ার দল ঘোষণা? সোমবার, ২১ অগস্ট এশিয়া কাপের দল ঘোষণার জন্য বৈঠকে বসবেন নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান ও অধিনায়ক রোহিত শর্মা । সাধারণত দল নির্বাচনের সময় কোচ উপস্থিত থাকেন না। তবে সোমবারের দল নির্বাচনী বৈঠকে উপস্থিত থাকতে পারেন কোচ রাহুল দ্রাবিড়। ওডিআই বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে এ বারের এশিয়া কাপ ৫০ ওভারের ফরম্যাটে খেলা হবে। টিমগুলি ১৭ জন সদস্যের দল ঘোষণা করতে পারে। বৈঠকে একাধিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে। এশিয়া কাপের দলে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা যেতে পারে।

এশিয়া কাপের দল ঘোষণার আগে বোর্ডের নির্বাচক কমিটিকে সবচেয়ে বেশি ভাবাচ্ছেন লোকেশ রাহুল এবং শ্রেয়স আইয়ার। দু'জনই চোট পেয়ে অস্ত্রোপচারের পর রিহ্যাবের জন্য এনসিএ-তে রয়েছেন। রাহুল রীতিমতো ব্যাটিং ও কিপিং অনুশীলন শুরু করেছেন। তাঁকে দেখে ফিট বলেই মনে হচ্ছে। রাহুলকে নিয়ে এনসিএ সবুজ সংকেত দিয়েছে কি না জানা নেই। যদিও দেয় তাহলেও প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। তিনি কি কিপিং করতে পারবেন? প্রশ্নের শেষ এখানেই নয়। শ্রেয়স আইয়ারের চোট আপডেট মোটেও সন্তোষজনক নয়। এশিয়া কাপে তাঁর খেলার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। এশিয়া কাপের জন্য শ্রেয়স যদি এনসিএ-র ফিট সার্টিফিকেট না পান তাহলে ৪ নম্বরে ব্যাটিং করবেন কে? নবাগত তিলক ভার্মাকে সুযোগ দেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন প্রাক্তনীরা। রবি শাস্ত্রী, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এমনকী রবিচন্দ্রন অশ্বিনও তিলকের হয়ে ব্যাট ধরেছেন। লোকেশ রাহুলকেও ৪ নম্বরে নামানোর কথা ভাবা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে ব্যাটিং অর্ডারের পাঁচ নম্বরে হার্দিক নাকি সূর্যকুমার, কে বেশি ফিট হবেন? সঞ্জু স্যামসনের সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা কম। কেউ কেউ আবার রবিচন্দ্রন অশ্বিনকেও দলে রাখার পরামর্শ দিচ্ছেন।

এ বারের এশিয়া কাপের দল ঘোষণা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ অক্টোবর-নভেম্বরে ওডিআই বিশ্বকাপের আগে এটাই সর্বশেষ বড় টুর্নামেন্ট। বিশ্বকাপের দল কেমন হতে পারে তার ঝলক দেখা যাবে এশিয়া কাপে। ৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে আইসিসি-র কাছে প্রাথমিক স্কোয়াড জমা দিতে হবে। চূড়ান্ত দলের তালিকা জমা দেওয়ার শেষ সময়সীমা ২৭ সেপ্টেম্বর। ততদিনে শেষ হয়ে যাবে এশিয়া কাপ। এই টুর্নামেন্ট বিশ্বকাপের চূড়ান্ত স্কোয়াড বেছে নিতে সাহায্য করবে। আজ সোমবার দুপুর ১.৩০টা নাগাদ এশিয়া কাপের দল ঘোষণা করতে পারে বিসিসিআই। সাংবাদিক বৈঠকে রোহিত শর্মার উপস্থিতিতে স্কোয়াড ঘোষণা করবেন মুখ্য নির্বাচক অজিত আগরকর।

ডুরান্ডের শেষ আটে বাগান, জিতেও যেতে ব্যর্থ মহমেডান

নিজস্ব প্রতিনিধি: ডার্বিতে হেরে ডুরান্ড কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে যাওয়া কঠিন করে ফেলেছিল মোহনবাগান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শেষ আটে পৌঁছল তারা। তার প্রধান কারণ গোল পার্থক্য। নিজেদের শেষ ম্যাচে জামশেদপুরকে ৬-০ গোলে হারিয়ে মোহনবাগানের সমান পয়েন্ট হয় মহমেডান স্পোর্টিংয়ের। কিন্তু গোল পার্থক্যে পিছিয়ে থাকায় শেষ আটে যেতে পারল না সাদা-কালো ব্রিগেড।

ডুরান্ড কাপে জামসেদপুর এফসিকে ৬-০ ফলে হারায় মহামেডান। হ্যাটট্রিক সহ চার গোল করেন ডেভিড লালানসাংগা এবং বাকি দুটি গোল করেন রেমসাংগা। বড় জয় সত্ত্বেও গোল পার্থক্যে ছিটকে গেল মহামেডান।

এ বারের ডুরান্ডের নিয়ম অনুযায়ী ছ'টি গ্রুপের শীর্ষে থাকা দল কোয়ার্টার ফাইনালে উঠবে। বাকি দু'টি দল ঠিক হবে দ্বিতীয় স্থানে থাকা ছ'টি দলের মধ্যে। গ্রুপ শীর্ষে শেষ করায় আগেই কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে গিয়েছে ইস্টবেঙ্গল, মুম্বই সিটি, গোকুলম কেরল, এফসি গোয়া ও চেন্নাইয়িন এফসি। গ্রুপ এফ-এর শীর্ষে কোন দল থাকবে তা এখনও ঠিক হয়নি।

মোহনবাগান কোয়ার্টার ফাইনালে উঠবে কি না তা নির্ভর করছিল রবিবারের দু'টি ম্যাচের উপর। প্রথম ম্যাচে ডাউনটাউন হিরোজকে হারায় নর্থইস্ট ইউনাইটেড। পয়েন্টে গ্রুপের শীর্ষে থাকা গোয়াকে ছুঁয়ে ফেললেও গোল পার্থক্যে শীর্ষে শেষ করে গোয়া। কিন্তু ৭ পয়েন্ট থাকায় দ্বিতীয় স্থানে থাকা প্রথম দল হিসাবে শেষ আটে যায় নর্থইস্ট।

মোহনবাগানের পয়েন্ট ৬। জামশেদপুরকে ৬-০ গোলে হারায় মহমেডান। চারটি গোল করেন ডেভিড লালাংসাঙ্গা। বাকি দু'টি গোল ফানাইয়ের। জামশেদপুরকে হারিয়ে মহমেডানের পয়েন্টও হয়েছে ৬। এই ম্যাচের আগে পর্যন্ত মহমেডানের গোল পার্থক্য ছিল -১। ৬ গোল করায় গোল পার্থক্য বেড়ে হয়েছে ৫। মোহনবাগানের গোল পার্থক্য ৬। অর্থাৎ, গোল পার্থক্য ১ বেশি থাকায় শেষ আটে জায়গা করে নিয়েছে সবুজ-মেরুন ব্রিগেড।

ডুরান্ডে আর একটি দলেরই সুযোগ রয়েছে মোহনবাগানের সমান পয়েন্টে পৌঁছনোর। ইন্ডিয়ান আর্মিকে হারাতে পারলে রাজস্থান ৬ পয়েন্টে পৌঁছবে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে ৬ পয়েন্টে থাকা ইন্ডিয়ান আর্মির গোল পার্থক্য কমবে। ফলে সেই গ্রুপে যে দলই দ্বিতীয় স্থানে শেষ করুক না কেন মোহনবাগানকে টপকাতে পারবে না তারা। সেই কারণে দ্বিতীয় স্থানে থাকা দ্বিতীয় দল হিসাবে ডুরান্ডের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গেল মোহনবাগান।

চোটে মাঠের বাইরে পৃথ্বী শ

বন্ধুর জন্য বিশেষ বার্তা সচিনপুত্রর

নিজস্ব প্রতিনিধি: 'ইয়ে দোস্তি হাম নেহি তোড়েঙ্গে, তোড়েঙ্গে দম আগর, তেরা সাথ না ছোড়েঙ্গে'খ পৃথ্বী শ এবং অর্জুন তেন্ডুলকরের বন্ধুত্ব দেখে 'শোলে' সিনেমার সেই বিখ্যাত গানের কলিগুলো না বললেই নয়। পৃথ্বী ও সচিনপুত্র ছেলেবেলার বন্ধু। দু'জনই তাঁদের ভালো ও খারাপ সময়ে একে অপরের পাশে দাঁড়ান। চোটের কারণে এখন ২২ গজের বাইরে টিম ইন্ডিয়ার তরুণ ক্রিকেটার পৃথ্বী শ। এই পরিস্থিতিতে আবারও এক বার বন্ধুর পাশে দাঁড়ালেন অর্জুন তেন্ডুলকর।

চলতি অগস্টে কাউন্টি ক্রিকেটে দারুণ ছন্দে ছিলেন পৃথ্বী শ। নর্দাম্পটনশায়ারের হয়ে ওয়ান ডে কাপ টুর্নামেন্টে তিনি চারটি ইনিংসে করেছিলেন ৪২৯ রান করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ডারহামের বিরুদ্ধে ম্যাচ চলাকালীন ফিল্ডিং করার সময় হাঁটুতে চোট পান পৃথ্বী শ। ওই চোটই তাঁকে ২২ গজ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। জানা গিয়েছিল, লিগামেন্টে চোট পেয়েছেন পৃথ্বী। আর এই চোটের কারণে তাঁকে আগামী ২ মাস মাঠের বাইরে থাকতে হবে। এই সদ্য ছন্দে ফিরছিলেন পৃথ্বী। তারই মাঝে চোট। এই পরিস্থিতিতে মন ভারাক্রান্ত থাকারই কথা। তাই এ বার বন্ধু পৃথ্বী শ-য়ের পাশে দাঁড়ালেন অর্জুন তেন্ডুলকর। ইন্সটাগ্রাম স্টোরিতে তাঁর সঙ্গে ছেলেবেলার এক ছবি এবং বর্তমানের এক ছবি শেয়ার করে সচিনপুত্র লেখেন, 'শক্তিশালী থেকো বন্ধু। পৃথ্বী শ তোমার দ্রুত আরোগ্য কামনা করি।'

অন্যদিকে পৃথ্বী শয়ের ইন্সটাগ্রামে ঢুঁ মারলে দেখা যায় একটি সিড়ি ও নিজের পায়ের ছবি ও একটি লাল হৃদয়ের ইমোজি দিয়ে তিনি লিখেছেন, 'জীবনে তুমি যখন উন্নতি করবে, মানুষ তখন তোমার দিকে হাত বাড়িয়ে দেবে। আর যখন নীচের দিকে নামবে হাত ছেড়ে দেবে।'

ধুমধামের সঙ্গে গোষ্ঠ পালের ১২৭ তম জন্ম দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের পক্ষ থেকে ২০ শে আগস্ট চীনের প্রাচীর নামে খ্যাত কিংবদন্তি ফুটবলার গোষ্ঠ পালের ১২৭ তম জন্ম দিবসের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। কলকাতা ময়দানে গোষ্ঠ পালের মূর্তিতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন মাননীয় ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী অরূপ বিশ্বাস। কিংবদন্তি এই ফুটবলারের জন্মদিবস পালন অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন ও বর্তমান ক্রীড়াবিদরা,কলকাতার তিন প্রধান ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, মহামেডান সহ বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন, আইএফএ ও সিএবি'র কর্মকর্তারা। উপস্থিত ছিলেন গোষ্ঠ পালের পুত্র নীরাংশু পাল। এদিনের অনুষ্ঠানে

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে ও মৃত ছাত্রের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে উত্তরীয়র বদলে ফুটবলারদের ফুটবল তুলে দেন মাননীয় ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ মন্ত্রী শ্রী অরূপ বিশ্বাস।

বিশ্বকাপে পাকিস্তান শ্রীলঙ্কা ম্যাচের নিরাপত্তা নিয়ে হাত তুলে দিল হায়দরাবাদ! চিন্তায় বিসিসিআই

হায়দরাবাদ: কড়া নাড়ছে এশিয়া কাপ। তার কিছুদিন পর ভারতের মাটিতে শুরু হবে একদিনের বিশ্বকাপ। তার আগেই ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের চিন্তা বাড়াল হায়দারাবাদ ক্রিকেট এসোসিয়েশন। বিসিসিআইয়ের রক্তচাপ বাড়াল তারা। সৌজন্যে পাকিস্তান বনাম শ্রীলংকা ম্যাচ। আগের সূচি অনুযায়ী, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে ম্যাচটি ১২ অক্টোবর হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচ একদিন এগিয়ে আসায় ১২ অক্টোবরের পরিবর্তে ১০ তারিখে বদলে দেওয়া হয়।

যা নিয়ে ফাঁপরে পড়েছে হায়দরাবাদ ক্রিকেট সংস্থা। বিসিসিআইকে চিঠি দিয়ে দুটি ম্যাচের মধ্যে ব্যবধান রাখার অনুরোধ জানিয়েছে হায়দরাবাদ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। ওই দুটি ম্যাচের আগে ৬ অক্টোবর পাকিস্তান বনাম নেদারল্যান্ডস ম্যাচ হওয়ার কথা উপলের রাজীব গান্ধি স্টেডিয়ামে। হায়দরাবাদ পুলিশ জানিয়েছে, পরপর দুটি ম্যাচের জন্য নিরাপত্তা দিতে তারা অপারগ।

বিশেষ করে পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা ম্যাচটির জন্য অতিরিক্ত নিরাপত্তা দিতে হবে। পরিস্থিতির বিবরণ দিয়ে বিসিসিআইকে চিঠি দিয়েছে মহম্মদ আজহারউদ্দিনের ক্রিকেট সংস্থা। গত ৫ অগস্ট সিএবির পক্ষ থেকে নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে সূচি বদলানোর আবেদন করা হয়েছিল বোর্ডের কাছে। ১২ নভেম্বর কালীপুজোর দিন ইডেন গার্ডেন্সে পাকিস্তান বনাম ইংল্যান্ড ম্যাচটি হওয়ার কথা ছিল। তার আগেই নবরাত্রির জন্য ১৫ অক্টোবরের ভারত-পাক ম্যাচের দিন বদলানোর আবেদন করেছিল গুজরাত ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। রাজ্য সংস্থাগুলির অনুরোধ মেনে নেয় বিসিসিআই। ৯ অগস্ট পরিবর্তিত সূচি প্রকাশ করা হয় আইসিসির তরফে। এখন দেখার হায়দারাবাদ ক্রিকেট সংস্থার এই অনুরোধ বিসিসিআই রাখতে পারে কিনা। ম্যাচের দিন পরিবর্তন হবে নাকি একই তারিখে অন্য মাঠে খেলা দেওয়া হবে তাই নিয়ে চলছে যোগাযোগ। শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান বনাম লঙ্কা ম্যাচ কোন শহরে হবে তা কিছুদিনের মধ্যেই প্রকাশ করা হবে।

কিউয়িদের হারিয়ে ইতিহাস আমিরশাহির, ৭ উইকেটে জিতে ১-১ সমতায় সিরিজ

দুবাই: টি ২০ ক্রিকেটে অসম্ভব কিছুই নয়। কোনও দলকেই ফেভারিট বলে ধরা যায় না। যে দল ভালো খেলবে ম্যাচ তাদেরই। এই ফরম্যাটে যে কোনও দল জেতার ক্ষমতা রাখে। বিশেষ করে টি ২০ ফরম্যাটে কোনও দল একবার পিছিয়ে পড়লে কামব্যাক করা কঠিন হয়ে পড়ে। সংযুক্ত আরব আমিরশাহি ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে খেলা দ্বিতীয় টি ২০ ম্যাচ তারই উদাহরণ। দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় টি ২০তে মুখোমুখি হয়েছিল দুই দল। যেখানে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি নিউজিল্যান্ডকে ৭ উইকেটে হারিয়ে হইচই ফেলে দিয়েছে। টি ২০তে ইউএই-র বড় কৃতিত্ব। কারণ আইসিসি র্যা ঙ্কিংয়ে নিউজিল্যান্ড এই ফরম্যাটের তৃতীয় স্থানে রয়েছে। সেখানে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি রয়েছে ১৬তম স্থানে। ইউএই-র ক্রিকেট ইতিহাসে অন্যতম বড় জয় এটি।

দ্বিতীয় টি ২০তে প্রথমে ব্যাট করে নিউজিল্যান্ড। মাত্র ৬৫ রানে প্যাভিলিয়নে ফিরে যায় অর্ধেক টিম। তবে মিডল অর্ডারের ব্যাটার মার্ক চ্যাপম্যান কিউয়িদের লজ্জা বাঁচান। ৬৫ রানের ইনিংস খেলে দলকে ১৪২ রানে পৌঁছতে সাহায্য করেন তিনি। চ্যাপম্যান ছাড়াও নিউজিল্যান্ডের হয়ে জেমস নিশাম এবং চ্যাড বোয়েস ২১-২১ রানের অবদান রাখেন। এই তিন ব্যাটার ছাড়া আর কেউই দুই অঙ্ক পার করতে পারেননি। ১৪৩ রান তাড়া করতে নেমে ইউএই প্রথম উইকেট হারায় শূন্য রানে। প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে দলের স্কোর এগিয়ে নিয়ে যান অধিনায়ক মহম্মদ ওয়াসিম ও বৃতিয়া অরবিন্দ। ওয়াসিম ২৯ বলে ৫৫ রানের ইনিংস খেলেন। যার মধ্যে রয়েছে ৪টি চার ও ৩টি ছক্কা। ২৫ রানের ইনিংস খেলেছেন অরবিন্দ। এছাড়া আসিফ খান ৪৮ রান করে অপরাজিত থাকেন। একইসঙ্গে বাসিল হামিদও ১২ বলে ১২ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে সাজঘরে ফেরেন। মাত্র ১৫.৪ ওভারে লক্ষ্যে পৌঁছে যায় সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। এই জয়ে সিরিজে এখন ১-১ ব্যবধানে সমতায়।

রবিবার দুবাইয়ে সিরিজের তৃতীয় তথা শেষ টি ২০ ম্যাচ রয়েছে। প্রথম ম্যাচে নিউজিল্যান্ড জিতেছিল ১৯ রানে। সেই ম্যাচেও নিউজিল্যান্ডকে কঠিন লড়াই দিয়েছিল সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। আজ তৃতীয় ম্যাচে আগের দিনের ফলাফলের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে পারলে সেটি হবে আমিরশাহির ঐতিহাসিক জয়।

মোহনবাগানকে আটকাতে আসরে গোটা বাংলাদেশ! আবাহনীর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি: যে কোনও মূল্যে এএফসি কাপের মূল পর্বে খেলতেই হবে। সেজন্য সাম-দাম-দণ্ডভেদ সবই করতে রাজি বাংলাদেশের ক্লাব ঢাকা আবাহনী। সূত্রের দাবি, মোহনবাগানকে আটকাতে নাকি একাধিক নিয়মবিরুদ্ধ কাজ করছে ঢাকার ক্লাবটি। বাংলাদেশের সেরা সেরা ফুটবলারকে তাঁরা সই করিয়েছে খেপে খেলার জন্য।

খবর অনুযায়ী, নাইজেরিয়ার ফরোয়ার্ড ইফেগিউ ওজুকিউ, সেন্ট ভিনসেন্টের রাইট উইঙ্গার কর্নেলিয়াস স্টুয়ার্ট এবং ব্রাজিলের ডিফেন্ডার ড্যানিলো কুইপাপাকে। এই তিন ফুটবলারের সঙ্গেই আবহনী ১ আগস্ট লোনের চুক্তি সই করেছে এবং এই চুক্তির মেয়াদ মাত্র একমাস। অর্থাৎ ৩১ আগস্ট শেষ হয়ে যাবে। এরা তিনজন বাংলাদেশের তিন প্রথম সারির ক্লাব শেখ জামাল ধানমান্ডি, চট্টগ্রাম আবাহনী এবং ফর্টিস এফসির সেরা বিদেশি। ঢাকা আবাহনী ছক করে দেশের সেরা সেরা বিদেশি ফুটবলারকে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে খেলিয়ে দিতে পারে। সব মিলিয়ে মোট ৮ জন বিদেশি ফুটবলার নিয়ে আসছে আবাহনী। এদের মধ্যে দুজনের বৈধ কাগজপত্র নেই বলেও অভিযোগ। এএফসি কাপের নিয়ম অনুযায়ী, কমপক্ষে ৪৮ দিন একজন ফুটবলারকে ক্লাবের হয়ে খেলতে হয় এএফসি কাপের ম্যাচ খেলার জন্য। তাছাড়া লোনের চুক্তি কমপক্ষে ৪ মাসের হতে হয়,। সেখানে মাত্র ১ মাসের চুক্তিতে কীভাবে ফুটবলারদের খেলাতে পারে আবহনী দল? প্রশ্ন উঠছে।

শেখ জামাল, চট্টগ্রাম আবহনী এবং ফর্টিস থেকে ফুটবলার নিয়ে দল গড়ার অর্থ হল গোটা বাংলাদেশ খেলতে আসছে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে। যা প্রকাশ্যে আসতেই নড়েচড়ে বসছে মোহনবাগান। শোনা যাচ্ছে, আবাহনী নিয়ম ভেঙেছে কিনা খতিয়ে দেখে এএফসিতে অভিযোগ করার কথা ভাবছে সবুজ-মেরুন শিবির।

সেই স্পেনই বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০১০ সালে প্রথমবার ফাইনালে উঠেই বিশ্বকাপ জিতেছিল স্পেনের পুরুষ ফুটবল দল। ১৩ বছর পর প্রথমবার ফাইনাল খেলেই বিশ্বকাপ জিতল স্পেনের নারী ফুটবল দল। তবে স্পেনের ছেলেদের দল ফাইনালে উঠেছিল ১৩ তম চেষ্টায়, আর তাঁদের মেয়েরা জিতে গেল তৃতীয়বার বিশ্বকাপ খেলতে এসেই। পার্থক্য তো আরও আছে। ২০১০ সালে স্প্যানিশরা বিশ্বকাপ না জিতলেই সবাই অবাক হতেন। আর এবার মেয়েদের বিশ্বকাপ জয়ের সম্ভাব্যদের সংক্ষিপ্ত তালিকাতে ছিল না স্পেনের নাম।

সেই স্পেন আজ সিডনিতে ইংল্যান্ডকে ১-০ গোলে হারিয়ে মেয়েদের ফুটবলের শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট মাথায় তুলল। ২০১০ সালে স্পেনের পুরুষ দলও চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ফাইনালে নেদারল্যান্ডসকে ১-০ গোলে হারিয়ে।

অধিনায়ক ওলগা কারমোনার ২৯ মিনিটের গোলটা নতুন চ্যাম্পিয়ন বানিয়েছে স্পেনকে। যুক্তরাষ্ট্র, নরওয়ে, জার্মানি ও জাপানের পর পঞ্চম দল হিসেবে বিশ্বকাপ জিতল স্পেন। কারমোনার গোলের আগে প্রাধান্য ছিল ইংল্যান্ডের। ইংলিশ ফরোয়ার্ড লরেন হেম্পকে পঞ্চম মিনিটে স্প্যানিশ গোলরক্ষক কাতা কোলের ও ১৬ মিনিটে ক্রসবারের বাধায় গোল পাননি।

এর ১৩ মিনিট পর কারমোনার ওই গোল। পাল্টা এক আক্রমণ থেকে ডান প্রান্ত দিয়ে বাঁ দিতে আগুয়ান লেফট ব্যাক কারমোনাকে ক্রস দেন ফরোয়ার্ড মারিওনা কালদেন্তি। কিছুটা এগিয়ে ইংল্যান্ডের পেনাল্টি বক্সে ঢুকে বাঁ পায়ের নিচু শটে ইংলিশ গোলরক্ষকে বাঁ পাশ দিয়ে বলটাকে জালে পাঠান সেমিফাইনালেও গোল পাওয়া কারমোনা।

এরপর একবার পেনাল্টি পেয়েও ব্যবধানটাকে দ্বিগুণ করতে পারেনি স্পেন। হেনি হেরমোসোর দুর্বল শট ধরে ফেলেন ইংলিশ গোলরক্ষক মেরি ইয়ার্পস।

কিন্তু ম্যাচ শেষে এবারের বিশ্বকাপে হেরমোসোর দ্বিতীয় পেনাল্টি মিস কে মনে রাখতে গেছে। গ্রুপ পর্বে যে জাপানের আছে ৪-০ গোলে হেরেছিল স্প্যানিশরা সেটিই বা কে মনে করবে ভবিষ্যতে।

এক বছর আগে খেলোয়াড় বিদ্রোহে মূল দলের বেশির ভাগ খেলোয়াড়কে হারিয়ে ফেলা দলটি রূপকথাই লিখল শেষ পর্যন্ত।

মেসি ম্যাজিক, ইন্টার মায়ামির জার্সিতে প্রথম ট্রফিজয় লিওর

নিজস্ব প্রতিনিধি: স্রেফ দক্ষতা নাকি ম্যাজিক। স্রেফ সৌন্দর্য নাকি মন্ত্রমুগ্ধতা! লিওনেল মেসি, সেই ম্যাজিসিয়ানের নাম। লিও মেসি সেই মন্ত্রমুগ্ধতার নাম, যার ছোঁয়ায় বদলে গিয়েছে ইন্টার মায়ামি। যার ছোঁয়ায় বদলে গিয়েছে মার্কিন ফুটবল। ইন্টার মায়ামির হয়ে তাঁর অভিষেক হয়েছে মাত্র মাস দু'য়েক আগে। এরই মধ্যে লিগ টেবিলের তলানিতে পড়ে থাকা দলকে চ্যাম্পিয়ন বানিয়ে দিলেন লিও। নতুন ক্লাবের জার্সিতে সপ্তম ম্যাচেই ফুল ফোটালেন লিও। শক্ত প্রতিপক্ষ নাশাভিলকে হারিয়ে মার্কিন মুলুকে লিগ কাপের খেতাব জিতল মেসির ক্লাব। মায়ামির জার্সিতে এটি প্রথম খেতাব হলেও গোটা কেরিয়ারে এটি তাঁর ৪৪তম ট্রফি। সেটাও একটা রেকর্ড।

শনিবার রাতে মেগা ফাইনালে নির্ধারিত সময়ে খেলা শেষ হয় ১-১ গোলে। পেনাল্টি শুট-আউটে ৯-১০ গোলে জেতে মায়ামি। ম্যাচের প্রথম গোলটি এসেছিল লিওর পা থেকেই। ২৪ মিনিটে নিজের স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বিপক্ষের ফুটবলারকে ড্রিবল করে ডি-বক্সের ঠিক বাইরে থেকে জোরাল শটে বিপক্ষের জালে বল জড়িয়ে দেন তিনি। পরে অবশ্য গোল শোধ করে দেয় নাশাভিল। খেলা গড়ায় পেনাল্টিতে। শেষপর্যন্ত ৯-১০ গোলে জেতে মায়ামি।

আসলে ইন্টার মায়ামির জার্সিতে শুরু থেকেই দুর্দান্ত ফর্মে মেসি। অভিষেকের পর থেকে এ পর্যন্ত মোট ৭ মাচ খেলেছেন তিনি। আর তাতেই করেছেন ১০টি গোল। যে দলটা লিগ টেবিলের তলানিতে ধুকছিল, রাতারাতি সেই দলে হার না মানসিকতা তৈরির কৃতিত্বও তাঁরই প্রাপ্য।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**